উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৪৩২.৮৯ (+১৯৩.৪২) নিফটি : ২৫,৪৬১.০০ (+৫৫.৭০)

লন্ডনে পার্টি ফেরার মোদি-মালিয়ার
লন্ডনে ললিত মোদির বাসভবনে আয়োজিত রাজকীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন ঋণখেলাপিতে আরেক অভিযুক্ত বিজয় মালিয়া। তাঁদের গান গাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ৯

নাড্ডার পদে চর্চায় নির্মলা
জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে কে বসবেন, তা নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা। বিজেপির ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও মহিলা মুখকে আনা হতে পারে। জল্পনায় তিন নাম। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৫°	৩০°	২৫°	৩০°	২৬°	৩০°	২৬°

মনোজিৎকে নিয়ে নিগ্রহের পুনর্নির্মাণ
সব ঠিকঠাক থাকলে সোমবার খুলতে পারে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ। তার আগে শুক্রবার ভোররাতে মনোজিৎ সহ বাকি ধৃতদের কলেজে আনা হয় ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে। ৭

শিলিগুড়ি ২০ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 5 July 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 48

সাদা চোখে সাদা কথায়

উত্তরে ক্রমে বিজেপির নিঃসঙ্গতার লক্ষণ স্পষ্ট

গৌতম সরকার

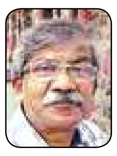

বলেছিলেন বটে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। বরং 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে' নীতিতে এখন আত্মঘাতী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষ করে কূটনীতিতে, রাজনীতিতে। নিঃসঙ্গতাকে সাধারণত সামাজিক সমস্যা মনে করা হয়। তবে সমস্যাটা রাজনীতিতে আছে, আছে কূটনীতিতেও। ব্যক্তিজীবনে কেউ কেউ নিঃসঙ্গতা উপভোগ করেন বটে, আবার কেউ কেউ ডিপ্রেশনেও চলে যান নিঃসঙ্গতায় ভুগে।

রাজনীতি বা কূটনীতির নিঃসঙ্গতা আরও ভয়ংকর। অস্তিত্বের সংকটও ডেকে আনতে পারে। রাজনীতি আজকাল সঙ্গী নির্ভর। বলা হয় জোট রাজনীতির যুগ এখন। এজন্যই এনডিএ কিংবা 'ইন্ডিয়া'। অতীতে যেমন ছিল ইউপিএ। বামফ্রন্টও বাম দলগুলির যৌথ মঞ্চ। জোট শুধু দলের সঙ্গে নয়, জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও হয়। তবে অলিখিত বোঝাপড়া। দেওয়া আর নেওয়ার শর্তে সেই সমন্বয়। মূলত জনগোষ্ঠীকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ভোট আদায়ের বন্দোবস্ত।

তখন সেই জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গী। যেভাবে অতীতে দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন কংগ্রেসের ভোটব্যাংক। যেখান থেকে তোষামোদের রাজনীতি বা হালে বিজেপির মুখে 'তুষ্টিকরণ' শব্দটির জন্ম। এই শতর্ধীন বোঝাপড়া চিরস্থায়ী নাও হতে পারে। কিংবা জনগোষ্ঠীর সবাই সেই বোঝাপড়ার শরিক হবেন- এমন নিশ্চয়তাও থাকে না। বাম রাজত্বেই সংখ্যালঘু ভোটে কংগ্রেসের একাধিপত্য ভেঙে ছিল বামফ্রন্ট।

আবার এখন মুসলমান সম্প্রদায় নিরেট আঠার মতো সেঁটে আছে ঘাসফুল প্রতীকের সঙ্গে। পিরিতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না...। সেই পিরিতি ভাঙা অসম্ভব বুঝেই তো বাংলায় 'জাগো হিন্দু জাগো' নীতি আঁকড়ে ধরছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। বাম শাসনের শেষদিকে মতুয়া সম্প্রদায়কে কাছে

এরপর দশের পাতায়

প্রিয় খেলনাগাড়ি

১৪৫ বছরে এসে প্রথমবারের জন্য টয়ট্রেন দিবস উদযাপন সুকনায়। শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠছে খেলনাগাড়ির প্রতিকৃতি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

তৃণমূল নেতাকে গুলি

ধৃত পদ্ম বিধায়ক-পুত্র

কোচবিহার ব্যুরো

৪ জুলাই : দলীয় কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূলের কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে'কে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইডাঙ্গার এই ঘটনায় কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় ও তার সহযোগী উত্তম গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ বিধায়কের কালো রংয়ের একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই গাড়িতে চেপেই অভিযুক্তরা কর্মাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। ঘটনায় কোচবিহার-২ ব্লকজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। শুক্রবার বেশ কয়েকটি জায়গায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তৃণমূল বিক্ষোভ দেখিয়েছে। যদিও বিজেপির বিধায়ক দাবি করেছেন, তাঁদের ফাঁসানো হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত নয় বলেও দাবি করেছেন তিনি।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পুণ্ডিবাড়ি থানা এলাকায় একটি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ও তদন্ত চালিয়ে দীপঙ্কর রায় ও উত্তম গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে গাড়িতে করে অভিযুক্তরা গুলি চালাতে গিয়েছিল সেটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেটির ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে। পুরোনো আক্রোশের জেরে এই ঘটনা হতে পারে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।'

আহত রাজু দে'কে স্থানীয় বাসিন্দারা কোচবিহার শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করান। তাঁর ডানদিকের কাঁধে গুলি লেগেছে। রাতেই অস্ত্রোপচার করা হয়। এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে রাজু বলেছেন, 'কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায় এলাকায় কোনও কাজ করেননি। তাই এলাকায় ক্ষোভ জমছিল। প্রায় দুই মাস আগে চকচকা এলাকায় সুকুমার এসেছিলেন। তখন ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। আমিও তাতে শামিল হই। বৃহস্পতিবার সেই গাড়িতে করে এসেই আমার দিকে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া হয়। একটি গুলি আমার শরীরে লাগে। আমার ওপর যে আক্রোশ চেপে রেখেছিল তা ভাবিনি।'

রাজু আরও জানিয়েছেন, দলীয় নানা কর্মসূচি সেরে রাত এগারোটার দিকে তিনি ঝিনাইডাঙ্গা এলাকায় তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় বাড়ির সামনেই তাঁর ওপর আক্রমণ করা হয়। গাড়ি থেকে তিন-চারজন নেমে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাজুর বাবা মণীন্দ্রচন্দ্র দে'র কথা, 'রাতে বাড়ি থেকেই আমরা গুলির আওয়াজ পাই। বেরিয়ে দেখি ছেলে তখনই বাড়িতে ঢুকল। শরীর রক্তে ভিজে যাচ্ছে।' স্থানীয় বাসিন্দা সোমা ঠাকুর বলেন, 'আমরা খুবই আতঙ্কে রয়েছি। বছর দুয়েক আগেও রাজুর জ্যাঠতুতো ভাইকে গুলি করা হয়েছিল।'

তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতারা দফায় দফায় হাসপাতালে গিয়ে রাজুর স্বাস্থ্যের খবর নেন। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, 'যে গাড়িতে বিধায়ক ঘুরে বেড়ান সেই গাড়িতে চেপেই তার ছেলে এসে আমাদের জনপ্রতিনিধির উপরে গুলি ছোড়ে। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।' যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে সুকুমার বলেছেন, 'কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কোনওদিনই জিততে পারেনি।

এরপর দশের পাতায়

বিধায়কের এই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

অশোককে সামনে রেখে বিক্ষোভ সিপিএমের

রাহুল মজুমদার ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : জেলা কমিটির অভ্যন্তরে প্রতিবাদ হতেই অশোক ভট্টাচার্যকে সামনের সারিতে নিয়ে এল সিপিএম। শুক্রবার সিপিএমের পুরনিগম বিরোধী আন্দোলনে প্রাক্তন মেয়রকে সামনে রেখেই বিক্ষোভে শামিল হলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে ভাষণও দিতে শোনা গিয়েছে বর্ষীয়ান নেতাকে। দীর্ঘদিন বাদে অশোককে ফ্রন্ট ফুটে দেখে উজ্জীবিত এক সময়ে তাঁর সহযোদ্ধা কাউন্সিলাররা থেকে শুরু করে দলের তরুণ নেতৃত্বও।

অশোক বলেন, 'আমি সবসময় পথেই রয়েছি। পথের বাইরে আমি নেই। জনগণের টাকায় পুরনিগমে দুর্নীতি হচ্ছে। বিদ্যুতের লাইন বসানোর জন্যে রাস্তা কাটা হচ্ছে, সেখানে সাধারণ মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়ছে। বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। এই বোর্ডের থাকার কোনও অধিকার নেই। শিলিগুড়ির মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে এই বোর্ডকে অপসারণ করতে হবে।'

এরপর দশের পাতায়

পুরোনো কাঠামোয় ধুঁকছে উচ্চশিক্ষা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উত্তরের আট জেলায় মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আটটি। কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি বাদে প্রতিটি জেলাতেই একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও বহু বছর থেকেই জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চলছে। জেলাগুলিতে রয়েছে শতাধিক সরকার বা সরকার পোষিত কলেজ। এছাড়াও অসংখ্য কারিগরি, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজও তৈরি হয়েছে। তবুও অধরাই উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন। কাঠামোগত উন্নয়ন দূরের কথা, মান্ধাতা আমলের ব্যবস্থাপনা ও পাঠক্রম নিয়েই চলছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। চাকরিমুখী কোর্সের অভাবে প্রথাগত উচ্চশিক্ষা থেকে মুখ ফেরাচ্ছে নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ। প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও পরিকল্পনামাফিক স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে আজও উচ্চশিক্ষায় মডেল করা যায়নি উত্তরবঙ্গকে।

উত্তরের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আক্ষেপের কথা শুনিয়েছেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা, 'সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চাহিদা অনুসারে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনায় রদবদল হচ্ছে না। আমরা এখনও অভিমুখ ঠিক করে উঠতে পারিনি। প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে চাকরিমুখী কোর্স প্রয়োজন। সেগুলি চালু করতে না পারায় পেছনের সারিতে থাকা উত্তরবঙ্গ আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। শুধু শিক্ষা দপ্তরের উপর দায় চাপালে হবে না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই পদক্ষেপ করতে হবে। তা না হলে উত্তরবঙ্গে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

শিক্ষাবিদরা সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করালেও বাস্তব ছবি অন্য কথা বলছে। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক)-এর মূল্যায়ন অনুসারে, শিক্ষা ও গবেষণার মান কমেছে উত্তরের সবথেকে পুরোনো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। 'এ' থেকে একধাপ নীচে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এখন 'বি-প্লাস প্লাস'। সম্প্রতি ন্যাক-এর মূল্যায়নে 'ডি' পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১২ সালে

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ শেষ কিস্তি

চালু হয়েছিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এক যুগ পেরিয়ে গেলেও আজও ন্যাক-এর মূল্যায়ন করাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। ২০০৮ সালে পথ চলা শুরু হয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের।

এরপর দশের পাতায়

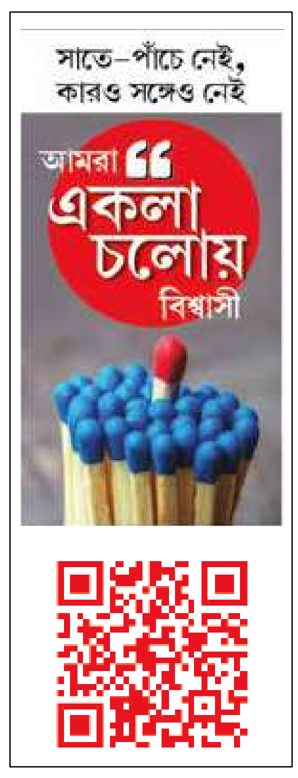

শাসকদলের মদত, প্রশাসনিক নীরবতা

মহানন্দার ঘাটে বালি চুরি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : গুরুংবস্তির মহানন্দা ঘাট থেকে দীর্ঘদিন ধরে বালির বেআইনি কারবার চলছে। ইদানীং নদীর এপারে অর্থাৎ সূর্য সেন পার্কের পিছনের অংশেও প্রতিদিন বালি তুলে ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে বিক্রির কারবার শুরু হয়েছে। পার্কের পিছনের অংশ থেকে শুরু করে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড হয়ে চম্পাসারির মহানন্দা সেতু পর্যন্ত পুরো এলাকাতেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের মদতে এই কারবার করছে বলে অভিযোগ। পুরনিগম দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিলেও ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে এই বালি পাচার নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলার থেকে পুরকর্তা প্রত্যেকেই এই বালি পাচার নিয়ে অবগত। তার পরেও এসব দিনের পর দিন ধরেই চলছে।

মহানন্দা থেকে বালি তুলে জড়ো করা হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'আমরা নদীগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি। নদী সংস্কার, নদীর ঘাট বাঁধাই, নদীর জল যাতে স্বাভাবিক নিয়মে বয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টা সবসময় চলছে। অথচ কিছু মানুষ এভাবে নদী থেকে বালি তুলে পাচার করবে, এটা হতে পারে না। এসব বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপের জন্য দ্রুত প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের বলা হবে।' দলের কেউ এই কারবারে জড়িত নয় বলে রঞ্জন দাবি করেছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তা বললেন, 'অভিযোগ যে ঘাটগুলিকে নিয়ে তাতে তিনটি থানা এলাকা পড়ছে। প্রধাননগর, শিলিগুড়ি এবং ভক্তিনগর থানাকে এই কারবার রুখতে ব্যবস্থা নিতে বলা হবে।'

৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তিতে মহানন্দার ঘাট থেকে প্রতিদিন বালি তুলে ভ্যানে পাচার হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এমনটা চলে আসছে। অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় দুই

এরপর দশের পাতায়

নদীতে দেহ, নেপথ্যে কি উচ্ছেদের নোটিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : সাতদিনের মধ্যে সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে মানসিক অবসাদে মহানন্দার জলে আত্মহত্যা করেছেন পুরনিগমের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা। এমন অভিযোগে সরগরম ওই এলাকা। ওই ব্যক্তির নাম সুরেশ বর্মন। শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ বাঘা যতীন কলোনি এলাকায় মহানন্দার জলে তাঁর মৃতদেহ ভেসে ওঠে। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এই মৃত্যুর ঘটনায় শহরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

লাশে রাজনীতি

- শুক্রবার সকালে বাঘা যতীন কলোনি এলাকায় নদীতে ভেসে ওঠে সুরেশ বর্মনের দেহ
- ওই এলাকায় জমি অধিগ্রহণ হওয়ায় পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ছিল
- সম্প্রতি সেখানে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয়
- এই মৃত্যুর সঙ্গে উচ্ছেদের যোগ রয়েছে বলে এলাকায় চাপানউতোর শুরু হয়েছে

সিপিএমের অভিযোগ, পুনর্বাসন দিয়ে তবেই উচ্ছেদ করা হবে বলে দাবি করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু সেরকম কিছুই করা হয়নি। একই সুরে কথা বলেছে বিজেপি। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল বোর্ডের দাবি, পুনর্বাসনের জন্যে ইতিমধ্যে জায়গা তৈরি রয়েছে। সেখানে রাস্তাও তৈরি করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় কাউন্সিলার মুন্সী নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'আমরা তো পুরনিগমকে বলেছিলাম আগে পুনর্বাসন দিতে হবে। তখন মেয়র বলেছিলেন যে, পুনর্বাসন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'ওই এলাকার মানুষকে এখনও পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। তার আগেই উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হলে তো আতঙ্ক হবেই। আমি ওই এলাকায় যাব।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘা যতীন কলোনি এলাকায় পূর্ত দপ্তরের জমিতে ৩১টি পরিবারের বাস। জাতীয় সড়কের কাজের জন্যে ওই এলাকা অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তবুও তো মা...

আঁচলের আড়ালে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৪ জুলাই : দুজনেরই হাতে চকোলেট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাতে এতটুকু খুশি নয়। দুই বোনের একটাই প্রশ্ন, 'মা কোথায়?' শেষমেশ মাকে তাদের সামনে হাজির করা হল। দেখেই দুই খুদের অঝোরে কান্না। মা আর মেয়েদের অবশ্য মিলন হল না। মায়ের কোলে উঠে তাঁর আদর পাওয়াও হল না। আদালতে তোলা হবে বলে ওদের মাকে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। দুই বোনের আবারও কান্না শুরু। মাকে নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে যাবে বলে বারবার বায়না জুড়ে দিল। আত্মীয়স্বজনরা কোনওমতে তাদের সামলালেন। শুক্রবার সকালে ফালাকাটা থানা এমনই করুণ দৃশ্যের সাক্ষী থাকল।

মাসখানেক আগে ফালাকাটা থানার পুলিশের কাছে একটি মিসিং ডায়েরি জমা পড়ে বাড়ি থেকে তাদের মায়ের নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ওই মহিলা কারও সঙ্গে হায়দরাবাদে চলে গিয়েছেন। সেটা মাসখানেক আগের ঘটনা। মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে পরে জানা যায় তিনি তামিলনাড়ুতে রয়েছেন। পরে ফালাকাটা থানার পুলিশ সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুলিশ ফালাকাটা থেকে তামিলনাড়ুতে যায়। সেখান থেকে ওই মহিলাকে নিয়ে এদিন পুলিশ ফালাকাটায় ফেরে।

মা যে এদিন ফিরে আসছেন তা পাঁচ ও আট বছর বয়সি ওই দুই খুদে জানতে পেরেছিল। দিদার সঙ্গে দুজনে এদিন সকালেই থানায় হাজির হয়েছিল। মাকে দেখবে বলে পুলিশকাকুর টেবিলের সামনে হামলে পড়ে বায়না জুড়ে দিয়েছিল। সেই পুলিশকাকু ওদের হাতে চকোলেট দিয়ে দুজনকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওরা ওদের বায়না থামালে তো! শেষপর্যন্ত পুলিশ ওদের মাকে দুজনের সামনে হাজির করাল। আর তারপর কী হয়েছে তা এই প্রতিবেদনের গোড়াতেই পরিষ্কার। সন্তানদের দেখে মায়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবে তিনি কিছু বলতে চাননি। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বললেন, 'আমার নিজের সন্তান আছে। তাই মাকে ছাড়া সন্তানের কী সমস্যা সেটা সহজেই বুঝতে পারি। তামিলনাড়ুতে দ্রুত টিম পাঠিয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।'

ফালাকাটা থানার আইসির টেবিলের সামনে দুই শিশু। শুক্রবার।

ওই মহিলার স্বামী রাজমিস্ত্রি হিসেবে কেরলে কাজ করেন। স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় তিনি সন্তানদের নিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। দুজনকে দাদু ও দিদার কাছে রেখেছিলেন। পুলিশ স্ত্রীকে ফালাকাটায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর তিনি অবশ্য নিশ্চিন্ত। এদিন ওই ব্যক্তি বললেন, 'মাকে দেখতে না পেয়ে দুই মেয়ে খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিল। দিনরাত কান্নাকাটি করত। পুলিশ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনায় ভালো লাগছে। ফের ভালোভাবে সংসার করতে চাই।'

Appointment

Application for empanelment as LBS-I & LBS-II for preparation of building plan at Alipurduar Municipality here by invited from the Engineers with qualification of Diploma in Civil Engineering & Degree in Civil Engineering (with five years experience for Diploma & two years for Degree on same category of Civil Engineering works). Application with all testimonial and mobile number are required within two calls on an interview. Date of interview will informed letter. Last date of Application on 15.07.2025 at 5.00 PM For details visit www.alipurduarmunicipality.in. Further corrigendum & addendum if issued will be published on the above website.

২৫ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ পড়ুয়াদের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৪ জুলাই : স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে প্লাস্টিক সংগ্রহ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়িতে দারুণ সাড়া পড়ল। জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবারই প্রথম ১ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত ওই প্রতিযোগিতামূলক অভিনব কর্মসূচিটির আয়োজন করা হয়। জেলার প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয় সহ মাদ্রাসা, এসএসকে ও এমএসকে মিলিয়ে ২,০৯৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলে ২৫.১ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ করে। জেলা পরিষদের ঘোষণা মোতাবেক সর্বোচ্চ প্লাস্টিক সংগ্রহকারী তিনটি স্কুলকে শুক্রবার ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুলে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে পুরস্কৃতও করা হয়। ব্লকগুলিতেও সর্বোচ্চ প্লাস্টিক সংগ্রহকারী তিনজন করে ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'পড়ুয়াদের দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ নয়, ওদের মাধ্যমে সমাজকে প্লাস্টিকমুক্ত করার বার্তা দেওয়াই কর্মসূচিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল।'

আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত জেলা পরিষদের প্রতিযোগিতাটির ক্যাচ লাইন ছিল 'প্লাস্টিক দাও, প্রকৃতি বাঁচাও আর পুরস্কার নাও।' স্কুলগতভাবে সেরা হয়েছে ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়। সেখানকার পড়ুয়ারা সবাই মিলে নিজেদের স্কুল সহ লোকালয় থেকে ৫৫৯.৬২ কিলোগ্রাম প্লাস্টিক সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে নাগরাকাটা ব্লকের চম্পাগুড়ির সেন্ট ক্যাপিটানিও গার্লস হাইস্কুল (৪৪৮ কিলোগ্রাম) ও ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি নীলকান্তপাল হাইস্কুল (২৮০.৫ কিলোগ্রাম)। জেলা শাসক ওই তিন স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারক ও মানপত্রের পাশাপাশি ২০ হাজার, ১০ হাজার এবং ৫ হাজার টাকা তুলে দেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) রৌনক আগরওয়াল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দলগতভাবে প্লাস্টিক সংগ্রহের পাশাপাশি ব্লক স্তরে ব্যক্তিগতভাবে যারা বেশি প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছে তাদের ক্ষেত্রে ময়নাগুড়িতে প্রথম হয় ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়ের শুভজিৎ রায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় যথাক্রমে ময়নাগুড়ি রথেরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের শ্যাম সরকার, সাপ্টিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৌসোনা আখতার। ব্লক স্তরের পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩, ২ এবং ১ হাজার টাকা। সংগৃহীত প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হবে। মালবাজার ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্লাস্টিক সংগ্রহকারী ৩ পড়ুয়াকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ওদলাবাড়ি আদর্শ হিন্দি বিদ্যালয়ের ছাত্র পীযূষ শাহ (৩৮.২ কিলোগ্রাম)। দ্বিতীয় পুরস্কার পায় কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তদিঘি কুমারপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রী গীতিকা বাগোয়ার (২৮ কিলোগ্রাম)। তৃতীয় হয় ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গজলডোবা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পদ দাস (২৫ কিলোগ্রাম)। মালবাজারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ তৌফিক আলি, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বনশ্রী দাস প্রমুখ। এই কর্মসূচিকে ঘিরে নাগরাকাটার রহমানুর হক, বানারহাটের মিলন রায়ের মতো পড়ুয়ারা তাদের খুশির কথা জানিয়েছে।

কিছু সমস্যাও হয়েছে। মালবাজারে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মৌমাছির কামড় খায়। আর্থিক পুরস্কারের কথা শুনে বহু ছাত্রছাত্রী গ্লাভস-মাস্ক ছাড়াই যত্রতত্র প্লাস্টিক খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন দৃশ্যও দেখা যায়। জেলার বহু স্কুলে এদিন সংগৃহীত প্লাস্টিক সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ি এসে নিয়ে যায়নি।

বিজয়ী স্কুলকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জেলা শাসক। শুক্রবার। -অভিরূপ দে

অভিনব উদ্যোগ

- প্রকৃতিকে বাঁচাতে প্লাস্টিক কুড়োনো সংক্রান্ত অভিনব প্রতিযোগিতা হয়েছিল
- জলপাইগুড়ির ২,০৯৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলে ২৫.১ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ করে
- শুক্রবার জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে এই উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের পুরস্কৃত করা হয়
- স্মারক ও মানপত্রের পাশাপাশি পুরস্কার হিসেবে নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে

শিরদাঁড়ায় সফল অস্ত্রোপচার মালদায়

হরষিত সিংহ

মালদা, ৪ জুলাই : দিল্লি ফেরত রোগীর শিরদাঁড়ার ভেতরের টিউমার সফলভাবে অস্ত্রোপচার হল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এই প্রথম মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার করে নজির গড়লেন নিউরোসার্জন উজ্জ্বলকুমার বিশ্বাস।

উজ্জ্বল বলেন, 'এই রোগনির্ণয় প্রথমদিকে সম্ভব নয়। রোগীর পায়ে ব্যথা, ঝিমুনি হবে। ধীরে ধীরে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে পড়বে। এমনকি অস্ত্রোপচার না করলে প্রস্রাব, পায়খানা সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।' জানা গিয়েছে, এখন অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন রোগী। শনিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তারপর ওই রোগী বাড়িতে থেকে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই বিষয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নিউরো বিভাগ খোলার পর এবার এই প্রথম এই অস্ত্রোপচার সফলভাবে হয়েছে।'

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির আধুয়া গ্রামের বাসিন্দা রিজিয়া বিবি। স্বামী নুরে আলম পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। স্বামীর সঙ্গে রিজিয়াও ভিনরাজ্যে কাজ করতেন। বর্তমানে তাঁদের পাঁচ সন্তান। গত পাঁচ বছর ধরে রিজিয়া কোমর ব্যথা সহ পায়ের ব্যথায় ভুগছিলেন। এক বছর আগে দিল্লিতে গুরুতর অসুস্থ হলে, সেখানে তিনি এইমস হাসপাতালে গেলে তাঁর অসুখ ধরা পড়ে।

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছিলেন সেখানের চিকিৎসকরা। কিন্তু সেখানে বারবার তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় অস্ত্রোপচার হচ্ছিল না। নুরে স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে চলে আসেন। বাড়িতে স্ত্রীর সমস্যা বাড়লে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। সেখানে নিউরো বিভাগের চিকিৎসক উজ্জ্বল অস্ত্রোপচার করার কথা বলেন। এর আগে নুরে অবশ্য নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। সেখানে অস্ত্রোপচারের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা চাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

কিছুটা সুস্থ হতেই রিজিয়া বলেন, 'আমি হাঁটতে পারছিলাম না। সবসময় ব্যথা করত কোমরে, পায়ে। অস্ত্রোপচারের পর ব্যথা নেই।' এখানে চিকিৎসা পরিষেবা খুব ভালো বলে জানিয়েছেন নুরে।

আজ টিভিতে

শাক্য কি পারবে তিনদিনের মধ্যে আরশিকে নির্দোষ প্রমাণ করে, লকআপ থেকে ছাড়িয়ে আনতে? **তুই আমার হিরো** সন্ধে ৬.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ঘর সংসার, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ সঙ্গী, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ বিবাহ অভিযান, ১.০০ নিশাচর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৩.৪০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আশা ও ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ৯.৩০ একাই একশো, ১২.০০ পাসওয়ার্ড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শক্তি, সন্ধে ৭.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার ভালোলাগা আমার ভালোবাসা

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ কাঠপুতলি, বিকেল ৫.০০ উগ্রম, রাত ৮.০০ রুদ্রান, ১০.৩০ ব্রাদার্স

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.২৬ রক্ষা বন্ধন, ২.০৩ গদর : এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.১৩ বিজনেসম্যান-টু, রাত ৮.০০ বিবাহ, ১১.১৮ দবং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২৪ তমাশা, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ : দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ কিসকো থা পতা, ১১.৩৪ এনএইচ ১০

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৬ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ২.০৬ চক্র কা রক্ষক, বিকেল ৪.৪৮ ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ সবসে বড়া খিলাড়ি, রাত ১০.৩৮ পাণ্ডব-দ্য পাঞ্চ

রাধাকৃষ্ণ সন্ধে ৬.০০ এবং রাত ১০.০০ **জলসা মুভিজ**

বিবাহ অভিযান রাত ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

ডিমের শামি কাবাব এবং **দক্ষিণী ডিমের পোস্ত** রাঁধবেন রুমা আচার্য। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

NIT No. DDP/N-18 of 2023-24 dt. 02/07/2025

Tenders of 01 (one) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission is 11/07/2025. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

শিয়ালদহ ডিভিসনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

পয়েন্ট নং ২৩২এ/২৩১বি সম্পূর্ণ পরিবর্তনের জন্য, দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে ডাউন সিসিআর লাইনে ০৫/০৬.০৭.২০২৫ তারিখের (শনিবার/রবিবার) মধ্যবর্তী রাত্রিতে ০০.১০ ঘ. থেকে ০৭.১০ ঘ. পর্যন্ত ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে :— • **বাতিল (০৫.০৭.২০২৫ তারিখে) : শিয়ালদহ-ডানকুনি :** আপ ৩২২৪৯/ ডাউন ৩২২৫২। • **বাতিল (০৬.০৭.২০২৫ তারিখে) : শিয়ালদহ-হাবরা :** আপ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩/ ডাউন ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪। **শিয়ালদহ-দত্তপুকুর :** ডাউন ৩৩৬১২। **শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন :** আপ ৩৩৮১১, ৩৩৮১৭/ডাউন ৩৩৮২৪, ৩৩৮২৬। **শিয়ালদহ-বারাসাত :** আপ ৩৩৪৩১/ডাউন ৩৩৪৩২। **শিয়ালদহ-ডানকুনি :** আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯/ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২১৮, ৩২২২০। **শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত :** ডাউন ৩১৩১২। **শিয়ালদহ-নৈহাটি :** আপ ৩১৪১১, ৩১৪১৫/ডাউন ৩১৪১২, ৩১৪১৪, ৩১৪২২। **কোমাগাতা মারু বজবজ-শিয়ালদহ :** আপ ৩৪১১৭। **নৈহাটি-কল্যাণী সীমান্ত :** আপ ৩১১৯১। • **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (০৬.০৭.২০২৫ তারিখে) : (ক) ৩১০৫১ আপ** কোমাগাতা মারু বজবজ-নৈহাটি লোকাল নৈহাটির পরিবর্তে শিয়ালদহতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। **(খ) ৩৪০৫২ ডাউন** নৈহাটি-কোমাগাতা মারু বজবজ লোকাল কোমাগাতা মারু বজবজের পরিবর্তে শিয়ালদহে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। **(গ) ৩৩৮১২ ডাউন** বনগাঁ জংশন-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টে. সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৮১৩ আপ** শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(ঘ) ৩৩৮১৪ ডাউন** বনগাঁ জংশন-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৮১৫ আপ** শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(ঙ) ৩৩৫১২ ডাউন** হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ হাসনাবাদ থেকে ০৩.০৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৪.০৫ ঘ.-তে ছাড়বে এবং শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৫১১ আপ** শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(চ) ৩৩৫১৪ ডাউন** হাসনাবাদ-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টে. সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৫১৩ আপ** শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্ট. থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(ছ) ৩১৩১১ আপ** শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে নৈহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। • **মেল/এক্সপ্রেসের পুনর্নির্ধারণ : ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ পুরী থেকে ১৯.৪৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ২৩.১৫ ঘ.-তে ছাড়বে এবং ব্লক চলাকালীন বরানগর রোড স্টেশনে নিয়ন্ত্রিত হবে। • **মেল/এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন : (ক) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল জংশন-নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে এবং বেলঘরিয়ায় থামবে। **(খ) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৫/শনিবার) ও **(গ) ১২৩৭৮ ডাউন নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল জংশন-নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/04/2025-26, Dt. 02/07/2025,
Last date and time for bid submission- 18/07/2025 at 18.00 hours.
For more information please visit : **www. wbetenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I
Development Block
Panchkolguri : Alipurduar

TENDER NOTICE

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-tenders on Online mode as per given NIT under AMRUT (PH-II). The tender details as given below: **WBMAD/JAL/ AMRUT/ eNIT-1/2025-26 (Tender Id:2025_MAD_874083_1) & WBMAD/JAL/AMRUT/e NIT-2/2025-26 (Tender Id: 2025_MAD_874092_1) Bid Submission End Date:**-28-07-2025 At 05:00 PM. Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from
www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

DDP/N-19/2025-26 Dt. 05/07/2025

e-Tenders for 01 (One) no. of works under SBM-G invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT is 22/07/2025 at 15.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

কর্মখালি

রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদাতে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন : 9000 টাকা, থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। + OT + PF + ESI (M) 9046427575, 9064417137. (C/116879)

অ্যাফিডেভিট

গত 27/06/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Rashimi Mittal থেকে Rashmi Mittal নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/116879)

•

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 02-07-25 তারিখে Raju Das ও Raja Das একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/117307)

•

আমি মুকুলী দাস চৌধুরী, স্বামী-বাদল দাস চৌধুরী, গ্রাম-ডেহুচি, পোঃ সমসপুর, থানা-হেমতাবাদ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর। আমার ভোটার কার্ডে (KBM4104972) নাম ভুল থাকায় ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট, রায়গঞ্জ কোর্টে ২৬.০৬.২০৩৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে মুকুলী দাস চৌধুরী এবং মুকুলী মন্ডল দাস চৌধুরী এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/117293)

•

I, Chaitali Das & Chaitali Sarkar (Old Name), W/O- Kamal Krishna Sarkar, R/O-Vill-Ukilpara, P.O. & P.S.- Raiganj, Dist- Uttar Dinajpur, shall henceforth be known as Chaitali Das Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Raiganj, Uttar Dinajpur vide Affidavit Sl.No. 24 Dt. 04.07.2025. That Chaitali Das & Chaitali Sarkar (Old Name) and Chaitali Das Sarkar (New Name) all are same and one identical person. (C/117282)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি সৌরভ রায়, পিতা- সুকান্ত রায়, ঠিকানা- উত্তর সোনাপুর, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No-WB2001SC201607939) হারিয়ে গেছে। পেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9339898155. (C/117305)

•

আমি শারীরিক প্রতিবন্ধী। আমার মায়ের দানপত্র করা জমির দলিল নং I-3063 of 1966, রেজিস্ট্রেশন ও সম্পাদনের তারিখ 25/02/1966 কাগজপত্রগুলি সহ বেশ কিছু জমির কাগজ (ওয়ারিশ আমরা) উকিলের কথা অনুযায়ী কাছারির সামনে একটি দোকানে জেরক্স করার পর উকিলকে দেখানোর সময় সেই কাগজটি হারিয়ে যায়। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে জানান দিনহাটা থানায় অথবা M-8653258360. হামিদুল মিয়া, চৌধুরীহাট, কোচবিহার। (S/M)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা। M-9679368850. (M/M)

•

আয়ের সুযোগ-জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ। M-9733170439. (K)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ-9832632235. (C/116651)

বিক্রয়

Flat for Sale almost ready Ghosh Apartment, Netaji Road, Opp. Kaljani Govt. Housing Complex, Alipurduar. Contact-9832038844 /9475806888. (C/117260)

•

শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়াতে 3rd ফ্লোরে 650 sqft-এর 2BHK ফ্ল্যাট শীঘ্র বিক্রি হবে। গ্যারাজ নেই। সরাসরি যোগাযোগ করুন। M-6289335655/ 8967187563.

হারানো/প্রাপ্তি

আমি দিলিপ লাকড়া, S/o রতন লাকড়া তুমবাজোত, P.O+PS মাটিগাড়া গত 26/06/25 তারিখে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া বাজার এলাকা থেকে আমার অরিজিনাল জমির দলিল এবং খতিয়ান কাগজগুলি হারিয়ে গেছে। যার Land Deed No-8812 তারিখ 25/9/13 Land Deed paper Plot No. 1920 LR Plot No-1928 LR খতিয়ান No 352/2 JL No-102 মৌজা-বড় পাইকপাড়া, কেউ যদি পেয়ে থাকেন নীচের নম্বরটিতে যোগাযোগ করবেন। (M) 7431043351. (C/117290)

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৬_২৫-২৬ তারিখঃ ০৩-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ইএল_টিআরডি_২৬ _২৫-২৬। কাজের নামঃ "নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি খণ্ডের রাঙ্গাপানী-নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মধ্যে ৭/৯-৮/০ কিলোমিটারে স্থিত লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৫ এর (মানবনিযুক্ত) পরিবর্তে রোড অভার ব্রিজের নির্মাণের জন্যে প্রস্তাব" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৭,৪৭,৪৭৫.৭৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৮,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৮১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪
ইমেল : z748@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৯ (১)-এর অনুবিধি দেখুন)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের আলিপুরদুয়ার শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৩.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে, যেখানে যাই থাকুক, ভিত্তিতে টাঃ ২৪,৩০,৬৪৯/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শো উনপঞ্চাশ মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক) আলিপুরদুয়ার শাখার কাছে শ্রীমতী তানিয়া সরকার প্রযত্নে দীপক শ্যাম চৌধুরী, সূর্যনগর, সূর্যনগর প্রাঙ্গণের পিছনে, ওয়ার্ড নং ০৮, পোস্ট : আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২-এ বসবাসরত বাসিন্দার কাছে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	ফ্ল্যাট নং ২/কে এর সমস্ত অবিভাজ্য অংশ তৃতীয় তলা, ব্লক নং ২, দিশারি নিলয় শ্রীমতী তানিয়া সরকার এবং শ্রী পুষান সরকারের স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত। অর্জিত দ্রষ্টব্য দলিল নং ১৫০১ ২০১৮ সালের হিসেবে মৌজা দমনপুর, পরগনা বক্সা-এর অন্তর্গত। প্লটটি যেই জমিতে অবস্থিত তার এলআর প্লট নং – ৭৯০, আরএস প্লট নং ৮৫, এল আর খতিয়ান নং- ৬৫৩২, ৬৫৩৩ এবং ৬৫৩৪, শিট নং ২৪০৮/২৪০৯, জে.এল নং ৫১, হোল্ডিং নং ৩৯৮/১২৯ এবং ৩৯৭/১২৮ এলাকা ৬৯৫ স্কোয়ার ফিট সঙ্গে সমানভাবে অবিভাজ্য অবিভক্ত জমির অংশ যেটির সঙ্গে সর্বজনীন এলাকা এবং সর্বজনীন সুবিধা রয়েছে এবং এটি গ্রাম :- কলেজপাড়া, জামাইয়ের দোকানের নিকট, আলিপুরদুয়ার পুরনিগম, ওয়ার্ড নং- ০৩, আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত। জমির সীমানা :- উত্তর :- হেমেন্দ্র চৌধুরি এবং যোগেশ মজুমদার দক্ষিণ :- ১২' পুরনিগমের রাস্তা পূর্ব :- মনেন্দ্র সাহা পশ্চিম :- অনিল ধর
সম্পত্তির প্রতি কোনওপ্রকার দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা:- ১৪,০০,০০০/- (টাকা চৌদ্দ লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা :- ১,৪০,০০০/- (টাকা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা:- ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://banknet.com এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৩.০৭.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৩০১৭১৬৯৫৬৬২

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ তে রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ইমেল করুন- support.baanknet@psballiance.com-এ। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের সমস্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন :- https://baanknet.com এ, পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd, এ এবং যোগাযোগের নং – ৮২৯১২২০২২০

ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ০১.০৭.২০২৫
স্থান : আলিপুরদুয়ার

অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. (মুকেশ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং-৯১৬২৬১৯৭৬৮)
২. (বিশাল সরকার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং -৭৪০৭৫৩৮১৯৯)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। আর্থিক বাধা কেটে যাবে। **বৃষ :** প্রেমে সামান্য দোলাচল থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা অপ্রত্যাশিত খবর পেতে পারেন। **মিথুন :** ব্যবসায় আর্থিক মন্দা চলবে। বাড়ি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। **কর্কট :** কোনও অচেনা ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **সিংহ :** বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য পাবেন। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। **কন্যা :** প্রিয় কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার সমস্যা মিটবে। বিকেলের পর উপহার পেতে পারেন। **তুলা :** বাড়ির কোনও কাগজপত্র নিয়ে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা পদোন্নতির খবর পাবেন। **বৃশ্চিক :** যেচে কারও উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। লটারিতে অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। **ধনু :** খুব কাছের আত্মীয়ের দ্বারা প্রচুর অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। **মকর :** আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। **কুম্ভ :** পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। **মীন :** বাড়ির সকলকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা দূর হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ আষাঢ়, ৫ জুলাই ২০২৫, ২০ আহার, সংবৎ ১০ আষাঢ় সুদি, ৯ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। শনিবার, দশমী সন্ধ্যা ৬।৪৪। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ৮।২৬। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৯।৫৬। তৈতিলকরণ প্রাতঃ ৫।৪৪ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৮।২৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৮।২৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ৬।৪১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৫।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৪১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ৩।৮ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।২৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবাহ- রাত্রি ৭।৪৩ গতে ৮।২৬ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১।২৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৫।১ মধ্যে।

STYLE BAAZAR

SALE

FLAT 70%OFF*

ON PURCHASE OF 3 GARMENTS

*T&C APPLY.

CELEBRATING 200 STORES

Brands Available

FOR MEN: square up CASUAL WEAR | WALSEY | KIRTLE

FOR LADIES: Awaya | Miss 19 | MISS DESI

FOR KIDS: Miss12 | dozo

FOR HOME: HOME FOCUS

মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার

Helpline: 18004102244

উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধুপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা। রায়গঞ্জ। রতুয়া। শিলিগুড়ী

দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল • গড়িয়াহাট • বাগুইআটি • বেহালা • মেটিয়াবুরুজ • মেট্রো সিনেমা হল • লিন্ডসে স্ট্রিট • ঠাকুরপুকুর • হাতিবাগান)। খড়গপুর। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

আনারসের চাহিদা কম, নেই ভালো দাম

রণজিৎ ঘোষ

বিধাননগর, ৪ জুলাই : মরশুম পুরোপুরি শুরু হয়নি। তবে, বাজারে ঢুকতে শুরু করেছে আনারস। বাড়তি দাম পাওয়ার আশায় বহু কৃষক নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন আগেই আনারস পেড়ে পাইকারি বাজারে আনছেন। এদিকে, বাস্তব ছবিটা উলটো। ভালো দাম না পেয়ে হতাশ হতে হচ্ছে তাঁদের। এব্যাপারে ব্যবসায়ীদের যুক্তি, ভিনরাজ্যে চাহিদা কম থাকায় এবার এখনও পর্যন্ত আনারসের দাম অনেক কম। মরশুম শুরু হলে আরও বেশি পরিমাণে বাজারে আসতে শুরু করবে ফলটি। তখন দাম আরও কমার আশঙ্কা রয়েছে।

কৃষকরা দাম না পেলেও শিলিগুড়ি শহর সহ মহকুমার বিভিন্ন বাজারে পাকা আনারস বিকোচ্ছে চড়া দামে। এই প্রসঙ্গে বিধাননগর আনারস ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কাজল ঘোষ বলছেন, 'এখনও পুরোপুরি মরশুম শুরু হয়নি। আমরাও চাই, কৃষক তাঁর উৎপাদনের উপযুক্ত দাম পান। ব্যবসায়ীদেরও কিছুটা লাভ হয়।'

আনারসের জন্য বিখ্যাত দার্জিলিং জেলার সমতলের ছোট্ট জনপদ বিধাননগর। এখানকার সুমিষ্ট রসাল ফলের খ্যাতি রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়েছে। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ড সহ অন্য রাজ্যেও বিধাননগরের আনারস পাঠানো হয়। কিন্তু এবার উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বিধাননগরের আনারস নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না, দাবি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নকুল ঘোষের। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড আমাদের সবচেয়ে

বিধাননগরে একটি আড়তে বিক্রির জন্য আনা হয়েছে আনারস।

বড় ব্যবসার জায়গা। সেখানকার ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে আনারস বিধাননগর থেকে আমদানি করেন। কিন্তু পঞ্জাবে বন্যা, উত্তরাখণ্ডে ভূমিধসের জেরে সেখানকার অর্থনীতির হাল খারাপ হয়েছে। ফলে সেখানকার বাজারে এখনও অবধি আনারসের তেমন বিক্রি নেই। ফলে আমরা উপযুক্ত দাম পাচ্ছি না।'

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মূলত এক থেকে দুই কেজি ওজনের কাঁচা আনারস পাঠানো হয়। এবার পাইকারি বাজারে এখনও পর্যন্ত এক কেজি ওজনের আনারস ১৩ টাকা, দেড় কেজি ওজনের ১৪ টাকা কেজি, দুই কেজি ওজনের ফল হলে ১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু এই কেজিপ্রতি দাম ২০ টাকার ওপরে হওয়া উচিত ছিল। তবেই চাষি থেকে ব্যবসায়ী, উভয়পক্ষ উপকৃত হবেন।

বিধাননগর পাইকপাড়ার আনারসচাষি সুমিত মণ্ডল, নরেন বিশ্বাস ও বাসন্তী বসাকদের গলায় হতাশার সুর। তাঁদের কথায়, 'জমিতে আনারস এখনও পুরোপুরি পাকেনি। ভালো দামের আশায় কিছু ওষুধ প্রয়োগ করে ফলের ওজন বাড়িয়ে বাজারে বিক্রির জন্য তোলা হয়েছিল। তারপর দাম দেখে আমরা হতাশ। আড়তদাররা বলছেন, বাইরের রাজ্যে চাহিদা না থাকায় বিক্রি কমে গিয়েছে। দাম না বাড়লে আমাদের তো প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে।'

শঙ্কার আঁচ মিলল জগন্নাথপুরের বাসিন্দা আনন্দ দাসের কথায়। তিনি এবার প্রায় চার বিঘা জমিতে আনারস চাষ করেছেন। বললেন, '১৫ জুলাইয়ের মধ্যে আমার বাগানের আনারস পেকে যাবে। ভাবছি ১০-১১ তারিখে ফল কেটে নেব। কিন্তু আড়তে গিয়ে জানতে পারলাম, ভালো দাম নেই। অথচ প্রতি বছর চাষের খরচ বাড়ছে। ভালো দাম না পেলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ব।'

টুকরো খবর

পথ নিরাপত্তা

খড়িবাড়ি, ৪ জুলাই : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে শুক্রবার খড়িবাড়ির কদমতলা মোড় সংলগ্ন রাজ্য সড়কে স্বাস্থ্য শিবির ও হেলমেট বিতরণ করল খড়িবাড়ি পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ। শিবিরে গাড়ির চালক ও পথচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। বাইক সহ বিভিন্ন গাড়ির চালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার পরামর্শ দেন পুলিশ আধিকারিকরা। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোয় কয়েকজন চালককে জরিমানা করার পাশাপাশি পুলিশের তরফে হেলমেট দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার (রুরাল) ট্রাফিক ইনস্পেকটর পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস সহ অন্য আধিকারিকরা।

পাচারে ধৃত

খড়িবাড়ি, ৪ জুলাই : খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমানার চেক্করমারিতে নাকা তল্লাশি চলাকালীন বৃহস্পতিবার রাতে একটি মোষবোঝাই কনটেনার আটক করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় চালক হাবিবুল রহমানকে। তাঁর বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায়। গাড়িটি বিহার থেকে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে অসমের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ওই কনটেনার থেকে উদ্ধার করা হয় ৪৪টি মোষ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'মোষগুলোকে স্থানীয় খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। ধৃত চালককে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।'

অভিযান

চোপড়া, ৪ জুলাই : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিঘিসা সহ একাধিক জায়গায় মাদকের রমরমা কারবারকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। শুক্রবার হাতিঘিসা এলাকায় একটি অভিযান চালায় পুলিশ। কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

মোষ উদ্ধার

চোপড়া, ৪ জুলাই : চোপড়ার সোনাপুর এলাকা থেকে শুক্রবার মোষভর্তি একটি পিকআপ ভ্যান আটক করল পুলিশ। বিহার থেকে ভ্যানটি আসছিল। উদ্ধার করা হয় তিনটি মোষ। দুজন চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

ট্র্যাক্টর আটক

চোপড়া, ৪ জুলাই : মাঝিয়ালির নারায়ণপুর এলাকায় একটি অবৈধ বালি খাদানে শুক্রবার অভিযান চালিয়ে দুটি ট্র্যাক্টর আটক করল পুলিশ। পুলিশ দেখে পালাতে গিয়ে একটি ট্র্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চা বাগানে ঢুকে পড়ে। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্র্যাক্টরটি উদ্ধার করে পুলিশ। তবে দুই ট্র্যাক্টরচালকই পলাতক।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ৪ জুলাই : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির বিভিন্ন দাবিতে ডাকা ৯ জুলাইয়ের দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে শুক্রবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে সিটু ও আইএনটিইউসি যৌথ উদ্যোগে পথসভা করল। পাঁচ দফা দাবিতে দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

জ্যোতিনগরের ভাড়াবাড়িতে বন্দি দু'সপ্তাহ

ঘরে ফিরল কিশোরী, ধৃত ১

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : বাড়ি থেকে জোর করে কিশোরীকে বাইকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বাড়িতে ওই কিশোরীকে আটকে রাখা হয়েছিল।

ধৃতের নাম রূপকুমার দাস। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, জ্যোতিনগর এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে ওই কিশোরীকে আটকে রেখেছিলেন ধৃত। বৃহস্পতিবার রূপকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ওই বাড়ি থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোরীর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া মারফত তরুণের পরিচয় হয়। প্রথমদিকে সবটা স্বাভাবিক থাকলেও পরবর্তীতে ওই তরুণ কিশোরীকে তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য চাপ দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। কিশোরী রাজি না হওয়ায় গতমাসে তার বাড়িতে চড়াও হন রূপ। কিশোরীর দাদার কথায়, 'গতমাসের ২১ তারিখ রাতে ওই তরুণ একটি বাইকে আসে। তার সঙ্গে স্কুটারে করে আরেক ছেলে ও মেয়ে আসে। ওরা ঘরে এসে বোনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। হঠাৎ করে বোনের ঘর থেকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনতে

পুলিশের জালে

- অভিযুক্ত তরুণ এবং কিশোরীর পরিচয় সোশ্যাল মিডিয়ায়
- পরে তরুণ সঙ্গে থাকার জন্য জোর করলেও মানতে চায়নি কিশোরী
- গত মাসে দুই সঙ্গীকে নিয়ে এসে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান রূপকুমার
- কিশোরীকে বৃহস্পতিবার উদ্ধার করে পুলিশ, ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ

পাই। এরপর বোনের ঘরে ঢুকতে যেতেই দেখি, রূপকুমার বোনকে কোলে নিয়ে বের হচ্ছে।'

বাধা দিতে গেলে ওই কিশোরীর দাদাকে রূপের দুই সঙ্গী মারধর করে বলে অভিযোগ। এর মধ্যে বাইকে ওই কিশোরীকে বসিয়ে চম্পট দেন অভিযুক্ত তরুণ। কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ, মেয়ে যাতে পালাতে না পারে, তার জন্য এক তরুণী সঙ্গী বাইকের পেছনে বসে।

এদিকে, ঘটনার পরেই মাটিগাড়া থানায় পৌঁছায় ওই কিশোরীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। বিভিন্ন জায়গায় ওই তরুণের পাশাপাশি কিশোরীরও খোঁজ করা হয়। কিন্তু সপ্তাহখানেক কেটে গেলেও সন্ধান না মেলায় চিন্তা বাড়তে থাকে পরিবারের মধ্যে। শেষে পুলিশ জ্যোতিনগর এলাকার একটি ভাড়াবাড়ি চিহ্নিত করে বৃহস্পতিবার অভিযান চালায়। এরপর ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ওই কিশোরীকেও উদ্ধার করা হয়।

ধৃত রূপকুমারের আসল বাড়ি রাজগঞ্জ এলাকায়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাড়িভাড়া নিয়ে থাকেন। ওই কিশোরীকে আর কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়েছিল অভিযুক্তরা, সেটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, কিশোরীকে মারার ভয় দেখিয়ে, নিজের কাছে আটকে রেখেছিল ওই তরুণ। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পার হয়ে যায় গোরু পার হয় মানুষ

জলপাইগুড়ি শহরে তিস্তা পারাপার। শুক্রবার। ছবি : মানসী দেব সরকার

প্রতারণায় গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : সাইবার প্রতারণায় জড়িত থাকার অভিযোগে পৃথক দুই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে নাসির আহমেদ ও রুকসার বিবি ফুলবাড়ি পশ্চিম ধনতলা এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। ২০২২ সালের ১২ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওই দুজনকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। অন্যদিকে, ২০২৪ সালে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানাতেই ৪ লক্ষ টাকার একটি অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ডাবগ্রাম স্যাটেলাইন টাউনশিপের নতুনবস্তির বাসিন্দা রনি রানাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত তিনজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ঢুকেছে।

বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা থেকে আসা টিম সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে একটি অভিযোগ দায়ের হয়। এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, সাইবার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ১২ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে। তদন্তে উঠে আসে, উধাও হওয়া টাকার একটা অংশ নাসির আহমেদ ও রুকসার বিবির অ্যাকাউন্টে গিয়েছে।

এদিকে, ২০২২ সালের অভিযোগের ওই তদন্তের মধ্যেই ২০২৪ সালে আর একজন অভিযোগ দায়ের করেন। তিনিও অভিযোগ করেন, ৪ লক্ষ টাকার প্রতারণার মুখে পড়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, দুটি অভিযোগই এক ধরনের। ৪ লক্ষ টাকার প্রতারণার ক্ষেত্রেও ফুলবাড়ি এলাকারই যোগ পায় পুলিশ। দেখা যায়, রনি রানা নামের একজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকার একাংশ ঢুকেছে। এরপরই বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার ওই টিম এনজেপি থানার সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তদন্ত করে দেখছেন তদন্তকারীরা।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : আশাকর্মীদের সরকারি কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি ও ন্যায্য ভাতা দেওয়ার দাবিতে শুক্রবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দিলেন আশাকর্মীরা। এদিন দার্জিলিং জেলা আশাকর্মী ইউনিয়নের তরফে একটি মিছিল করা হয়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের কাছে ছয় দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ আশকর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী নমিতা চক্রবর্তী জানান, কাজ করা সত্ত্বেও বকেয়া ইনসেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে আশাকর্মীদের কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে বিষয়গুলি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো হয়েছে।

সবার মাঝেও একা।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের কালদিঘিতে ছবিটি তুলেছেন দীপান্বিতা রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নকশালবাড়ি ব্লকে রিভিউ মিটিং

নকশালবাড়ি, ৪ জুলাই : দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের নেতৃত্বে শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল রিভিউ মিটিং। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে ওই মিটিং। এদিন মিটিংয়ে ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত কর্মাধ্যক্ষকে নিয়ে ওই রিভিউ মিটিং করা হয়।

রিভিউ মিটিংয়ে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল স্বাস্থ্য, জল, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, পঞ্চদশ ও পঞ্চম অর্থ কমিশনে বরাদ্দ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ, জমি সংক্রান্ত সমস্যা। রিভিউ মিটিংয়ে দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ অফিসার নির্মাল্য ঘরামি, নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

অরুণ বলেন, 'ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে পজিটিভ আলোচনা হয়েছে।' মিটিংয়ে জলের সমস্যা উঠে এসেছে বলে জানিয়েছেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে দ্রুত পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে বলা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে যেসব জায়গায় জল নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। তাঁর সংযোজন, 'সরকারি জমি দখলমুক্ত করে দ্রুত বোর্ড বসানো হবে এবং কৃষকদের দ্রুত পাট্টা প্রদান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

কেকের তদন্ত

চোপড়া, ৪ জুলাই : লেবেল একই। শুধু নামের বানানের সামান্য হেরফের। নামী কেকের আড়ালে নকল কেক বানিয়ে, ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করে বিক্রির অভিযোগে ইতিমধ্যে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চোপড়ার কালাগছ এলাকা থেকে ২৯ জুন সুবোধ সাহা নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পরবর্তীতে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি এলাকা থেকে কারখানার মালিক রাহুল দত্ত ও ম্যানেজার বলরাম কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করছে চোপড়া থানার পুলিশ। সেই তদন্তের অংশ হিসেবে শুক্রবার সুবোধ সাহাকে নিয়ে তাঁর দোকানে অভিযান চালায় পুলিশ।

ভাড়া নিয়ে গাড়ি চুরি, ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : ঠিক যেন অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'ডন' সিনেমার সেই পরিস্থিতি। নানা জায়গার পুলিশ সেই ডনকে খুঁজে বেড়ায়। কলকাতার বাসিন্দা সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ও যেন সেই ডনকে মনে করাচ্ছেন। তাঁর নামে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জমা পড়েছে। এতদিন অভিযোগ জমা পড়লেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষমেশ অবশ্য প্রধাননগর থানার পুলিশের হাতে তিনি ধরা পড়লেন। ভাড়ায় গাড়ি নিয়ে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ। কোথাও গাড়ি বন্ধক দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। কোথাও আবার গাড়ি বিক্রি করে পালিয়েছেন।

প্রধাননগর থানা এলাকার এক বাসিন্দার সঙ্গেও এমনটা ঘটেছে বলে অভিযোগ। কয়েক মাস ধরে গাড়ি ভাড়া নেওয়ার পর সোমনাথ সেটা বিক্রি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গাড়ির মালিক সবকিছু জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করতেই প্রধাননগর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। এরপর চম্পাসারি এলাকা থেকে সোমনাথকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নেয়।

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, সোমনাথের অপরাধের প্রক্রিয়াটা অন্য ধরনের। প্রথমে তিনি গাড়ির মালিকের কাছ থেকে মাসিক হিসেবে গাড়ি ভাড়া করেন। চুক্তি হিসেবে কয়েক মাস ভাড়াও দেন। এরপরই ধীরে ধীরে গাড়ির মালিকের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করেন। এরপর সুযোগ বুঝে সেই গাড়ি বিক্রি কিংবা বন্ধক দিয়ে পগারপার হয়ে যান। প্রধাননগর থানায় অভিযোগকারীর সঙ্গেও ঠিক এমনটাই ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। তারপর কী হয়েছে তা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার।

প্রধাননগর থানার পুলিশের হাতে সোমনাথের বিরুদ্ধে কলকাতার কসবা, নাগরাকাটা থেকে শুরু করে পাঁচটি থানায় অভিযোগের খবর জমা পড়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওই ব্যক্তি ২০টিরও বেশি গাড়ি চুরি করেছেন। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন।

ভিনরাজ্যে কাজে যেতে আতঙ্ক

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৪ জুলাই : দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাবেক ছিটের বাসিন্দাদের কেউ দিল্লিতে, কেউ হরিয়ানায়, আবার কেউ কেরলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন দীর্ঘদিন থেকে। ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় চুক্তির পর যে ৫৮টি পরিবার বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ছিটমহল থেকে দিনহাটায় চলে এসেছে, এখনও তাদের সম্বল বলতে সরকারের করে দেওয়া চার দেওয়ালের কামরা ছাড়া আর কিছুই নেই। ছিটমহল বিনিময়ের সময় কাঁটাতারের ওপারে থাকা জমির কোনও সুরাহা না হওয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থা এককথায় শোচনীয়। তাই গায়েগতরে খাটা ছাড়া এখানকার বাসিন্দাদের বিকল্প কোনও উপায় নেই। আর সেকারণে ৫৮টি পরিবারের অধিকাংশ বাড়ির লোক ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে পরিবারের পেট চালান।

গত ২৫ জুলাই বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি সন্দেহে তিন শিশু ও এক মহিলা সহ মোট সাতজন সাবেক ছিটের ভারতীয়কে আটক করে দিল্লি পুলিশ। নানা টালবাহানার পর ১ জুলাই দিল্লি পুলিশ তাদের ছেড়ে দিলেও এই ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন সাবেক ছিটের বাসিন্দারা। করোনা পর্বের পর দ্বিতীয়বার ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে তাঁরা ফের আতঙ্কিত। আটক হওয়া শ্রমিকরা বাড়ি ফিরলেও, তাঁদের পরিজনরা ফের ভিনরাজ্যে কাজে যেতে দেবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

সাবেক ছিটের বাসিন্দা আজিমা বেগমের কথায়, 'ছয়দিনের মাথায় স্বামী সহ সাতজনকে মুক্তি দেয় দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে খাওয়াদাওয়া ভুলেছি। এখানে আমাদের কোনও কর্মসংস্থান নেই। তাই পরিবারের পেট চালাতে বাইরে যেতেই হয়। যদি প্রশাসনের তরফে এখানে কোনও কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে ভালো হয়।'

দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও গঙ্গা ছেত্রী বলেন, 'ওই পরিবারগুলির জব কার্ড থাকলে অবশ্যই কাজের সুযোগ পাবে। পাশাপাশি আমি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গেও কথা বলেছি। ওখানকার যাঁরা ভিনরাজ্যে থাকেন, তাঁরা কী ধরনের কাজে পারদর্শী, তার তালিকা তৈরি করতে বলেছি। সেই অনুযায়ী যদি তাঁদের কাজের কোনও সুযোগ থাকে, তাহলে সেখানে তাঁদের যুক্ত করা যেতেই পারে।'

এদিন দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হওয়া সামসুল হক ফোনে

জানান, আগামীকাল সন্ধ্যায় সকলে বাড়ি ফিরছেন। ফের দিল্লিতে কাজে যাবেন? তার উত্তরে সামসুল বলেন, 'না গিয়ে উপায় কী? সংসার চালাতে গেলে কাজ করতে হবেই। এখানে আমাদের জমিজমাও নেই। তাই চাষবাস করে খাওয়ার জো নেই। অগত্যা ভরসা ভিনরাজ্যের ইটভাটা। তবে অনেকেই আবার এই ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছে যে ভিনরাজ্যে গিয়ে যদি আবার বাংলা বলায় তাকে পুলিশ ধরে।'

এই আতঙ্ক এতটাই যে স্থানীয় বাসিন্দা আলমগির আলির কথায়, 'কেরলে কাজে যাওয়ার জন্য টিকিট কেটেছিলাম। কিন্তু গত কয়েকমাস থেকে যা দেখছি তাতে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া আর বিপদের মুখে পড়া সমান। তাই আমরা যারা সাবেক ছিটের বাসিন্দা আছি তাদের জন্য প্রশাসন যদি কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে ভালো হয়। নয়তো এই অনিশ্চয়তার জীবন আর কতদিন চালানো যায়?'

শুয়োর পালনে আয়ের দিশা, উদ্যোগী জিটিএ

শিল্পে নয়া উদ্যোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে পাহাড়ে শুয়োর প্রতিপালনে জোর দিচ্ছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। এরজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আর্থিকভাবেও সহায়তা দেওয়া হবে।

পাহাড়ের তরুণসমাজকে এই প্রতিপালনে আগ্রহী করাই লক্ষ্য। এমনকি লালনপালনের পর প্রতিপালকদের কাছ থেকে শুয়োর নিয়ে রপ্তানির ক্ষেত্রেও জিটিএ সহায়তা করবে। কার্সিয়াংয়ে শুয়োর প্রজননকেন্দ্রও তৈরি করা হচ্ছে। জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'শুয়োর চাষ অত্যন্ত লাভজনক। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে শুয়োরের ভালো চাহিদা রয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে শুয়োর প্রতিপালন করে সেগুলি উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে।'

দার্জিলিং এবং কালিম্পং পাহাড়ে শুয়োর প্রতিপালনের চল রয়েছে। পাহাড়জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কৃষক নিজের বাড়িতে দু'চারটি করে শুয়োর পালন করেন। ফলে সেগুলি রপ্তানিযোগ্য হয় না। এবার প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য দিয়ে পাহাড়ের আরও বেশি মানুষকে শুয়োর প্রতিপালনে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার কার্সিয়াংয়ের সিপাইধুরায় একটি সরকারি ভবন পরিদর্শনে যান প্রশাসনিক কর্তারা। সেখানে জিটিএ'র আধিকারিক, একাধিক সভাসদ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন। এখানেই জিটিএ'র তরফে প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং শুয়োর ব্রিডিং সেন্টার তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জিটিএ'র বক্তব্য, শুয়োর সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর বিশাল

সিপাইধুরায় শুয়োর ব্রিডিং সেন্টারের জন্য জায়গা দেখছেন জিটিএ কর্তারা।

চাহিদাও রয়েছে। চা শিল্পকে বাদ দিলে পাহাড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমন নেই। সেইজন্য শুয়োর প্রতিপালনে আগ্রহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পংয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অল্প সংখ্যায় শুয়োর প্রতিপালন করা হয়। এবার পাহাড়জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে জিটিএ। প্রথমে আগ্রহীদের তালিকা তৈরি করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা ওই প্রশিক্ষণ দেবেন। এর পরেই জিটিএ'র তরফে শুয়োরছানা দেওয়া হবে। পাশাপাশি আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে।

মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের বক্তব্য, 'শুয়োরছানার সাত-আট মাসেই অনেকটা ওজন বেড়ে যায়। ফলে খুব বেশি সময় ধরে ওই পশুকে ঘরে লালনপালন করার প্রয়োজন নেই। আমরাই কৃষকের বাড়ি থেকে সেই শুয়োর নিয়ে রপ্তানির ব্যবস্থা করব।'

তিনি জানিয়েছেন, সিপাইধুরায় শুয়োর প্রজননকেন্দ্রেই শুয়োরছানা তৈরি করা হবে। ফলে নেপাল বা অন্য জায়গা থেকে আর শুয়োর নিয়ে আসার প্রয়োজন হবে না। সেই শুয়োরছানা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'মূলত তরুণ প্রজন্মকে আগ্রহী করে তোলা লক্ষ্য।'

গগনে গরজে মেঘ। শুক্রবার মহাকালপল্লিতে সুশান্ত পালের ক্যামেরায়।

ভাড়াটিয়ার তথ্য সংগ্রহে জোর প্রশাসনের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : শহর শিলিগুড়িতে একের পর এক অপরাধ ঘটনায় যোগ মিলেছে ভিনরাজ্যের গ্যাংয়ের। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রেইকি করতে বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীরা বেছে নিয়েছে মহকুমা এলাকা। ভিনরাজ্য থেকে নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে আশ্রয়ের জন্য গ্রামীণ এলাকাকে বেছে নেওয়ার উদাহরণও রয়েছে। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশই উদ্বেগের হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নজরদারি রাখতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সক্রিয় করে তুলতে চাইছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে দল তৈরি করা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'পুলিশের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও এবার ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে, তা পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি বিডিও অফিসে জমা দেবে। খুব দ্রুত এই কাজ শুরু করা হবে।'

শহরে সোনা লুটের ঘটনায় গ্যাংয়ের বিধাননগরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকার বিষয়টি এখন সকলের জানা। বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার হওয়া জামিল আখতার শুভানিকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, সে চোপড়া থেকে বিধাননগরে এসে ঘর ভাড়া ঠিক করে দিয়েছিল। চলতি সপ্তাহে ধরা পড়া উত্তরপ্রদেশের দুষ্কৃতীরাও রাঙাপানিতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। একের পর এক এমন তথ্য উঠে আসায়, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই প্রয়োজন বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

নিরাপদ আশ্রয়

- শহরে অপরাধ ঘটানোর ক্ষেত্রে গ্রামে আশ্রয় নিচ্ছে দুষ্কৃতীরা
- পালিয়ে যাওয়ার সহজ সুযোগ, নজরদারি কম, সুযোগ নিচ্ছে অপরাধীরা
- ভাড়াটিয়া তথ্য সংগ্রহে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ দল গঠনের সিদ্ধান্ত
- পুলিশের পাশাপাশি দলগুলি তথ্য-রিপোর্ট জমা দেবে বিডিও অফিসে

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদের বক্তব্য, 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আবহের পর থেকেই সাধারণ মানুষ কিছুটা সতর্ক হয়েছে। এলাকায় এব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা হচ্ছে।' মাটিগাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলছেন, 'কয়েক বছর আগে খুনের ঘটনা ঘটিয়েছিল এক ভাড়াটিয়া। তারপর থেকেই এব্যাপারে সতর্ক রয়েছি। কিন্তু পঞ্চায়েত অফিসে ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত তথ্য দেয় না বাড়ির মালিকরা।'

কিন্তু কেন দুষ্কৃতীদের গ্রামীণ এলাকা বেছে নেওয়া? যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নেপাল বা বিহারে সহজে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ, একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বাইরের পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে সহজে মিশে থাকা সহজ, পুলিশের নজরদারি কম থাকা, এর অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন অনেকেই। বাড়তি রোজগারের আশায় একটু বেশি ভাড়া পেলে নানান দিক চিন্তা করছেন না বাড়ির মালিকরাও। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা খাসনবিশ বলছেন, 'শুধু স্কুল, কলেজ কিংবা ইনস্টিটিউশনই নয়, বেশ কয়েকটি মল হওয়ায় বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ কাজের জন্য আসছে। অনেকে ফ্ল্যাট ভাড়া দিচ্ছেন। ফলে নজরদারিটা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

মাস কয়েক আগেই মাটিগাড়া থানা এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট থেকে বাংলাদেশি দম্পতির গ্রেপ্তারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল।

মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ৪ জুলাই : স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স করিয়ে দেওয়ার নাম করে বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে টাকার নেওয়া এবং প্রাণে মারার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ নকশালবাড়িতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই অডিওকে নিয়ে তোলপাড় এলাকা। যদিও ওই অডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। চোপড়ার কৃষ্ণ রায় নামে এক তরুণ ওই অডিওটি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। দুই ধাপে মোট ছয় মিনিটের অডিওর প্রথম দুই মিনিটে উক্ত তরুণ নকশালবাড়ির বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তথা শান্তিনগরের পঞ্চায়েত সদস্য সাধন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি এবং ৩০ হাজার টাকা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। সাধন বলেন, 'সমস্ত অভিযোগ ভুয়ো। আমি তরুণের নামে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাকে চোপড়ায় অভিযোগ জমা করতে বলে। এখন আমি আদালতে যাব।'

তরুণের অভিযোগ, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স করিয়ে দেওয়ার নাম করে আমার কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা নিয়েছেন সাধন। আমার বাচ্চা ফিরিয়ে দেওয়া এবং আমার ও আমার মা-বাবার নামে যাতে থানায় অভিযোগ দায়ের না হয় সেজন্য আরও ৭০ হাজার টাকার দাবিও করা হয়। এমনকি আমাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছে।' স্থানীয়রা জানালেন, ২০১৮ সালে চোপড়ার ওই তরুণের সঙ্গে শান্তিনগর এলাকার এক তরুণীর বিয়ে হয়। তারপরেই তাঁদের সংসারে অশান্তি চলছিল। স্বামীর নামে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। সেই থেকেই সমস্যার সূত্রপাত।

বাজেয়াপ্ত গাড়ি

বাগডোগরা, ৪ জুলাই : দিল্লি থেকে চুরি যাওয়া একটি বিলাসবহুল গাড়ি শুক্রবার বাগডোগরা থেকে বাজেয়াপ্ত করে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বাগডোগরার কাছে ভুট্টাবাড়ি থেকে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত দুজন দুষ্কৃতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন মণিপুরের হুংজাং চূড়াচাঁদপুরার কাইমেনলেন হোপিট এবং উত্তরপ্রদেশের শালিম্পুরার মহম্মদ দিলদার।

এত আনন্দ আয়োজন, সবই বৃথা সুরক্ষা ছাড়া

জন্মদিনে যাত্রাপথে বিপত্তি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : লোকজন মজার ছলে বলছেন, খেলনাগাড়িতে নজর লেগেছে। লেবু-লংকা ঝোলাতে হবে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনের সামনে। নয়তো কি আর জন্মদিনেও দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়।

একটুর জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী টয়ট্রেনের ট্র্যাকের ওপর লরির ধাক্কায় ভেঙে পড়ল গার্ডওয়াল। তড়িঘড়ি জরুরি ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করালেন লোকোপাইলট। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে দার্জিলিংয়ের জোড়বাংলোয়। ট্রেনে থাকা কর্মীরা দ্রুত নেমে আসেন। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় মিনিট কুড়ির চেষ্টায় গার্ডওয়াল সরিয়ে ফের নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা হয় টয়ট্রেনটি। প্রসঙ্গত, যাত্রীসুরক্ষায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-কে ক্লিনচিট দিয়েছে রেলের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা অডিটের বিশেষ দল।

১৮৮১ সালে ৪ জুলাই এনজেপি থেকে দার্জিলিং যাত্রা শুরু করে খেলনাগাড়ি। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে তাই শুক্রবার টয়ট্রেন দিবস পালন করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। সুকনা স্টেশনে নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠান হয়। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'বিশ্বের ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে আমরা টয়ট্রেন দিবস পালন করছি। নতুন প্রজন্মের কাছে টয়ট্রেনের ইতিহাস তুলে ধরতে চাই। তাদের আরও বেশি করে আগ্রহ বাড়াতে চাইছি। এদিন স্কুল পড়ুয়াদেরও অনুষ্ঠানে শামিল করা হয়েছিল।'

টয়ট্রেন দিবসে খেলনাগাড়িতে পড়ুয়াদের উচ্ছ্বাস। শুক্রবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বিপদের মুখে

- জোড়বাংলোয় টয়ট্রেনের ট্র্যাকের ওপর লরির ধাক্কায় ভেঙে পড়ে গার্ডওয়াল
- তড়িঘড়ি জরুরি ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করান লোকোপাইলট
- স্থানীয়দের সহযোগিতায় মিনিট কুড়ির চেষ্টায় ফের রওনা দেয় টয়ট্রেন

টয়ট্রেন দিবসে গান পড়ুয়াদের

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : নর্থবেঙ্গল পেইন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে টয়ট্রেন দিবস পালিত হয় সুকনায়। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এই উদ্যোগে পাশে ছিল। শুক্রবার দিনটির সাক্ষী ছিল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। সকলের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা টয়ট্রেন নিয়ে গান লিখলেন টেকনো স্কুলের শিক্ষক লক্ষ্মণ দাহাল, পারমিতা চন্দ, শুভায়ু রায় ও বিশাখা কুমার। ৪টি ভাষায় লেখা গানের কথাকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন অধ্যক্ষা নন্দিতা নন্দী। তাতে সুর দিয়ে ২৫ জন পড়ুয়া গান বানিয়েছে। ৩২ জনের পরিশ্রমের ফসল গানটি শুক্রবার টয়ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে গাইলেন তাঁরা।

টয়ট্রেন দিবসে সুকনা স্টেশন চত্বরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। নীল-সাদা বেলুনে মুড়ে ফেলা হয় চারদিক। এনজেপি থেকে দার্জিলিংগামী ট্রেনটিকেও বেলুন দিয়ে সাজানো হয়। সকাল ১০টায় হুইসল বাজিয়ে কু-ঝিকঝিক শব্দ তুলে খেলনাগাড়ি যখন সুকনা স্টেশনে ঢুকছিল, তখন পড়ুয়াদের তুলির টানে ট্রেনের ছবি ফুটে উঠছিল সাদা ক্যানভাসে। পাশাপাশি সুকনা স্টেশন সহ ডিএইচআর-এর সঙ্গে জড়িত একাধিক বিষয় পোস্টারের গায়ে ফুটিয়ে তুলছিলেন শিল্পীরা। পর্যটকদের নিয়ে ট্রেনটি বেশ কিছুক্ষণ সুকনা স্টেশনে দাঁড়ায়। সেখানে স্কুল পড়ুয়া এবং শিল্পীদের সঙ্গে পর্যটকদের আলাপ হয়। এরপর ট্রেনটি দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ছাড়াও সুকনার স্টেশনমাস্টার তপন মালাকার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্পীরা সুকনা স্টেশনে জড়ো হন। কেউ পোস্টার তৈরি করেছেন, তো কেউ এঁকেছেন ছবি। স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে হয়েছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। যার থিম ছিল, টয়ট্রেন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সুকনা স্টেশনে অনুষ্ঠান চলে।

জোড়বাংলোর ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। পরে সেই দার্জিলিং থেকে এনজেপিগামী ট্রেনটি সুকনায় দাঁড়ায়। যাত্রীদের টয়ট্রেন দিবস এবং টয়ট্রেনের ইতিহাস সম্পর্কে জানান রেলকর্মীরা। কলকাতার বাসিন্দা সুব্রত গুন দার্জিলিং থেকে পরিবার নিয়ে এনজেপি ফিরছিলেন। মাঝপথে সুকনায় এমন আয়োজন দেখে তিনি আপ্লুত। বললেন, 'বিশ্ব ঐতিহ্য টয়ট্রেনের জন্মদিন পালন হচ্ছে, এটা তো খুবই ভালো উদ্যোগ। এধরনের প্রচেষ্টা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ টয়ট্রেন সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা দিতে পারবে।'

গত এক বছরে ২০ বার লাইনচ্যুত হয়েছে খেলনাগাড়ি। রয়েছে ট্র্যাকের বেহাল অবস্থা, কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চালকের উপস্থিতিও। তাই যাত্রীসুরক্ষাতেও যে সমান গুরুত্ব দিতে হবে, তা মনে করিয়ে দিলেন সুব্রত।

চা বাগানে নতুন 'স্কুল'

নকশালবাড়ি, ৪ জুলাই : শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের আশাপুর চা বাগানে শুরু হল জয় জোহর স্কুল কর্মসূচি। এদিন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ এবং মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ সহ অন্য আধিকারিকরা আশাপুর চা বাগানের ফ্যাক্টরিতে স্কুলের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। তাঁর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারাই এই কর্মসূচিটি পরিচালিত হবে। চা বাগানের পড়ুয়াদের পড়াশোনাতে আগ্রহী করে তুলতেই এই স্কুলের সূচনা। প্রতিদিন একজন করে শিক্ষক এসে এলাকার শিশুদের পড়াবেন। এদিন এলাকার শিশুদের খাতা ও বইপত্র তুলে দেওয়া হয়। আগামী এক সপ্তাহে আরও চারটি স্কুল এই চা বাগান এলাকায় শুরু হবে।

রাস্তায় বিতর্ক

বাগডোগরা, ৪ জুলাই : মাটিগাড়া ব্লকের শিব মন্দির রেললাইন থেকে রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, ইন্দিরাপল্লি হয়ে গজেন সিং মোড় পর্যন্ত পেভার্স ব্লক দিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর রাস্তা তৈরি করছে। এই রাস্তার কাজ নিয়ে শুক্রবার অসংগতির অভিযোগ তুলেছে দার্জিলিং জেলা কিষান কংগ্রেস কমিটি। কমিটির চেয়ারম্যান বাবলু সরকার অভিযোগ করেন, 'পুরোনো রাস্তার খারাপ অংশ না তুলেই কাজ করা হচ্ছে। দুই স্তরের পাথর দেবার পরেই পেভার্স ব্লক বসানোর নিয়ম, সেটা মানা হচ্ছে না। রাস্তা ঠিকমতো চওড়া করা হচ্ছে না। পিএইচই'র জলের পাইপ, রান্নার গ্যাসের পাইপ বসানোর আগেই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে।' বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'আমি এই অভিযোগের কথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জানাব।'

রাস্তা সংস্কারের জেরে তীব্র যানজট উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে এশিয়ান হাইওয়ে-২'এ। রাস্তার ওপর থেকে পিচের প্রলেপ তুলে ফেলে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। মাঝে কয়েকদিন কাজ বন্ধ থাকার পরে শুক্রবার ফের কাজ শুরু হওয়ায় তৈরি হয় যানজট। ছবি : রণজিৎ ঘোষ

বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের না ডাকার অভিযোগ

সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চে সঞ্জয়

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৪ জুলাই : তিনি সরকারি পদে নেই, কিন্তু সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। বিতর্কের কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না। যদিও সঞ্জয়ের দাবি, তিনি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, উপস্থিত ছিলেন নর্থবেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের হয়ে।

শুক্রবার ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেঙ্গাইজোত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয়। শুধু উপস্থিতই ছিলেন না, নারকেল ফাটিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাসও করেন। তা নিয়েই যত বিতর্ক।

সঞ্জয়ের অবশ্য যুক্তি, 'দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি বলে তো আমি সমাজসেবামূলক কাজ ছেড়ে দিতে পারি না। জয় জোহর স্কুলের অনুষ্ঠানেও আমি ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেটা আমরা চালাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানগুলিতেও থাকি।' তাঁর সংযোজন, 'আমার খালি একটা দিক নয়, রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে আমার একটা পরিচিতি রয়েছে সমাজকর্মী হিসেবে।'

বেঙ্গাইজোত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাসের অনুষ্ঠান। শুক্রবার।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সঞ্জয় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ প্রমুখ।

মঞ্চের একেবারে সামনের সারিতে জেলা শাসক এবং মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির মাঝে বসেন সঞ্জয়। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ভানু বর্মন। তিনিও বলেন, 'সঞ্জয় টিব্রুয়ালকে সমাজসেবী হিসেবে মঞ্চে ডাকা হয়েছিল।'

তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও বিজেপির কোনও জনপ্রতিনিধিকে ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। যে এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণ হচ্ছে, সেই এলাকার পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সকলেই বিজেপির। নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা শৈলেন রায় বলেন, 'আমাদের এলাকায় সরকারি অনুষ্ঠান হচ্ছে, অথচ আমি জানিই না। বিজেপির কাউকে ডাকা হয়নি। এদিকে যাঁরা জনপ্রতিনিধি নন, তাঁরা মঞ্চে থাকছেন।'

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য বর্তু রায় বলেন, 'আমাদের এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র হচ্ছে ভালো কথা। কিন্তু কোনও দলের পদাধিকারী কেন সেই অনুষ্ঠানে থাকবেন?' তৃণমূল কংগ্রেসের নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায় অবশ্য এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

> রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, আমি ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম নর্থবেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে। দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি বলে আমি সমাজসেবামূলক কাজ ছেড়ে দিতে পারি না। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানগুলিতেও আমি থাকি।
>
> **সঞ্জয় টিব্রুয়াল** চেয়ারম্যান, দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূল কংগ্রেস

মহামিছিলের ডাক

নকশালবাড়ি, ৪ জুলাই : টিয়া পাখি হত্যার ঘটনার পর কেটে গিয়েছে ৪৮ ঘণ্টা। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে দার্জিলিং পুলিশ সুপারকে চিঠি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। সোমবার নয়জন নাবালকের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে মহামিছিলের ডাক দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

শুক্রবার সভাধিপতি নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় আহত নাবালকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তারপরই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নয় বছরের নাবালক প্রশান্ত তিরকিকে দেখতে যান সভাধিপতি এবং দলের জেলা চেয়ারম্যান। প্রশান্তর উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সভাধিপতি।

বুধবার একটি টিয়া পাখির মৃত্যুকে নিয়ে নয়জন নাবালককে বাড়িতে ৫ ঘণ্টা আটকে রেখে তাদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে নকশালবাড়ির সাতভাইয়া চা বাগানের বিজেপির শ্রমিক নেতা নন্দলাল রাউতিয়ার নামে। গুরুতর আহত প্রশান্তকে ভর্তি করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে। এদিন সভাধিপতি বলেন, 'বিজেপি নেতা এবং মন্ত্রীদের আশ্রয়স্থলে রয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তি। পুলিশ তাদের মতো কাজ করছে। কিন্তু যাঁরা অভিযুক্তকে আশ্রয় দিয়েছেন সেসব বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব।'

জেলা চেয়ারম্যানের নির্দেশে সোমবার দলের তরফে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। সঞ্জয় বললেন, 'আমি এই বিষয়ে দার্জিলিং পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়েছি। শিশুটির মাথায় গভীর আঘাত লেগেছে। বিজেপির ওই নেতার অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না। দোষীদের শাস্তি হোক।'

উদয়নের প্রোফাইল হ্যাক

দিনহাটা, ৪ জুলাই : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর নামে থাকা ফেসবুক প্রোফাইল হ্যাক হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মন্ত্রী নিজেই। শুক্রবার সকালে নিজের অফিশিয়াল ও ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি স্ট্যাটাসে তিনি জানান, তাঁর দুটি ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইল- 'উদয়ন গুহ' এবং 'গুহবাবু' সম্ভবত হ্যাকারদের কবলে পড়েছে। সেই প্রোফাইল দুটি থেকে সরকার বিরোধী পোস্ট করা হচ্ছে। যা তাঁর বক্তব্য নয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারেন বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। বিষয়টি তিনি পুলিশকে জানিয়ে পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেছেন।

শুক্রবার সকালেই তৃণমূল নেতৃত্ব দিনহাটা থানার মাধ্যমে কোচবিহার জেলা সাইবার ক্রাইম শাখায় লিখিত অভিযোগ জমা দেয়। অভিযোগপত্রে দুই প্রোফাইলের বিস্তারিত তথ্য, ব্যবহৃত ফোন নম্বর এবং হ্যাকিংয়ের সম্ভাব্য সময় উল্লেখ করা হয়। অভিযোগ জমা দেওয়ার সময় ছিলেন তৃণমূলের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী সহ অন্যরা।

বিশু বলেন, 'যেভাবে একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রোফাইল হ্যাক করা হয়েছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগের। আমরা চাই দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত শুরু হোক, প্রকৃত দোষীদের সামনে আনা হোক।' দিনহাটা থানার এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে সাইবার সেল। তবে কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা জয় প্রকাশ দাস - কে 22.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 43C 93231 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শব্দে ব্যক্ত করতে পারবো না আমি কতটা আনন্দিত। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের ফলে আমার জীবনশৈলী সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছে। যাকে অন্যান্য টিকিটের মতো একটি ক্ষুদ্র টিকিট মনে হচ্ছিল সেটি আমার জীবনের সর্বোচ্চ আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ঘাগরায় এবার তন্ত্রচর্চার 'অভিযোগ'

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই : কালাজাদু করার অভিযোগ নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া গ্রাম গারোভিটায় তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গিয়েছিল। এক বৃদ্ধকে গ্রামছাড়া করার অভিযোগও উঠেছে। এবার গারোভিটা থেকে মাত্র কিলোমিটার দেড়েক দূরে, ঘাগরা গ্রামের তিরবানিমেলা এলাকায় এক তরুণকে নিয়ে সেই একই অভিযোগ উঠল। গ্রামবাসীদের দাবি, ওই তরুণ নাকি তন্ত্রবিদ্যার চর্চা করেন। আর তার ফলে গ্রামের ক্ষতি হচ্ছে। গারোভিটার সেই বৃদ্ধের মতো অবশ্য ঘাগরার সেই তরুণকে গ্রামছাড়া করা হয়নি। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ ও হুমকির মুখে পড়ে অসহায় বোধ করছেন ঘাগরার সেই তরুণ।

তন্ত্রসাধনায় জড়িত তরুণের বাড়ি। শুক্রবার ঘাগরায়।

একেবারে জেলা সদরের নাকের ডগায় এভাবে একের পর কালাজাদু, তন্ত্রমন্ত্র করার অভিযোগের মতো অন্ধবিশ্বাসের ঘটনা ঘটতে থাকায় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মঞ্চের মতো সংগঠনের সদস্যরা উদ্বিগ্ন। গারোভিটায় যেমন গ্রামবাসীরা সেই বৃদ্ধের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিলেন, ঘাগরায় অবশ্য তেমন ভাঙচুর কিছু হয়নি। এক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ আগেভাগেই এলাকায় গিয়ে পরিদর্শন করেছে। এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে শোনা গেল, তিনদিন আগে রাতে ওই তরুণের বাড়িতে গ্রামের এক দল তরুণ চড়াও হন। তাঁদের অভিযোগ, ওই তরুণ তন্ত্রবিদ্যা প্রয়োগ করে গ্রামের অনেককেই অসুস্থ করে দিচ্ছেন। এক মহিলাও ওই তরুণের সঙ্গে এই কাজে সঙ্গ দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। গ্রামের লোকজন আবার ওই তরুণের বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ হন। পুলিশ ঘুরে আসার পরেও সেই গ্রামে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

শুক্রবার ওই তরুণের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, সবার কপালেই চিন্তার ভাঁজ। তরুণের বাবার কথায়, 'এইরকম কোনও ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা ভাবতেও পারিনি। আমার ছেলে যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষক। ও সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকে। ওর বদনাম করার জন্য এগুলো করা হচ্ছে।'

ওই তরুণ বলেন, 'আমি বাড়িতে পুজো করি। মা পুজো করে। মায়ের সঙ্গেই মন্দিরে পুজো দিই। আমার নামে তন্ত্রমন্ত্রের অভ্যাস করার অভিযোগ করছে। তাহলে কি বাড়িতে পুজো করা যাবে না?' আর যে মহিলার কথা উঠছে, তিনি নাকি তাঁর দূর সম্পর্কের দিদি বলে বক্তব্য ওই তরুণের। ঘাগরা গ্রামের বাসিন্দা মলিন বর্মন বলেন, 'বিভিন্ন কারণে গ্রামের লোকেরা অসুস্থ হচ্ছেন। তাঁদের সঠিক চিকিৎসা না করে অনেকেই কালাজাদু, তন্ত্রচর্চার মতো বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৮ সংখ্যা, শনিবার, ২০ আষাঢ় ১৪৩২

সমাজের মঙ্গলে

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলের দাবি, তাঁরা মানুষের স্বার্থে কাজ করেন। সেবার মনোভাব নিয়েই তাঁরা রাজনীতিতে আছেন। তাঁদের মানবসেবা এবং সমাজসেবায় দেশের কতটা উপকার হচ্ছে, সেই তর্কটা আপাতত শিকেয় তোলা থাকুক। বরং আলোচনা হতে পারে সমাজের সেবা করতে চাইলে রাজনীতি একমাত্র মাধ্যম কি না, তা নিয়ে।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত না হয়ে, কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়ে শুধু ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে সমাজসেবা করার আদর্শ উদাহরণ এলিস হুবারতিনা স্পন্দরম্যান। আদতে নেদারল্যান্ডসের বাসিন্দা তিনি। ২৫ বছর আগে শ্রীনগর এসেছিলেন পর্যটক হিসেবে। তারপর দেশে ফিরে যাননি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, প্রতিদিন ডাল লেক সহ শ্রীনগরের পরিবেশ রক্ষায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন তিনি।

হাতে গ্লাভস পরে শিকারায় চেপে ডাল লেকে প্লাস্টিক, আবর্জনা কুড়োন এলিস। ডাল লেককে পরিষ্কার করার এমন উদ্যোগের জন্য এলিসকে স্থানীয় বাসিন্দারা ডাল লেকের মা নামে ডাকেন। শুধু ডাল লেকে নয়, লেকের ধারে পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনাও পরিষ্কার করেন তিনি। কেন করেন, স্বেচ্ছায়। এলিসের কথায়, প্রথম কাশ্মীরে এসে ডাল লেকের অপরিচ্ছন্ন দশা দেখে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল।

তখন থেকেই ডাল লেককে পরিষ্কার করার স্বেচ্ছা ব্রতে নিজেকে নিযুক্ত করেন তিনি। নেদারল্যান্ডসে থাকার সময়ও সমুদ্রতট পরিষ্কার রাখার কাজ স্বেচ্ছায় করতেন এলিস। ডাল লেক পরিষ্কার করার কাজ তিনি ভালোবেসে করেন। কাজটা উপভোগও করেন। এলিসের মতো সমাজসেবী, পরিবেশকর্মী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে অনেকে রয়েছেন। তাঁরাও সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে নীরবে পরিবেশ রক্ষা করেন। সমাজসেবাও করেন।

এই ধরনের মানুষ খুব একটা আলোচনায় আসেন না। তাঁরা প্রচারের আলোর বাইরে থেকে যান। আসলে সমাজসেবার সঙ্গে স্বার্থ জড়িয়ে গেলে অবধারিতভাবে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনৈতিক নেতাদের আজকাল রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে দেখা যায়। গরিব-দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করেন। বোঝাতে চান, মানুষের ভালো করতে কতটা ব্যাকুল তাঁরা।

বাস্তবে সেই ব্যাকুলতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকদেখানো। রাজনীতিবিদরা আসলে নিজেদের বায়োডেটায় মানবসেবা, সমাজসেবাকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন। সমাজসেবার নাম করে জনসংযোগ করা তাঁদের আসল উদ্দেশ্য থাকে। সমাজসেবা বা মানবসেবা সেখানে গৌণ। অথচ যিনি নিজের দেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ অচেনা দেশে এসে সেখানকার মানুষকে, তাঁদের সুখ-দুঃখকে আপন করে নেন, তাঁদের সমাজসেবা আক্ষরিক অর্থেই ব্রত।

বর্তমান বিশ্বে এলিস, গ্রেটা থুনবার্গের মতো মানুষকে তাই বেশি করে দরকার। পরিবেশ রক্ষাও যে সমাজসেবার অঙ্গ, সেটা অনেকেই মনে করেন না। অথচ লাগাতার পরিবেশ দূষণ পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার। গোটা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন মানবসভ্যতাকে বড়সড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। সেই দূষণ করে মানুষই।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ নিয়ে অজস্র শব্দ খরচ করেন। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে যাওয়ার অঙ্গীকারও করেন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ পৃথিবীর ঘাড়েই থেকে যায়। কারণ, শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসে কাজ হয় না। জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে বরং অনেক বেশি দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

তবে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে শুধু রাষ্ট্র বা সরকারের এগিয়ে এলে চলে না। বাকি সবার, সাধারণ নাগরিকের দায়িত্ব অনেক। যার যতটুকু সামর্থ্য, যতটুকু সাধ্য সেটুকু সম্বল করে সবারই এগিয়ে আসা উচিত সমাজসেবায়, পরিবেশ রক্ষায়। রাজনৈতিক সিদ্ধি বা আখের গোছানোর মানসিকতা নিয়ে সমাজসেবা বা পরিবেশ রক্ষা, কোনওটাই হয় না। যে সমাজে আমরা বাস করছি, তাকে বসবাসের যোগ্য করে তোলার কর্তব্য সকলেরই। সেই কাজটি নিঃস্বার্থভাবে করে যাওয়াটাই জরুরি।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

বিদেশেই ঘুরে বেড়াব, মণিপুর যাব না

নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘতম বিদেশ সফর চলছে। তবু মণিপুর যাওয়ার সময় পান না। প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক নেই।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সকালে যখন আপনি লেখাটা পড়ছেন, তিনি তখন ব্রায়ান লারা-লিয়ারি কনস্ট্যান্টাইনের দেশ থেকে যাচ্ছেন মারাদোনা-মেসির দেশে। থামবেন না, থামবেন না! সেখান থেকে তিনি সোজা পেলে-বড় রোনাল্ডোর দেশে।

কোনও ক্রীড়াপ্রেমীর কথা বলছি না। জয় শা নন। কল্যাণ চৌবেও নন।

নরেন্দ্র মোদির কথা বলছি। এই মুহূর্তে তিনি দীর্ঘতম বিদেশ সফরে ব্যস্ত। ৮ দিনে ৫ দেশ সফর।

কোন রাষ্ট্রনায়ক সবচেয়ে বেশি বিদেশ সফর করেছেন? প্রশ্নটা নিয়ে এআই বা গুগলের দ্বারস্থ হলে দুটো নাম ভেসে আসে বেশিবার। রানি এলিজাবেথ এবং মার্শাল টিটো।

এলিজাবেথ ১২০ দেশ ঘুরেছেন। ২৬১ বার সফর। যুগোস্লাভিয়ার জোসিপ ব্রজ টিটো, সারা বিশ্ব যাঁকে একদা মার্শাল টিটো বলে চিনত, তিনিও ১২০ দেশে ঘুরেছেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৮০-র শাসনকালে।

আর বছর তিনেক ক্ষমতায় থাকলে মোদি সেই রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন কোহলি বা তেন্ডুলকার স্টাইলে। এখনও পর্যন্ত তিনি ৭৭ দেশে গিয়েছেন। ৯০ বার বিদেশ সফর। হিসেব বলে, তাঁর প্রিয় দেশ আমেরিকা ও ফ্রান্স। আমেরিকা গিয়েছেন ১০ বার, ফ্রান্স ৮ বার। ৭ বার রাশিয়া, জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ৬ বার জার্মানি।

তাঁর অনুগামীদের অনেকে এমন ভাষায় ভারতীয় মুসলিমদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন, শুভেন্দু অধিকারীর মতো বঙ্গজ নেতারা মুসলিমদের এত শাসানি দিয়ে থাকেন, তখন একটা তথ্য দেখলে অবাক হতে হয়। মোদি কিন্তু কিছু মুসলিম দেশে পা রাখায় ক্ষান্ত হননি, অক্লান্ত। আমিরশাহিতে ৭ বার, সৌদি আরব ও উজবেকিস্তানে ৩ বার, কাতারে ২ বার। যে দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুরন্ত জায়গায়। প্রবল প্রতাপশালী। প্রশ্ন, তা হলে কি কারও প্রচুর অর্থ ও প্রতাপ থাকলে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় বিতৃষ্ণা মুহূর্তে উবে যায় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের? অর্থ থাকলে ধর্ম নিয়ে শাসানি নয়! শুভেন্দু, আপনার জন্য এটা একটা বার্তা কিন্তু!

প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে যাবেন, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রশ্ন জাগে দুটো তিনটে পরিস্থিতিতে। আমরা যখন দেখি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী দুনিয়ার বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথচ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতো জমাট নয়।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারের মতো দেশ আমাদের ক্রমবর্ধমান দাদাগিরি দেখে বিরক্ত। যে ভুটান ছিল আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ, তারাও এখন চিনের হাত ধরতে শুরু করেছে। ভারতীয়রা ভুটানে আর আগের মতো সহজে যেতে পারছেন না। উত্তরবঙ্গের লোকেরা এখানে সবচেয়ে ভুক্তভোগী।

যে নেপাল সব দিক দিয়ে আমাদের ওপর নির্ভরশীল, তারা পর্যন্ত ভারতীয়দের ঢোকায় নানা নিয়ম জারি করছে মাঝে মাঝেই। নেপালের চা হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক চা বাজারে দার্জিলিংয়ের চায়ের আতঙ্কের কারণ। নেপাল হয়েই আমাদের শিলিগুড়ি করিডরে চলে আসছে বহু দেশের সন্দেহজনক চরিত্র।

প্রশ্ন উঠবে আর একটা পরিস্থিতিতে। যখন প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের খরচ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি তৈরি হবে। সেই বিভ্রান্তি তৈরি করেছে মোদিরই সরকার। বিদেশমন্ত্রক ২০২০-র সেপ্টেম্বরে জানিয়েছিল, ২০১৫ থেকে ৫৮ দেশ সফরে মোদির জন্য খরচ হয় ৫১৭.৭২ কোটি। মার্চে তারাই জানায়, শেষ পাঁচ বছরে মোদির বিদেশ যাতায়াতের খরচ ৪৪৬ কোটি। ২০১৮-র ডিসেম্বরে একই মন্ত্রক জানিয়েছিল, ২০১৪ থেকে বিদেশ সফরে খরচ হয় ২০২১ কোটি।

আবার দেখুন, এই মার্চে সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল, ২০০২ মে থেকে ২০২৪ ডিসেম্বরে মোদির ৩৮ বিদেশযাত্রায় খরচ হয়েছে ২৫৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরচ ২৩ সালের জুনে আমেরিকা সফরে--২২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। আবার একই দেশে যেতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খরচ হয়েছিল ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। আরটিআই বা সংসদে পেশ করা তথ্যে অঙ্কটা জানা যায়, তার পিছনে যুক্তিটা জানা যায় না।

এতবার অঙ্কের মধ্যে এত বিভ্রান্তি থাকলে, কী করে চলবে? তারপর আবার সব কোটির অঙ্কে...মাথায় শূন্যের সংখ্যা ঢুকতে ঢুকতে একেবারেই শূন্য হয়ে যায়।

তবু আরও একটা বেয়াড়া প্রশ্ন মনে ঘুরঘুর করে। ২০২৩ সালের মে থেকে এবার নিয়ে ৩৫ নম্বর বিদেশ সফর হল মোদির। এত এনার্জি, এত এনার্জি! একবারও তিনি মণিপুর যেতে পারলেন না? কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেছিলেন, ''মোদির কাছে ইংরেজির তিনটি শব্দ রয়েছে, যা 'ই' দিয়ে শুরু। এনার্জি, এক্সাইটমেন্ট, এনথুসিয়াজম। অথচ চতুর্থ একটা 'ই' দিয়ে শুরু শব্দ মোদির ভাণ্ডারে নেই। 'এমপ্যাথি'।'' এবং 'এমপ্যাথি'--সহানুভূতি, সমবেদনা নেই বলেই, মণিপুরের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে যাওয়ার সময় পান না নমো।

বিস্ময়ের কাঞ্চনজঙ্ঘায় পৌঁছে যেতে হয় মোদির বিদেশ সফরে প্রবল আগ্রহ ও মণিপুর সফরে ঔদাসীন্য পাশাপাশি রাখলে। মণিপুর তো তাঁর দলই চালাচ্ছিল, তাঁর দলেরই বেশি আসন, সেখানকার বেশি মানুষই মেইতেই, মানে হিন্দু---তবু মোদি কেন মণিপুরে পা রাখতে চান না, এটা বড় একটা রহস্য।

এখানে তাঁর পরিচিত সিলেবাস, প্রশ্নপত্র পালটে গিয়েছে বলেই কি? মণিপুরে দ্বন্দ্ব হিন্দু বনাম খ্রিস্টানের। মোদি জানেন, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বললে গোটা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। এত বিদেশযাত্রা মুশকিল। উত্তর-পূর্ব ভারতেও ভেসে থাকা কঠিন। তাঁর সরকার মণিপুরে জাতীয় মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশনও পাঠায় না। কমিশনগুলোর যত সক্রিয়তা বাংলায়, বিরোধী রাজ্যে।

এখানে আরও একটা বড় প্রশ্ন। এত বিদেশ সফর করে মোদির প্রচার বাড়ল, দেশের কতটা লাভ হল? পহলগামে আমাদের ওপর জঙ্গিহানার পর আমরা পাকিস্তানকে 'আক্রমণ' করলাম। বিরোধী সদস্যদেরও বিভিন্ন দেশে পাঠানো হল ভারতের বার্তা দেওয়ার জন্য। তাতে কি আমরা পাকিস্তানকে একঘরে করতে পেরেছি? পাক সমালোচনা হল সব ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভঙ্গিতে। আমরা দেখলাম, এর মধ্যে পাকিস্তানকে ১.৪ বিলিয়ন ডলার দিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। যা আমেরিকা না চাইলে অসম্ভব।

আমরা দেখলাম, মোদির 'বন্ধু' ট্রাম্প অন্তত ৭ বার বলে গেলেন, আমিই ভারত-পাক যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছি। আমেরিকা থেকে পায়ে শিকল বেঁধে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হল সবার আগে। অথচ মোদি বা জয়শংকর বা রাজনাথের কেউই একলাইন প্রতিবাদ করলেন না। মিনমিনে একটা প্রতিবাদ এল শুধু বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্রের কাছ থেকে।

মোদির তুলনায় অতীতে আমাদের কোন প্রধানমন্ত্রী কত বিদেশ সফরে গিয়েছেন, তার একটা তুলনা করা যেতে পারে। মনমোহন সিং ১০ বছরে গিয়েছিলেন ৪৬ দেশে। ৭১ বার। মনমোহনের সবচেয়ে পছন্দের দেশ ছিল আমেরিকা (১০ বার), রাশিয়া (৯ বার), জাপান (৫ বার)।

ইন্দিরা গান্ধি ১৫ বছরে ৬৯ দেশ গিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের দেশ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন (৯ বার), আমেরিকা (৬ বার)। ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া ও ব্রিটেন (৫ বার)।

এই তালিকাগুলো থেকে বোঝা যায়, কার আমলে কোন দেশের সঙ্গে আমাদের দোস্তি কেমন ছিল। নেহরু-ইন্দিরার আমলে একটা জোটনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ছিল ভারতের। ওই জমানায় আমেরিকা-সোভিয়েত জোটে আড়াআড়ি বিভক্ত পৃথিবীতে রাশিয়ান ব্লকের কাছাকাছি থেকেও জোটনিরপেক্ষতার আলাদা কণ্ঠহার ছিল ভারতের। ইন্দিরার প্রয়াণের বহু বছর পরেও তা রাজমুকুটের মতো থেকে গিয়েছিল ভারতের। এখন?

এত বিদেশ সফর থেকে কী পেলেন মোদি? ভারত-পাক সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর প্রশ্নদুটো ভাবাচ্ছে আরও। তাঁকে নিয়ে কারা উচ্ছ্বসিত? ইতালির দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী জিওর্জিয়া মেলোনি বাদে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না তো! বিশ্ব রাজনীতিতে ইতালির ভূমিকা প্রায় শূন্য। যতটুকু রয়েছে, তা ভ্যাটিকান সিটির। বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপালও ভারতকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। মোদির সময় ব্রিকস হয়েছে, জি টোয়েন্টি হয়েছে, আসিয়ান হয়েছে, সার্ক হয়েছে। শিলিগুড়ি-দার্জিলিংয়ের রাস্তায় এখনও জি টোয়েন্টির প্রতীক পড়ে আছে। তাতে লাভ কী হয়েছে? পহলগামের পর পাকিস্তানকে বিশ্ব পুরোপুরি একঘরে করল না তো?

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিকতম সমীক্ষা জানাচ্ছে, আমাদের ৩৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। মানে চারজনের মধ্যে একজন। প্রবল দারিদ্র্য নিয়ে বেঁচে ৭ কোটি মানুষ। সেখানে যখন ৭ বছর আগের একটা হিসেব চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়--প্রথম চার বছরে মোদির বিদেশ সফরে শুধু বিমান খরচ, এয়ারক্রাফট দেখভাল, হটলাইন ব্যবস্থার জন্যই ১৪৮৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, তখন কেমন একটা লাগে। মন খারাপ হয়ে যায়।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে মণিপুরে ইম্ফল থেকে চূড়াচাঁদপুর যাওয়ার ভাঙা রাস্তা। ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড, কাঁটাতার, বালির বস্তা, গুলির দাগ, গুঁড়িয়ে যাওয়া স্কুলবাড়ি, পরিত্যক্ত গ্রামে শীর্ণ বেড়ালছানার ঘোরাঘুরি, পেট্রোলের গন্ধ, রক্তের দাগ, পড়ে থাকা কফিন, মাইলের পর মাইল অসীম শূন্যতা...।

আজ

১৮৮৬

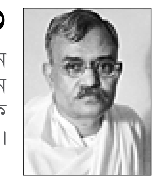

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত।

১৯৯৫

ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধুর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাদের সামনে সীমান্ত হয়তো একটা ছিল। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরে প্রতিপক্ষ ছিল তিনটি। সামনে পাকিস্তান। তাদের সবরকম সাহায্য করেছে চিন ও তুরস্ক। ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের ৮১ শতাংশই চিনের। পাকিস্তানকে চিন অস্ত্রের পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করে।

- রাহুল আর সিং (সেনাকর্তা)

ভাইরাল/১

মাইগ্রেনের ব্যথা সারছে ম্যাকডোনাল্ডসের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কোক খেয়ে! তবে কোকে থাকা ক্যাফেইন-এ মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে না ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ে থাকা কার্বোহাইড্রেট কাজে দিচ্ছে, তা নিয়ে ধন্দে চিকিৎসকরা।

ভাইরাল/২

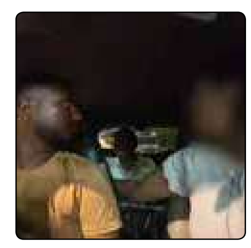

গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় ক্যাবে উঠে চালকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, গালিগালাজ। রাজকীয় কায়দায় ক্যাবে বসেই মদ্যপান এক তরুণের। চালক নির্বিকার। শুধু একবার বললেন, 'স্যর, এরকম করতে নেই।' ঘটনাটি গাড়ির ক্যামেরায় বন্দি হয়। ভাইরাল ছবিতে নিন্দার ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

ইতিহাসে নিবেদিত

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বর্ষীয়ান ভূমিপুত্র হিমাংশুকুমার সরকার অধ্যাপনা করতেন।

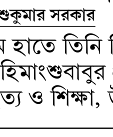

হিমাংশুকুমার সরকার

ইতিহাস নিবেদিতপ্রাণ। বয়স ৯০ বছর পেরিয়েছে। তা-ও কোনও ক্লান্তি নেই। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে একের পর এক বই লিখে চলেছেন। বিভিন্ন বই ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অসংখ্য নথিপত্রের সমুদ্রে কলম হাতে তিনি শিকড়ের সন্ধান চালান।

হিমাংশুবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি- ইতিহাস সাহিত্য ও শিক্ষা, উত্তরবঙ্গে জৈন ধর্ম, বিপ্লবী আন্দোলনে উত্তাল উত্তরবঙ্গ, শিকড়ের সন্ধানে, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বালুরঘাট, নতুন গবেষণার আলোকে সেন রাজবংশের ইতিহাস, আত্রেয়ী ইতিকথা, উত্তর দিনাজপুর জেলার স্মরণীয় যারা (প্রধান লেখক ও সম্পাদনা)।

এছাড়া আরও তিনটি বই প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে। সেই বইগুলির মধ্যে রয়েছে নতুন গবেষণার আলোকে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস, প্রাচীন ও আদিমধ্য যুগ। বয়সভারে নড়াচড়ায় সমস্যা। হিমাংশুবাবু বই লিখেই সময়ের বিভিন্ন সরণিতে অবাধে বিচরণ করে চলেছেন।

– গজেন মণ্ডল

বাঁশিতে প্রাণ

বাঁশিকে ভালোবেসে দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে নবম শ্রেণির পড়ুয়া রায়গঞ্জের অহর্ষি দত্ত। পড়াশোনায় বরাবরই ভালো।

কিন্তু আরও ভালো লাগে বাঁশি বাজাতে। ছোটবেলা থেকেই বাঁশির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সখ্য। মা-বাবার সঙ্গে গ্রামীণ মেলায় গেলে তার বরাবরের প্রথম পছন্দ বাঁশি। মেলা থেকে কিনে আনা বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে কবে যে তা থেকে সুর বেরিয়েছে মনে নেই। সুযোগ পেলেই বিভিন্ন রকমের বাঁশির সুরে মজে থাকে। ঝোলায় এখন বেশ কয়েকটি বাঁশি। সময় কাটে সেগুলি নিয়েই। মূলত দেশাত্মবোধক গানের সুর তুলতে তার ভালো লাগে।

তবে শাস্ত্রীয় সংগীতও বেশ পছন্দ। নতুন কোনও গান প্রকাশ হলে সেই গান নিয়েই মশগুল থাকে অহর্ষি। যতক্ষণ না বাঁশিতে সে গানের সুর আসে ততক্ষণ ছাড়ার পাত্র নয়। মাঝে মাঝেই ডাক মেলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তার বংশীবাদন মুগ্ধ করে সবাইকে। অনায়াসে।

অহর্ষি দত্ত

-সুকুমার বাড়ই

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

জেন জি ডায়ালেক্ট ও জীবনশৈলী পাঠ

গুড টাচ ও ব্যাড টাচ। বিভিন্ন স্কুলে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হচ্ছে। এই পাঠ কমাতে পারে জুভেনাইল ক্রাইম।

সৌরভ মজুমদার

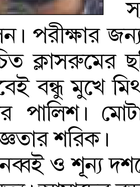

ক্লাস টুয়েলভের বায়োলজি ক্লাস। মাস্টারমশাই ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকাতে ব্যস্ত- পুরুষ জননতন্ত্র। এদিকে লাস্ট বেঞ্চে ততক্ষণে ফিশফাশ শুরু, এর ঠিক পরেই ওই জিনিসটা আসবে! মুখ চিপে হাসির চাপা গুঞ্জনের মধ্যেই স্যর সরাসরি অন্য টপিকে সুইচ করে গেলেন। পরীক্ষার জন্য স্যরের মতে এটুকুই নাকি যথেষ্ট! এই পরিচিত ক্লাসরুমের ছবি যতটুকু আমার, ততটুকু আপনারও। এভাবেই বন্ধু মুখে মিথ সেজেছে মিথ্যে, মিথ্যের গায়ে পড়েছে সত্যির পালিশ। মোটামুটি আমাদের বয়সি সকলেই একই অভিজ্ঞতার শরিক।

নব্বই ও শূন্য দশকের সামাজিক মাধ্যমহীন পৃথিবীর এটাই গূঢ় সত্য। আমাদের বড় হয়ে ওঠার পৃথিবী থেকে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছে আমাদের বেঁচে থাকার এই পৃথিবী। দূরদর্শন, কেবল টিভির যুগ পেরিয়ে- মোবাইলের স্ক্রিনে স্ক্রল করছে আমাদের সভ্যতা। সেখানে ওয়েস্টার্নাইজেশনের ছাপে দেশীয় সংকট। সাংস্কৃতিক প্রশ্নচিহ্নের সামনে জীবনবোধের প্রকট বিপন্নতা। বেলাগাম ক্রাইম সিন। পার্টি অ্যানিমাল স্ট্যাটাস সেঁটে নেশার এনসাইক্লোপিডিয়ায় বয়ঃসন্ধির বিপদ। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পৃথিবীর ভেতরে যে যৌনতার গন্ধ- তাতে জেন জি ভুলেছে মন, চিনেছে হরমোন। জীবনশৈলীর রক্ষাকবচের থেকে দূরে তার অনন্ত বিস্তার। সঠিক জীবনদর্শনের অভাব সুসংহত আগামীর পথের প্রধান অন্তরায়। জীবনশৈলী বলতে মূলত যাপনের ধরন বা পদ্ধতিকেই বোঝায়। জীবনযাত্রার পদ্ধতি, অভ্যাস, আচরণ, পছন্দ, অপছন্দ, শারীরিক, মানসিক

ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সবটা মিলিয়েই জীবনশৈলীর মূল কাঠামো নির্মিত।

আমরা ক্রমশ সরে আসছি আমাদের শিকড় থেকে। আন্তর্জাতিকতাবোধ ও নিও লিবারাল ইকনমির দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ আদতে কনজিউমার। আর এই ভোগবাদের বিবর্তিত দর্শনেই লেখা হচ্ছে বর্তমান সময়ের ইতিকথা। আমাদের প্রাচীন বিশ্বাস টলমল। জেন জি রিলেশনশিপের অভিধানে জায়গা করে নিয়েছে সিচুয়েশনশিপ, ব্রেডক্রাম্বিং, পকেটিং- এর মতন শব্দ। সমস্ত আবেগের জন্য রকমারি নাম। আবেগ বিক্রির শপিং মলে নৈতিকতার ভিন্টেজ হাইলাইট। এই যে আমাদের চারপাশের পৃথিবীতে সম্পর্কের অনায়াস ছন্দপতন- সেক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনি বিবিধ চাহিদার অস্তিত্বকে বইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও কম দায়ী নয়। ঠিক এবং ভুলের স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারিত না থাকলে ভুলপথে চালিত হওয়াই স্বাভাবিক। এখানেই আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ পালটে দিতে পারে বর্তমান এই সমীকরণকে। আলোচনা কীভাবে বদলে দিতে পারে আশপাশের আবহ তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ- পিরিয়ড নিয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারমূলক আলোচনা, প্যাডম্যানের মতন চলচ্চিত্র নির্মাণ। ঠিক এখানেই জেন জি দুনিয়া, সমরেশ মজুমদারের 'মনের মতো মন' উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রদের সামনে লিখে দেয় নতুন পৌরুষের সংজ্ঞা। আমি বিশ্বাস করি শেখালে সবই শেখা যায়।

তাই তো এখন স্কুলে স্কুলে গুড টাচ ও ব্যাড টাচ শেখানো হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই। স্পর্শের সাদা-কালো বোধের ভেতর লুকিয়ে থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার স্বর। শিশুদের প্রতি যৌন শোষণের বিরুদ্ধে যেমন এটি যথার্থ পদক্ষেপ তেমনি এই বিষয়ে শিক্ষাদান মানে বাকিদেরও পরোক্ষভাবে সচেতন করে দেওয়া- ব্যক্তিগত শরীরী ভাষায় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের সহজ পাঠে। জীবনশৈলী পাঠ কমাতে পারে জুভেনাইল ক্রাইমের ৬.৯ শতাংশ নথিভুক্ত কেসের পরিসংখ্যানকে। এক সুনিশ্চিত সকাল উপহার দিতে পারে সকলকে।

(লেখক পেশায় সরকারি আধিকারিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। অশুভ পরিণাম, বিপর্যয়, দৈব বিড়ম্বনা ৩। শিবের পুজো বিশেষ ও উৎসব, গাজন ৫। শর্তযুক্ত দলিল ৭। পাখি, পতঙ্গ ৯। ছন্দোবদ্ধ রচনা, পদ্য, কাব্য, শ্লোক ১১। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ১৪। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ১৫। শ্রীরামচন্দ্র।

উপর-নীচ : ১। কুকথা, গালি ২। কতিপয়, অল্পসংখ্যক ৩। চাঁদা মাছ ৪। বকনা বাছুর ৬। লেবু জাতীয় বড় ফল ৮। হঠাৎ লাফের ভাব ১০। গণ্যমান্য, ধনী, ওস্তাদ, চৌকশ, লায়েক ১১। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১২। রঙ্গ, রঙ্গ দেখানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি ও নাচগান, কৃত্রিম ও কপট ঝগড়া ১৩। পর্বতের গুহা, আদা, ওল বা কাঁধ।

সমাধান ■ ৪১৮৩

পাশাপাশি : ১। মল্লিকা ৩। দারু ৫। দফা ৬। শরভ ৮। শিখর ১০। শর্বরী ১২। তকলি ১৪। খাস ১৫। যড় ১৬। নবতি।

উপর-নীচ : ১। মধুনিশি ২। কাদম্বর ৪। রুধির ৭। ভড় ৯। ভাত ১০। শরাসন ১১। রীতিনীতি ১৩। করীষ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফের বর্ষণ

দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রাজ্যে সক্রিয় হচ্ছে বর্ষার বাতাস। এখন বৃষ্টি চলবে।

কোর্টের দ্বারস্থ

বাম নেতা অনিল দাসকে রাস্তায় ফেলে মারধর করার অভিযোগে তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেপ্তার না করায় আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি লিখলেন তাঁর স্ত্রী।

উদ্ধার পড়ুয়া

নাচের দলে সুযোগ দেওয়ার নামে স্কুল পড়ুয়াকে পাচারের অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বিহার থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্ত অধরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মামলা

পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় ওড়িশা সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল তাঁদের পরিবার। হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের হয়েছে।

মমতার নীরবতায় প্রশ্ন

কসবা কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া কি একুশে জুলাইয়ের সভায়

কলকাতা, ৪ জুলাই : কসবায় আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনার পর গড়িয়ে গিয়েছে ১০ দিন। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পর্কে একটি শব্দও খরচ করেননি। রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। বেশ কিছু ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কসবা কাণ্ডে এতদিন পরেও কেন নীরব তা নিয়ে বিরোধীরা রোজই প্রচারমাধ্যমে প্রশ্ন তুলছে।

রাজ্যের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপিও এই ইস্যুটিকে কাজে লাগাতে চাইছে। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, ২১-এ জুলাই শহিদ দিবসে সমাবেশ মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের সব প্রশ্নের জবাব দেবেন। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদলকে যে কসবা কাণ্ড সহ প্রচুর অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তা বিলক্ষণ জানা আছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। তবু তাঁরা নীরব। দলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার শুক্রবার বলেছেন, 'সব কিছুর জবাব পেয়ে যাবেন ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। তার জন্য তৈরি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেবেন তিনি। দলের নেতা-কর্মীদের করণীয় কী হবে, দলের কর্মসূচি ও প্রচারই বা কোন পথে চলবে তারও দিশা থাকবে দলনেত্রীর ভাষণে। আমরা সবাই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছি।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এর আগে বহুবারই মমতা মহিলাদের ওপর অপরাধমূলক ঘটনা নিয়ে হালকা মন্তব্য করেছেন। এতে আমজনতার মধ্যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে। কিন্তু এবার নীরব থেকে তিনি আরও বড় ভুল পদক্ষেপ করছেন। যেভাবে তৃণমূল প্রতিটি অস্বস্তিকর ঘটনাকে হালকা করে দেখানোর চেষ্টা করেছে তা মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। নিঃসন্দেহে কলকাতা পুলিশ এবার আর আরজি কর কাণ্ডের মতো গাছাড়া মনোভাব দেখায়নি। কসবা কাণ্ডের ঘটনা জানাজানির পরই দ্রুত অভিযুক্তদের ধরেছে এবং তাদের 'প্রভাবশালী' আখ্যা দিয়ে যথাযোগ্য ধারায় মামলা শুরু করেছে। কিন্তু পুলিশি তৎপরতার লেশমাত্র দেখা যায়নি তৃণমূল নেতাদের বক্তব্যে।

আইন কলেজে পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় বিধায়ক যেমন অভিযুক্তকে চাকরির জন্য মনোনীত করা বা তাঁকে 'জেঠু' বলে ডাকার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখতে পাননি। আর এক বিধায়ক মদন মিত্রও এই বিষয়ে আলগা মন্তব্য করে পরে দলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। এত কাণ্ডের পরও মুখ্যমন্ত্রী কোনও বয়ান দেননি। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। তাঁর কড়া নির্দেশেই পুলিশ সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও বিবৃতি তিনি দেননি।

> সব কিছুর জবাব পেয়ে যাবেন ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। তার জন্য তৈরি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেবেন তিনি। দলের নেতা-কর্মীদের করণীয় কী হবে, দলের কর্মসূচি ও প্রচারই বা কোন পথে চলবে তারও দিশা থাকবে দলনেত্রীর ভাষণে। আমরা সবাই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছি।
>
> **জয়প্রকাশ মজুমদার**

এর আগে অবশ্য মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিগুলি খুবই হালকা ছিল বলে বিরোধীদের অভিযোগ। তাদের দাবি, তৃণমূল নেত্রী প্রথম থেকেই আরজি কর কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ করলে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস মনোজিৎ মিশ্র ওরফে ম্যাঙ্গো দেখাতে পারত না। ২০১২ সালে পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের ঘটনাকে 'সাজানো ঘটনা' বলেছিলেন মমতা। তার পরের বছর কামদুনি কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় নির্যাতিতার বন্ধুবান্ধব ও সহমর্মীদের 'মাওবাদী' ও 'সিপিএমের এজেন্ট' হিসেবে দেগে দিয়েছিলেন। ২০২২ সালে হাঁসখালি কাণ্ডে মমতার ওদের দু'জনের মধ্যে 'প্রেম ছিল' বলে মন্তব্য করেন।

কসবা কাণ্ডের অভিযুক্ত নিজেকে 'পেশাদারি অপরাধী' বলে দাবি করতেন। ওই কলেজের ছাত্রীদের অনেকেই তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। তদন্তে ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে গত পাঁচ বছরে অন্তত ১১টি এফআইআর হয়েছে তার বিরুদ্ধে। ঘটনার দু'দিন পরে ২৭ জুন এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল এই ঘটনার নিন্দা করে। এবার ২১-এ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে কসবা কাণ্ড নিয়ে মমতা কী বলেন তা জানার জন্য সবাই অপেক্ষায়।

জীবনযুদ্ধ... শুক্রবার কলকাতায়। ছবি-আবির চৌধুরী।

মনোজিৎকে নিয়ে নিগ্রহের পুনর্নির্মাণ

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ জুলাই : অবশেষে খুলতে চলেছে কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ। গণধর্ষণ কাণ্ডের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, ইউনিয়ন রুম বন্ধ রেখে শীঘ্রই কলেজ খোলা হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে সোমবার খুলতে পারে কলেজ। গভর্নিং বডির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে ভাইস প্রিন্সিপালের। ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই নয়া মোড় নিয়েছে। ভোররাতেই মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ সহ বাকি ধৃতদের ল কলেজে আনা হয়। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। শুক্রবার ধৃত নিরাপত্তারক্ষীকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে ৮ জুলাই পর্যন্ত তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিন সকালেই অভিযুক্তদের কলেজে এনে থ্রি ডাইমেনশনাল স্ক্যানার দিয়ে চলে থ্রিডি ম্যাপিং। ঘটনাস্থলের ত্রিমাত্রিক ছবি তুলে অকুস্থলের বিস্তারিত তথ্য জেনে

হেনস্থায় ক্ষুব্ধ অভিযুক্তের বান্ধবী

নেওয়া হয়। ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইউনিয়ন রুম থেকে ওয়াশ রুম পর্যন্ত চলে ঘটনার পুনর্নির্মাণ। এটি নির্যাতিতার বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। মনোজিতের বেতনের নথিও নিয়েছে পুলিশ। চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রভাবশালীদের সুপারিশে চাকরি হয়েছিল কি না তা জানতে চাইছে পুলিশ। ওইদিন অন্য দুই ধৃত প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও জইব আহমেদের ফোন থেকে প্রভাবশালী কাউকে ফোন করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। নিরাপত্তারক্ষীকে এদিন আদালতে তোলা হলে জামিন খারিজ হয়ে যায়।

এদিন মনোজিতের বান্ধবীও মুখ খুলেছেন। ঘটনার পরে তাঁকে নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়। তিনি জানান, তাঁদের সম্পর্ক ২০১৮ সাল থেকে ছিল। এই ঘটনার পর পরিস্থিতি বদলে গিয়ে তাঁকেও কটাক্ষের শিকার হতে হচ্ছে। যা ক্রমেই তাঁর পক্ষে মানসিক নির্যাতনের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনার পরই প্রোফাইল থেকে নিজের নাম সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অসম্মান পিছু ছাড়ছে না তাঁর। মনোজিতের বিরুদ্ধে আরও বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, কলেজের সব অফিশিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাডমিন ছিলেন তিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি। মনোজিতকে চিরকুটের মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে কোনও পদ দেওয়া হয়নি। নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়নি বলেই সূত্রের খবর। কলেজ কর্তৃপক্ষের অনেকেরই পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

দুশো আসনে রোড ম্যাপ শমীকের

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তৎপরতা শুরু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ জুলাই : চলতি মাসেই রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৮ জুলাই কলকাতায় রেলের একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দমদম সেন্ট্রাল জেল লাগোয়া মাঠে সভা করতে পারেন তিনি। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে। বিদায়ি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'জুলাইয়ের মাঝামাঝি রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সেসময় সরকারি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দলীয় সভা করার বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।' রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর শুক্রবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে সুকান্ত মজুমদারের থেকে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব বুঝে নেন শমীক ভট্টাচার্য। সল্টলেকের দপ্তরে শমীককে সভাপতির চেয়ারে বসিয়ে সংবর্ধনা দেন সুকান্ত সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন সুনীল বনসল, মঙ্গল পান্ডে, অমিত মালব্য সহ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগেই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন নয়া রাজ্য সভাপতি। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গেও তাঁর দেখা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

দায়িত্ব নেওয়ার পর শুক্রবারই দলের রাজ্য পদাধিকারী, মোর্চা ও সেলের পদাধিকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন শমীক। ২০২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথভিত্তিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ভোটের ব্যবধান সাকুল্যে ৫০ লক্ষের কাছাকাছি। বিজেপির মতে, ২৯৪টি বিধানসভার বিচারে সেই ব্যবধান বিরাট কিছু নয়। তাছাড়া পরিসংখ্যান বলছে, ১০৮টি বিধানসভায় তৃণমূলের কাছে বিজেপি ৫ হাজারেরও কম ব্যবধানে হেরেছে। ২৪-এর লোকসভা ভোটের ফল অনুযায়ী ৯২টি বিধানসভা এলাকায় এগিয়ে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে ব্যবধান ঘোচাতে প্রাথমিকভাবে এই ২০০টি বিধানসভা এলাকাকে টার্গেট করছে বিজেপি।

এইসব বিধানসভায় দলের ভোটবৃদ্ধিতে এদিন দলের সেল এবং মোর্চার সভাপতিদের কাছে রোড ম্যাপ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। চলতি মাসের ১০ থেকে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে জেলায় জেলায় বৈঠক করে বুথ কমিটি তৈরির কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ প্রাথমিক সদস্য হলেও জেলায় জেলায় পূর্ণশক্তির বুথ কমিটি তৈরির কাজ এখনও অনেকটাই বাকি। সেই কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে পাঁচ সদস্যের বুথ সশক্তিকরণ কমিটিকে এদিন নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। এর পাশাপাশি প্রতিটি জেলার মণ্ডলে মণ্ডলে স্থানীয় ইস্যুর ভিত্তিতে কী ধরনের গণ আন্দোলন করা যায় তার রূপরেখা তৈরি করতেও নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। বৈঠকে ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিচালনায় সিআইএসএফের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের পদাধিকারীরা।

রাজ্য সভাপতির চেয়ারে শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার। বিজেপির রাজ্য দপ্তরে।

আয় ও লাভে পঞ্চম স্থানে বাগডোগরা

কলকাতা, ৪ জুলাই : দেশের বিমানবন্দরগুলির মধ্যে আয় ও লাভের নিরিখে শীর্ষস্থানে পৌঁছল কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। আয়তনে অনেক ছোট হলেও উত্তরবঙ্গের এই বিমানবন্দরটি 'এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র রিপোর্ট অনুযায়ী রয়েছে পঞ্চম স্থানে। কলকাতা, চেন্নাই, কালিকাট ও পুনের পরেই বাগডোগরার স্থান। ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে কলকাতা বিমানবন্দরের লাভ ৬৭০ কোটি। এই অর্থবর্ষে বাগডোগরা বিমানবন্দরের লাভ ৮৩ কোটি।

করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে আয় ও লাভের দিক দিয়ে রেকর্ড গড়েছিল কলকাতা বিমানবন্দর। এবার সেই রেকর্ডও

শীর্ষে কলকাতা

ভেঙেছে কলকাতা। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ২.১ কোটি যাত্রী কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন। ২০২৩ সালের যাত্রীসংখ্যা ১.৮ কোটি। কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর প্রভাত রঞ্জন বেউরিয়া জানিয়েছেন, 'রেকর্ড অঙ্কের লাভ হলেও এখনও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে এখানে। বড় বিমান ওঠানামার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এখনও পরিকল্পনা চলছে। টার্মিনাল ও কার্গো সম্প্রসারণের ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমাদের লাভ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলেই আশা করছি।' কলকাতা বিমানবন্দরের আয়ের ৭৯ শতাংশই এসেছে ট্রাফিক থেকে। প্রভাত রঞ্জন জানিয়েছেন, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান বাড়লে যাত্রী সংখ্যা আরও বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী।

হাজিরা মদনের

কলকাতা, ৪ জুলাই : 'সরকারি টাকা কি কর্পূর যে মাঝপথ থেকে উবে যাবে?', রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্রকে আদালতে দাঁড় করিয়ে প্রশ্নের জবাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সিএসটিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় শুক্রবার হাজিরা দেন অর্থসচিব, রাজ্য পরিবহণ নিগম ও সিএসটিসি এমপ্লয়িজ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মদন মিত্র ও সিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, 'প্রত্যেক দপ্তর একে অপরের ওপর দায় চাপাচ্ছে। যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে।'

আবেদনকারীদের টাকা রাজ্যের অর্থ দপ্তর পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে সিএসটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছে। তবে এখনও বহু কর্মী রয়েছেন যাঁরা টাকা পাননি। সেক্ষেত্রে ৪ মাসের মধ্যে পরিবহণ দপ্তর ও পরিবহণ সচিবকে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা করে পদক্ষেপ করতে হবে। সিএসটিসি-ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ইউনিয়ন রুমে তালা, করিডরে আড্ডা নয়

হাইকোর্টের নির্দেশ পালন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ জুলাই : হাইকোর্টের নির্দেশে ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ থাকছে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইউনিয়ন রুম। অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদালতের এই নির্দেশ প্রকাশ্যে আসতেই কলকাতার অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছবিটা বদলে গেল। কিছু কলেজের ইউনিয়ন রুমে সকাল থেকেই তালা ঝুলল। আবার কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চিত্র। কলকাতার নাম করা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে ইউনিয়ন বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে এখনও একমত হতে পারেনি ছাত্রনেতাদের একাংশ।

দক্ষিণ কলকাতার অতি পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশুতোষ কলেজ। শুক্রবার কলেজে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, মার্কশিট নিতে লাইন পড়ুয়াদের। কিন্তু সেখানে ইউনিয়নের নেতাদের পরিচিত প্রভাব এদিন কিছুটা কম। তালা বন্ধ ইউনিয়ন রুমেও। তবে বহিরাগতদের প্রবেশ আটকাতে এদিন একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের বর্তমান পড়ুয়াদের আইডি কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি অধ্যক্ষদের অনুমতি নিয়েই কলেজ ক্যাম্পাসে প্রাক্তনিদের প্রবেশের নিয়মবিধি জারি করা হল এদিন।

কমন রুম ছাড়া করিডর বা কলেজের অন্য কোনও জায়গাতেও আড্ডা মারা যাবে না। নিরাপত্তারক্ষীদের যথেষ্ট সতর্ক করে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিকেল ৫টার পর প্র্যাক্টিকাল ক্লাস ছাড়া কোনও পড়ুয়া কলেজে থাকার অনুমতি পাবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত জানান, আদালতের নির্দেশের পর তাঁদের পক্ষে ইউনিয়ন রুমগুলি বন্ধ করা সহজ হয়ে উঠল। এর আগেই একাধিক ক্যাম্পাসের ইউনিয়ন রুমে অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। কলেজগুলির গভর্নিং বডিতে রাজনৈতিক নেতার পরিবর্তে পড়ানোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের থাকার পক্ষেই মত তাঁর। একইসঙ্গে যোগেশচন্দ্র ডে কলেজের অধ্যক্ষের মত, 'এর আগেও একাধিকবার ইউনিয়ন রুমগুলি বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

ব্যতিক্রমী চিত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি কিশলয় রায় জানিয়েছেন, 'রেজিস্ট্রারের লিখিত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমরা পদক্ষেপ করতে পারছি না। সোমবার যদি নির্দেশ না আসে, আমরা তখন পদক্ষেপ করব।' এসএফআই আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি রাসেল পারভেজ জানিয়েছেন, 'যাদবপুরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন খুব শীঘ্রই করার চেষ্টায় আছি। এখানে গণতান্ত্রিকভাবেই নির্বাচন হবে। আমরা আজকেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি ইউনিয়ন রুম বন্ধের ব্যাপারে। তবে তাঁরা জানিয়েছেন, আদালতের কোনও নির্দেশিকা এখনও তাঁদের কাছে পৌঁছোয়নি।'

অবশ্য এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, 'আদালতের নির্দেশ আসার পরেও কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ হবে না কেন? এটা তো কার্যত আদালত অবমাননা। এই বিষয়ে শিক্ষা সচিবকে তলব করা হোক।' সোমবারের মধ্যে প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া হবে। বলে মনে করছে শিক্ষক মহল।

কোথায় কী

- আশুতোষ কলেজের ইউনিয়ন রুমে ঝুলল তালা
- যাদবপুরে এখনও বন্ধ হয়নি ইউনিয়ন রুম
- যোগেশচন্দ্র ডে কলেজে বন্ধের প্রক্রিয়া চলছে
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও একই পথে হাঁটছে

> আদালতের নির্দেশ আসার পরেও কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ হবে না কেন? এটা তো কার্যত আদালত অবমাননা। এই বিষয়ে শিক্ষা সচিবকে তলব করা হোক।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে বিচারপ্রার্থী শান্তনু

কলকাতা, ৪ জুলাই : চিকিৎসক হিসেবে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শান্তনু সেন। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মর্মে মামলা দায়ের করতে চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতির তরফে তাঁর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। সংবাদমাধ্যম থেকে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। একটি বৈঠক হয়েছিল, তাতে তিনি অংশও নিয়েছিলেন। তাঁর তরফে সমস্তরকম সহযোগিতা করা হয়েছে। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে এফআরসিপি গ্লাসগো নামে একটি বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তা নিয়ে শান্তনুকে নোটিশও দিয়েছিল কাউন্সিল। তারপরই তাঁর ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন ২ বছরের জন্য বন্ধ করা হয়। কাউন্সিলের দাবি, এটি একটি সাম্মানিক ডিগ্রি।

এই ডিগ্রি থাকা ব্যক্তিরা প্র্যাক্টিস করতে পারেন কি না তা গ্লাসগোতে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তবে কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন শান্তনু সেন। তাঁর বক্তব্য, 'যা হয়েছে তা মেনে নেব না। আইনি পথেই হাঁটব।' আরজি কর কাণ্ডের সময় মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল শান্তনু ও তাঁর স্ত্রীকে।

তার জেরে দলের সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তা স্পষ্ট। এই বিতর্কে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, আরজি কর কাণ্ডে মুখ খোলার চেষ্টা করেছিলেন শান্তনু সেন। তার খেসারত দিতে হচ্ছে। তৃণমূলকে অপদস্থ করার চেষ্টা করা হলে শাস্তি অবধারিত।

নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ফেসবুক 'বন্ধু'

কলকাতা, ৪ জুলাই : কসবার ল' কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় সরব কলকাতা। তারই মাঝে ফের ধর্ষণের অভিযোগ তিলোত্তমায়। প্রথমে ফেসবুকে পরিচয়, তারপর সেই বন্ধুত্ব থেকেই বাড়িতে আসা। ১৪ বছরের নাবালিকা বালিগঞ্জের বাড়িতে একা ছিল সোমবার।

বাবা-মা না থাকায় সুযোগ বুঝে সেখানে উপস্থিত হয় তার ১৫ বছর বয়সি ফেসবুক 'বন্ধু'। তারপরই ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওই নাবালকের বিরুদ্ধে। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষায় ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। এমনকি উদ্ধার হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ওই বাড়িতে নাবালকের উপস্থিতির প্রমাণও মিলেছে।

সমাজমাধ্যমে নির্যাতিতা নাবালিকার সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' করেছিল অভিযুক্ত। সোমবার এই ঘটনা ঘটার পর নাবালিকার মা বাড়ি ফিরলে সম্পূর্ণ ঘটনা জানতে পারেন। পুলিশে অভিযোগ করেছিলেন তিনিই। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নাবালককে আটক করে পুলিশ শিশু কল্যাণ দপ্তরের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। অবশ্য তদন্ত মারফত জানা গিয়েছে, ওইদিন বালিগঞ্জের বাড়িতে অপর একজন ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন ঘটনা চলাকালীন। ঘটনার পর অভিযুক্ত নাবালক নির্যাতিতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে।

প্রবল যন্ত্রণায় থাকায় ওই অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি বলেই জানিয়েছে নাবালিকা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

পুলিশ নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছে। এমনকি এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিকভাবে স্কুলগুলিতে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কর্মশালা আয়োজনের কথা ভাবা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

শমীককে সিপিএমে যোগের আহ্বান সৃজনের

কলকাতা, ৪ জুলাই : সদ্য নির্বাচিত বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সিপিএমে আসার আহ্বান জানালেন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তৃণমূলকে উৎখাত করতে বাম-কংগ্রেসকে পতাকা ফেলে একসঙ্গে আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শমীক ভট্টাচার্যের সংবর্ধনার মঞ্চ থেকেও বাম-কংগ্রেসের উদ্দেশে বলা হয়, মূল লক্ষ্য এখন তৃণমূলকে উৎখাত করা। তাই দলীয় পতাকা ফেলে আন্দোলনে নামার জানানো হয়। এই প্রেক্ষিতেই এদিন মুখ খুলেছেন সৃজন।

তাঁর বার্তা, 'শমীকবাবু সহ বিজেপির সমস্ত নেতা-কর্মীদের বলছি দলের পতাকা সরিয়ে রাখুন। ২৬-এ তৃণমূলকে হারাতে যেভাবে সাহায্য করতে হয় সেটা করুন।'

সৃজনের মতে, শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছেন তাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের চিন্তা বাড়বে। কারণ, তিনি বামফ্রন্ট সরকার ফেরানোর আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, 'এটা দেখে আমাদের খুব ভালো লেগেছে যে সমস্ত মানুষ মনে করছেন তৃণমূলকে তাড়াতে হবে। তাঁরা বুঝে গিয়েছেন বিজেপিকে দিয়ে আর হবে না। ওরা শুধু জিতব জিতব বলে, জিততে পারে না।' তারপরই শমীক সহ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একজোট হয়ে তৃণমূল বিরোধিতার কথা বলেন। শমীকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সৃজনের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাদের মতে, শমীকের বক্তব্যের মাধ্যমে পালটা ইঙ্গিত করে সৃজন আদতে বোঝাতে চেয়েছেন, এরাজ্যে বিজেপির একক শক্তিতে তৃণমূলকে সরানোর ক্ষমতা নেই বলেই বিরোধীদের একযোগে নামার কথা বলেছেন। এখন রাজ্য বিজেপির ব্যাটন পরিবর্তন হয়েছে। ফলে রাজ্য বিজেপির দায়িত্ব পাওয়া শমীক দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

সৃজন সিপিএমের পরিচিত মুখ। সদ্য এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

> শমীকবাবু সহ বিজেপির সমস্ত নেতা-কর্মীদের বলছি দলের পতাকা সরিয়ে রাখুন। ২৬-এ তৃণমূলকে হারাতে যেভাবে সাহায্য করতে হয় সেটা করুন।
>
> **সৃজন ভট্টাচার্য**

কোচবিহারে নজরুল স্মরণ

কোচবিহারের রাজরাজেন্দ্র রোডের কলা আরাধনা ভবনে হাওয়াইয়ান গিটারিস্ট অফ কোচবিহার-এর পক্ষ থেকে ১২৭তম নজরুল জয়ন্তী পালিত হল ঘরোয়া পরিবেশে। সূচনায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রবীণ সংগীতশিল্পী শম্পাক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনে শিশুকণ্ঠে মন ভরায় সমৃদ্ধি গুহনিয়োগী। দরাজ কণ্ঠে বিদ্রোহী কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনান রুমা রায়। হাওয়াইয়ান গিটারে নজরুলগীতির সুরে মাতান শীলা চক্রবর্তী, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সাথী দাশগুপ্ত, রুমা সাহা এবং কোচবিহারে হাওয়াইয়ান

গিটারের অন্যতম বর্তমান নিরলস সাধক দেবকুমার চক্রবর্তী। নজরুলগীতি পরিবেশন করেন আমন্ত্রিত শিল্পী বিদ্যুৎ ঘোষ এবং সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবলায় সনৎ মজুমদার সংগীতের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। 'নাটকে নজরুল' শীর্ষক ভিন্ন স্বাদের আলোচনা করেন পূর্বাচল দাশগুপ্ত। এরই মাঝে রেখা প্রসাদের নৃত্য পরিবেশন মঞ্চে বৈচিত্র্য আনে। দেবাশিস মুখোপাধ্যায় এবং দেবকুমার চক্রবর্তীর যথাযথ সঞ্চালনা অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

বৃদ্ধের বিয়ে ও ট্রোল্ড তরুণী

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত দুই নাটক 'ক্রাচ' (ওপরে) ও 'ট্রোল্ড'-এর দুই মুহূর্ত।*

রমেনবাবু বিয়ের পাত্রী চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ওল্ড হোমে থাকেন এমন একজন পাত্রী সেই বিজ্ঞাপনে সাড়াও দিয়েছেন। আজ পাত্রী নিজেই তাঁর বাড়িতে আসবেন দেখা করতে। পাত্রীকে রিসিভ করার এই আসরে থাকবেন রমেনবাবুর বন্ধু ঋষিও। আসলে বিপত্নীক রমেনবাবু নার্সিংহোম থেকে ফেরার পর এখন অনেকটাই সুস্থ। তাঁর ছেলে বেঙ্গালুরু থাকেন। আর মেয়ে বিদেশে। অসুস্থতার সময় ওঁরা ব্যস্ততার জন্য বাবার কাছে আসতে পারেননি। এখানে পুরোটা সামলে দিয়েছেন তাঁর প্রাণের বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋষি অকৃতদার। দাদা বৌদি ভাইপোদের নিয়ে তাঁর 'ভরা সংসার'।

এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধার বিয়ের প্রয়াস নিয়ে চমকপ্রদভাবে শুরু হয় শিলিগুড়ি রঙ্গ মালঞ্চের নাটক 'ক্রাচ'। এদিন ছিল এক সন্ধ্যায় দুই প্রজন্মের দুটি নাটক। একটি প্রবীণদের বিষয় নিয়ে। অন্যটি নবীন প্রজন্মকে নিয়ে। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে প্রথম নাটকই ছিল ক্রাচ। আর দ্বিতীয় নাটকের নাম 'ট্রোল'। শিলিগুড়ির সংস্কৃতিকর্মী তথা গল্পকার সুদীপ চৌধুরীর গল্প নিয়ে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন পরিচালক ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসেন পরিচালক। শ্যামাবাবুর পরিচালনায় 'পদ্মা নদীর মাঝি' সহ বহু নাটকেই নিজেকে মেলে ধরেছেন শিল্পাঞ্চলের ভূমিপুত্র তপনবাবু। থটস এরিনাতেও একসময় যুক্ত ছিলেন। পরে তৈরি করেন নিজের দল রঙ্গ মালঞ্চ। এখনও পর্যন্ত এই দলে একডজনেরও বেশি নাটক পরিচালনা করেছেন তিনি। তিনি শিলিগুড়ির দর্শককে চেনেন, তাঁদের মন বোঝেন। তাই এমন নাটক বেছে নেন যেখানে মনকাড়া গল্প থাকে আর থাকে সমাজকে সচেতন করার মতো বার্তা। তাঁর পরিচালনায় এদিনের দুটি নাটকেও একই জিনিস দেখা যায়। পরিচালক হিসেবে তপনবাবুর বড় গুণ তিনি গল্পকে বিন্যস্ত করেন সুচারুভাবে।

'ক্রাচ' নাটকেও রমেনবাবুর ছেলে এবং মেয়ের নানা ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে শেষপর্যন্ত আটকায়নি। এই গল্প হঠাৎ মোড় নেয় ঋষি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর। তাঁর দেখভালে নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে দাদা বৌদি তাঁকে বাড়িতে ফেরাতে গররাজি হন। তখন ঋষির দু'পাশে ক্রাচ হয়ে দাঁড়ান রমেনবাবু ও তাঁর নতুন স্ত্রী।

বয়স্ক মানুষের একাকিত্ব এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সন্তানদের বাবা-মায়ের প্রতি আচরণ এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। দলগত অভিনয় বেশ ভালো। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজ নিজ চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। মঞ্চে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অজিত মজুমদার, দেবর্ষি সাহা, সুখেন্দু সেন, কৃষ্ণা কর, প্রিয়াংকা রায় মণ্ডল, জয়ন্ত কর, বন্দনা পাল, অসীমকুমার মণ্ডল, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় নাটক 'ট্রোল' রিল বানিয়ে বিখ্যাত হওয়া এক তরুণীকে নিয়ে। তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা অনেক। তিনি সেখান থেকে রোজগারও করেন। রিলের প্রয়োজনেই তাঁকে নানা রকম পোশাক কিনতে হয়। পরতেও হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো সাড়া পাওয়ার জন্য ফোটোগ্রাফারের চাহিদা মতো নানা পোজও দিতে হয়। মেয়ের সোশ্যাল মিডিয়ার নাম যশ নিয়ে মেয়ের মা খুবই খুশি। বাবা ওসবের পুরো খবর না রাখলেও তেমন অখুশি নন।

সেই তরুণী একদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড হন। কুৎসিত ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করা হয়। পরিণতিতে তিনি মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েন। ঠিক করেন আর এই জীবন রাখবেন না। তারপর নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে হাসপাতাল থেকে তিনি ফিরে আসেন অন্য মানুষ হয়ে। এখনকার সন্তানদের আচরণ তাদের বাবা-মায়ের দায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এই নাটক। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মোহের পিছনে ছুটতে গিয়ে সামান্য ভুলে কী পরিণতি হতে পারে। এই নাটক অনুপম দাশগুপ্তের, পরিচালনায় ছিলেন ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়।

এই নাটকেও বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় পরিচালকের মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সরলরৈখিক গল্পের মঞ্চায়নে শিল্পীরাও যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন। মঞ্চে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়াংকা রায়, সুব্রত রায়, সুস্মিতা সরকার, সুব্রত পাল, অর্পিতা চক্রবর্তী, সুখেন্দু সেন, অঙ্কিতা দাস, বর্ষা চক্রবর্তী, তন্দ্রা সজ্জন, সবিতা মজুমদার, তাপস প্রামাণিক, শুভ্রা জোয়ারদার ও মমি জোয়ারদার। নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শংকর চক্রবর্তী, উজ্জ্বল পাল, শক্তিপদ আইচ, সুচেতা চট্টোপাধ্যায়, শম্পা সাহা, সুদীপ চৌধুরী।

–ছন্দা দে মাহাতো

সমবেত।। *শিলিগুড়িতে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা।*

সর্বদাই পাশে

এসএসজি মিডিয়া ও বাংলার বার্তা নিউজ-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবছরেও শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা-২০২৫ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান এবছরে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় স্মারক, উত্তরীয়, স্কুল ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, খাতা, ডিকশনারি, ছাতা ও মিষ্টি। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার ও প্রকাশক প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের আধিকারিক সুবীর দাস, শ্রীশ্রী অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর নরেশ আগরওয়াল, নারায়ণা স্কুলের প্রিন্সিপাল পরঞ্জয় সাহা, একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত, সমাজকর্মী সুব্রত সাহা প্রমুখ। এবারের এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন মিলিয়ে মোট ৫২ জনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানটির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন, বাংলার বার্তা নিউজ-এর মিডিয়া হেড সুজিত গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে বাংলার বার্তা নিউজ ও এসএসজি মিডিয়ার কর্ণধার সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায় সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, 'এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে আমি এবং আমার সংস্থার পরিবার বিগতদিনেও আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসহায় মানুষের পাশে ছিলাম, আছি এবং আগামীদিনেও মানুষের পাশে থাকব।' স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাচিকশিল্পী দেবাশিস ভট্টাচার্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

তোমারে সেলাম।। কখনও মহিলাদের নিয়ে ম্যারাথন, কখনও সামাজিক সচেতনতা শিবির, কখনও বা নৃত্যানুষ্ঠান বা ফ্যাশন শো, শিলিগুড়ির কাকলি পাল সবাইকে চমকে দিচ্ছেন। সম্প্রতি শাইন ফিউচার অ্যাকাডেমি ফুলবাড়িতে মডেলাথন ফেস্টিভাল রানওয়ে শো'র (সিজন ২) আয়োজন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ৬৭ জন প্রতিযোগী মিলে এই অভিনব শো-তে শামিল হয়েছিলেন। নিজের আট বছরের মেয়েকে নিয়ে তাতে শামিল হয়ে কাকলি সবাইকে আবারও চমকে দিলেন। সমাজমুখী নানা কাজ করে কাকলি ইতিমধ্যে বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। এই সূত্রে অনেকেরই প্রশংসা পেয়েছেন। সবার স্বার্থে এভাবেই চিরজীবন কাজ করে যেতে চান।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

অভিনব বর্ষপূর্তি

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে সুরনন্দন সাংস্কৃতিক সংস্থার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপিত হল। বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বঙ্গরত্ন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষকে উত্তরীয় পরিয়ে স্মারক-শ্রদ্ধা প্রদান করেন সুরনন্দন সংস্থার সভাপতি ডঃ শীলা দত্ত ঘটক। ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা সহ আমন্ত্রিত অতিথিদের বরণ করে নেন সংস্থার সম্পাদক সুমিত দত্ত এবং অন্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম মহিলা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন দল ফুটবল অ্যাকাডেমির আধিকারিকবৃন্দ সহ শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সাহিত্য ও নাট্য সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সুরনন্দন সংস্থা পরিচালিত এই সুরেলা আনন্দসন্ধ্যায় মোট ৩০ জন সংস্থার সদস্যদের মনোমুগ্ধকর অসাধারণ সংগীত পরিবেশনায় আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে সভাকক্ষ। তারই মাঝে পাঁচটি শিশুর নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের মন জয় করে। এই সংগীতানুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় উজ্জীবিত করতে সুর ও ছন্দের তরীতে ভাসিয়ে নিতে, উপস্থিত সাতজন গীত-বাদ্যকরদের অবদান ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় বিপ্লব মজুমদার, রণিতা মুখোপাধ্যায় ও সুব্রত সুরের উপস্থাপনা ছিল অনবদ্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

ছন্দোবদ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নৃত্যমল্লিকার অনুষ্ঠান।*

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা যখন দেহের ভাষার রূপের সঙ্গে একতারে বাঁধা পড়ে, যখন গানের বাণী ও সুরের অন্তরের কম্পন বিমূর্ত হয়ে ওঠে দেহের ভঙ্গিমায়, তখনই রবীন্দ্রনৃত্যে প্রাণের মন্দিরা বেজে ওঠে। শিলিগুড়ির নবীন প্রজন্মের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী রিম্পি সাহা বণিককে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে এই অপরূপ রূপ সৃষ্টি করতে দেখা গেল। অনুষ্ঠান ছিল নৃত্যমল্লিকার নবম বার্ষিক সমারোহ 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'। রিম্পির পরিচালনায় এটি ছিল তাঁর শিক্ষার্থী শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনৃত্যের আঙ্গিকে নৃত্য আলেখ্য 'রাধাকৃষ্ণ'। রবীন্দ্রনাথের বিষয় নিয়ে কিছু করতে গেলেই সবাই রেডিমেড ভাবনা নিয়ে গতানুগতিক পথে এগোতে চান। রিম্পি সেখানে বিষয়কে নিজের মতো করে ভেবে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছেন। আর এজন্যই দর্শকদের কাছে তাঁর কাজ উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী শ্রাবণী চক্রবর্তী ও দিলীপ সেনগুপ্ত। ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক সুবীর অধিকারীও। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা জুঁই ভট্টাচার্যের কথা। মঞ্চে রবীন্দ্রভাবনা এবং শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন সৃষ্টি যখন আলো ছড়ায় তখন সঞ্চালককেও সেই আলো অনুসরণ করে বাণী সাজাতে হয়। জুঁই সেই কাজটি করেছেন অত্যন্ত দক্ষভাবে।

এদিন শিক্ষার্থী শিল্পীদের শাস্ত্রীয় নৃত্যের অর্ঘ্যে ছিল ভরতনাট্যম আঙ্গিকে শিববন্দনা, শিব তাণ্ডব, সরস্বতীবন্দনা, কথক আঙ্গিকে কৃষ্ণবন্দনা। এই পরিবেশনগুলিতেও নতুন ভাবনার ছোঁয়া ছিল আর শিক্ষার্থীরাও তাঁদের অনুশীলনে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণীয় অংশ ছিল শিক্ষার্থীদের মায়েদের ফিউশন রিমিক্স সেমি ক্ল্যাসিকাল নাচ। শিলিগুড়ির যে মায়েদের অন্তরের সৃষ্টিশীল ভাবনা সংসারের আবর্তে রান্নাঘরের চার দেওয়ালে ঘুরপাক খায় এই অনুষ্ঠানে এদিন মঞ্চের খোলা হাওয়ায় তাকে পাখা মেলে উড়তে দেখা গেল। বেজে উঠল মায়েদের মনের মন্দিরে প্রাণের মন্দিরা।

- ছন্দা দে মাহাতো

জলপাইগুড়িতে বিশেষ উৎসব

গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ উৎসব অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে। তিস্তাগুড়ির সহযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পী গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিতা পাঠ করে শোনান কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা রায়চৌধুরী, অনুভব দে, তন্ময় সাহা প্রমুখ। এদিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

–অনসূয়া চৌধুরী

বইটই

অটুট সম্পর্ক

বাংলাদেশের সঙ্গে হালে আমাদের সম্পর্ক কেমন তা সে বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে এমনটা কি বরাবরই? মোটেও নয়। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও ডঃ মধুমিতা মণ্ডল (বেরা) সম্পাদিত দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এই বিষয়টিতেই আলোকপাত করে। এই বইয়ের অবাধ বিচরণ শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি সহ অনেক কিছুতেই। ডঃ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মুক্তিযুদ্ধ ও গণস্বাস্থ্য' বহু অজানা তথ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে।

সঙ্গে থাকুক

কত কিছুই না করার আছে। এমনই ভাবনাকে সঙ্গী করে এবারে উত্তরবঙ্গের লোকশিল্পী-দের নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে নতুন গোল্লাছুট। সূচিতে ঠাঁই পেয়েছেন কুষান সম্রাট বাঁশিনাথ ডাকুয়া, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত গীতা রায়, লোকশিল্পী শান্তিরাম রাভা, বিষহরা সম্রাট রাজকুমার গিদাল, নায়িকা বীণা রায়, ষাইটোল সম্রাজ্ঞী ফুলতি গিদালীর মতো আরও নামীদামি অনেকে। লেখক তালিকায় কমলেশ সরকার, সন্তোষ সিংহ, প্রমোদ নাথ, দীপায়ন ভট্টাচার্য, লাবণ্যপ্রভা বর্মন প্রমুখ। উত্তরবঙ্গের লোকশিল্প যে কতটা পরিপুষ্ট তা মাধবী দাস সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যায় পরিষ্কার। পাশাপাশি, যাঁরা এই শিল্পে জড়িত তাঁদের খুঁটিনাটিও। সংগ্রহে রাখার মতো সংকলন।

মাতৃভাষার জন্য

ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু প্রাণপ্রিয় ভাষাকে আঁকড়ে ধরার সহজ পন্থাটা কি আমাদের জানা আছে? আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত প্রক্ষেপ-এর ভাষা শহিদ শ্রদ্ধার্ঘ্য সংখ্যা সেই চেষ্টাই করল। পবিত্র সরকার, আবদুল মতিন আহমেদ, সুদীপ্ত মাজি, সুদীপ মণ্ডল, তৃপ্তি বিশ্বাসের মতো আরও অনেকের লেখায় পরিপুষ্ট অপূর্বকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা। কর্পোরেট সংস্থাগুলির দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন ভাষা কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে তা চৈতালি ধরিত্রীকন্যার লেখা মানুষ বড় অভ্যাসের দাস লেখাটিতে স্পষ্ট। মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকের লেখাটিও মনোগ্রাহী।

অভিনব সংকলন

হাতির হানা থেকে ছেলেকে বাঁচাতে বাবা বানিয়েছেন রাবারের বর্ম। মানুষের চূড়ান্ত অনুভূতিগুলি অ্যাপে বন্দি। রোবটের জটিলতায় বিড়ম্বিত ভালোবাসা। এমনই অভিনব সমস্ত প্লটকে সঙ্গী করে অপূর্বকুমার চক্রবর্তী দশটি গল্প বুনেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্প সংকলন প্রথম কৃষ্ণচূড়া। অপূর্ব তুফানগঞ্জের বাসিন্দা। রেলের ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলেছেন। ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম। সমাজসেবামূলক কাজের সুবাদে অপূর্ব তাঁর পাশাপাশি আরও অনেকেরই পাশে। সাহিত্য ভালোবাসেন। দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কৃষ্ণচূড়া তাঁর লেখা প্রথম গল্প সংকলন। প্রতিটি গল্পই গভীর ভাবনার ফসল। কঠিন কথাকে সহজভাবে বলতেও শেখায়।

ভাবনার আড়ালে

'ভালোবাসা আঁকড়ে ধরব বলে/ জঠরেই উন্মুক্ত করেছি মুঠোহাত।' জয়ন্তকুমার দত্তের লেখা 'নাভিকুণ্ডল' কবিতার শীর্ষাংশ। আরও বেশ কয়েকটি এমনই কবিতাকে সঙ্গী করে যা প্রকাশিত হয়েছে কবির কৈফিয়তের নামাবলী-তে। জয়ন্ত কোচবিহারের চকচকার বাসিন্দা। শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত। মূলত অঙ্ক শেখান। তবে খুব ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি দারুণ টান। নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখালেখি করেন। বেশ কিছু নামী পুরস্কারে পুরস্কৃত। এ বইয়ের সমস্ত কবিতা জীবনের নানা প্রান্তকে অনায়াসে ছুঁয়ে যায়, আমাদের নানা কাজ নিয়ে প্রশ্নও তোলে। ভাবায়। ঋতুপর্ণা খাটুয়ার আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ সুন্দর।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

নাড্ডার পদে চর্চায় নির্মলা

বিজেপির নজরে মহিলা ভোটব্যাংক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে কাকে বসানো হবে তা নিয়ে এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে চর্চার অন্ত নেই। পদ্মশিবিরের ইঙ্গিত, বিজেপির ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও মহিলা মুখকে ওই পদে আনা হতে পারে। তবে তিনি কে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত তিনটি নাম ভাসছে। তাঁরা হলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন সভানেত্রী ডি পুরন্দেশ্বরী এবং কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের বিধায়ক বনথী শ্রীনিবাসন। তিনজনের নাম নিয়েই বিজেপি এবং আরএসএসের শীর্ষস্তরে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ ভারতে প্রভাব বিস্তারে মরিয়া। যদি শেষমেশ ওই তিন নেত্রীর মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নেওয়া হয় তাহলে যেমন দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা তৈরি হবে, তেমনই মহিলা ভোটব্যাংকেও বড় রকমের থাবা বসানো সম্ভব হবে। যেহেতু আগামী বছর তামিলনাড়ুতে বিধানসভা ভোট, সেক্ষেত্রে দ্রাবিড়ভূমের কাউকে বিজেপি সভাপতি পদে বসানোর ব্যাপারে জোরালো মত শোনা যাচ্ছে। তামিলনাড়ু সহ গোটা দক্ষিণ ভারতেই বিজেপি সাংগঠনিকভাবে এখনও খুব একটা মজবুত নয়। তাই একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা নেত্রীকে জাতীয় সভাপতি করলে, সেটি সাংগঠনিক ও আঞ্চলিক দুই দিক থেকেই কৌশলগত পদক্ষেপ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অতীতে বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, সুষমা স্বরাজ, বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার মতো দাপুটে নেত্রীরা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কাউকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি করা হয়নি। বরং বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করেছেন, বিজেপিতে মহিলাদের কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে মহিলা মুখকে বিজেপির শীর্ষপদে বসিয়ে বিহার বিধানসভা ভোটের আগে চমক দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বস্তুত, পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে সেনা অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর' রেখে মহিলাদের মন পাওয়ার জোরালো চেষ্টা করা হয়েছিল। ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিল সেই লক্ষ্যেই আঘাত হেনেছে। এবার মহিলা মুখকে বিজেপির সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে বিহার তথা দেশের মহিলা ভোটারদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

আরএসএসের একটি সূত্র জানিয়েছে, মহিলারা যেভাবে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন তাতে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মহিলা মুখ বেছে নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত। বিজেপির একাংশও মনে করছে, মহিলা সভানেত্রী পেলে ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়বে দলের। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাঁচদেশীয় সফর থেকে ফিরলে এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত ঘোষণা হতে পারে। বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই নতুন সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে আশা করছেন দলেরই একাংশ। তবে নাড্ডার জায়গায় যদি শেষমেশ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে বেছে নেওয়া হয় তাহলে অর্থমন্ত্রক কে সামলাবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বরাবরই মন্ত্রীসভার 'বিগ ফোর'-এ রদবদলের পক্ষপাতী নন। সেক্ষেত্রে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি মেনে চলা হবে কি না তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে।

দৌড়ে যে তিন নারী

ডি পুরন্দেশ্বরী
এনটি রামা রাওয়ের কন্যা বিজেপির অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। অপারেশন সিঁদুরের পর সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যও ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি রাজামুন্দ্রি লোকসভা আসনের সাংসদ।

নির্মলা সীতারামন
২০১৯ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অত্যন্ত আস্থাভাজন। ২০১৭ সালে দেশের প্রথম পূর্ণসময়ের মহিলা প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। পূর্ণ সময়ের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রীও তিনিই।

বনথী শ্রীনিবাসন
বর্তমানে কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের বিধায়ক। ১৯৯৩ থেকে বিজেপিতে। বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হয়েছিলেন তিনি। ২০২২-এ দলের সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটির প্রথম তামিল মহিলা সদস্য হন।

এআই-এর বিরুদ্ধে আর্থিক তথ্য হাতানোর অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : নয়া অভিযোগ এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অজুহাতে মৃত যাত্রীদের পরিবারের কাছ থেকে জোর করে ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য ও বিবৃতি আদায় করার অভিযোগ উঠেছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত যাত্রীদের পরিবার অভিযোগ করে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আগে তাদের কাছ থেকে জোর করে আর্থিক তথ্য ও বিবৃতি আদায় করা হচ্ছে। যদিও এয়ার ইন্ডিয়ার বক্তব্য, বিতর্কিত প্রশ্নমালা শুধুমাত্র পরিবারিক সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য, যাতে ঠিক পরিবার ক্ষতিপূরণ পায়।

এক বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, 'আমরা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া মেনে চলছি ঠিকই, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী সবরকম সহযোগিতাও করছি।' সংস্থা আরও জানিয়েছে, সেই ফর্ম ইমেল বা সরাসরি জমা দেওয়া যায় এবং কাউকে কোনও জোর করা হয়নি। মৃতদেহ সৎকার, রাখার ব্যবস্থা ও অন্যান্য কাজে সহায়তার জন্য বিশেষ কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের দাবি, ৪৭টি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৫৫টি পরিবারের কাগজপত্র তৈরির কাজ চলছে।

দলাই লামা ভারতকে বার্তা চিনের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : তিব্বত বা দলাই লামা সম্পর্কিত কোনও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ভারতের সতর্ক হওয়া উচিত। শুক্রবার দিল্লিকে এমনই 'পরামর্শ' দিয়েছেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং। সম্প্রতি চিনের আপত্তি উড়িয়ে নিজের উত্তরসূরি বাছতে 'গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট'-কে দায়িত্ব দিয়েছেন চতুর্দশ দলাই লামা। পরবর্তী দলাই লামা যে ভারত থেকে হবেন সেই ব্যাপারে কয়েক বছর আগেই ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। ভারতও যে দলাই লামার সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দিচ্ছে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এই ইস্যুতে ভারতের অবস্থানের বিরোধিতা করেছে চিন। মাও নিংয়ের মতে, ভারত দলাই লামাকে সমর্থন করলে চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তার গভীর প্রভাব পড়বে। তাঁর কথায়, 'চতুর্দশ দলাই লামার চিন-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব সম্পর্কে ভারতের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। জিজাং (তিব্বতের চিনা নামকরণ) সম্পর্কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে চলা উচিত।'

সতীর্থদের মারে মৃত্যু পড়ুয়ার

চেন্নাই, ৪ জুলাই : সরকারি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র সহপাঠীদের হাতে মার খেয়ে মারা গেল বলে অভিযোগ। তার 'অপরাধ' সে ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছিল। ঘটনায় আটক হয়েছে দুই নাবালক। তাদের জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে। মৃত ছাত্র আদিত্য তামিলনাড়ুর ইরোডের বাসিন্দা। খবর, ওইদিন সকালে আদিত্যর বাবা ছেলেকে স্কুলের সামনে নামিয়ে দিলেও সে বিদ্যালয়ে না ঢুকে দুই সহপাঠীর সঙ্গে অন্যত্র যায়। সন্ধ্যাবেলায় স্কুলের সামনে রাস্তায় তাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আদিত্যর বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মেজাজটাই তো আসল রাজা...

লন্ডন, ৪ জুলাই : ডার্টি পার্টি বলা যাবে না! কারণ, বিলাসী বিশিষ্টদের ওই পার্টিতে ছিলেন ক্রিস গেইলের মতো ক্রীড়াবিদ ও নানা দেশের খ্যাতনামা পুরুষ ও মহিলারা। সেই পার্টিতেই তুরীয় মেজাজে ধরা দিলেন ভারতের দুই ফেরারি ঋণখেলাপি ললিত মোদি ও বিজয় মালিয়া।

ভারতের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বহু কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা শোধ না করার অভিযোগ রয়েছে মোদি ও মালিয়ার বিরুদ্ধে। হাজতবাস এড়াতে দেশ থেকে পালিয়ে দু'জনেই আত্মগোপন করে রয়েছেন বিলেতের আস্তানায়। ঋণ খেলাপ এবং আইন-আদালতের চোখরাঙানিকে থোড়াই কেয়ার করে তাঁরা যে দিব্যি আছেন খোশমেজাজে, সেটাও স্পষ্ট। সম্প্রতি এক পার্টিতে ললিতকে দেখা গিয়েছে 'আই ডিড ইট মাই ওয়ে' গাইতে গাইতে হুল্লোড়ে মাততেও।

মেজাজটাই যে আসল রাজা, তা ধরা পড়েছে ললিতের উদাত্ত গলায়। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কোমর দুলিয়ে তিনি বলেই ফেলেন, 'বিতর্কিত? তো! এটাই তো আমার স্টাইল!' কথা বলতে বলতেই গলা জড়িয়ে ধরেছেন বিজয় মালিয়ার। জবাবে কান এঁটো করা হাসিতে সম্মতি জানিয়েছেন প্রাক্তন কিংফিশার কর্তাও।

গত ২ জুলাই গ্রীষ্মের রাতে লন্ডনে ললিতের বিলাসবহুল বাসভবনে আয়োজিত রাজকীয় ওই পার্টিতে অতিথি-অভ্যাগতরা তখন ব্যস্ত ললিত-বিজয়ের ঐতিহাসিক যুগলবন্দিকে ক্যামেরায় ধরে রাখতে। পার্টিতে সেদিন হাজির ছিলেন ৩১০ জন। দুই হাইপ্রোফাইল ফেরারি ঋণখেলাপির সঙ্গে গদগদ হয়ে ছবি তুলেছেন তাঁদের অনেকে। সেসব দেখা গিয়েছে দেড় মিনিটের ভাইরাল ভিডিওতে।

ভিডিওটা পোস্ট করেন ললিত নিজেই। তাতে লেখেন, 'আশা করি এই ভিডিও ইন্টারনেট ভাঙবে না... বিতর্কিত তো বটেই, কিন্তু এটাতেই তো আমার খ্যাতি!' তবে শেষরক্ষা হয়নি এই যা।

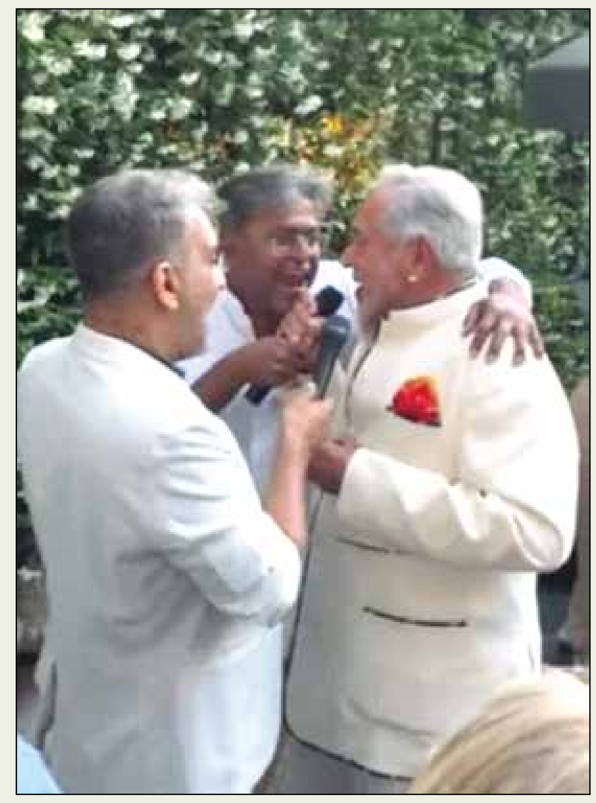

লন্ডনে মস্তি ফেরার ললিত-মালিয়ার

ইমপিচমেন্টে সায় বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে মৌখিকভাবে সায় দিয়েছে বিরোধীরা। আগামী ২১ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সেই অধিবেশনে ওই প্রস্তাব আনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

রিজিজু বলেন, 'এটা বিচারবিভাগের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সরকার চায়, সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে থাকুক এই ইস্যুতে।' তিনি জানান, প্রস্তাবটি লোকসভা না রাজ্যসভায় আনা হবে, তা এখনও স্থির হয়নি। লোকসভায় প্রস্তাব আনতে অন্তত ১০০ জন সাংসদের স্বাক্ষর প্রয়োজন। রাজ্যসভায় ৫০ জনের সমর্থন হলেই প্রস্তাব আনা যায়। সরকারের তরফে প্রস্তাব আনার পর তার সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হবে বলে রিজিজু জানান। বিচারপতিদের অপসারণ সংক্রান্ত ১৯৬৮ সালের আইন অনুযায়ী, সংসদের যে কক্ষে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব গৃহীত হবে, সেই কক্ষের অধ্যক্ষ একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে সুপ্রিম কোর্ট একজন বিচারপতি বা প্রধান বিচারপতি, দেশের ২৫টি হাইকোর্টের মধ্যে একটির প্রধান বিচারপতি এবং একজন স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞকে রাখা হবে।

শাহি ইদগাহতে ধাক্কা হিন্দুপক্ষের

প্রয়াগরাজ, ৪ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের শাহি ইদগাহ মসজিদকে 'বিতর্কিত সৌধ' হিসেবে গণ্য করল না এলাহাবাদ হাইকোর্ট। শুক্রবার হাইকোর্ট জানিয়েছে, সৌধটিকে মসজিদ হিসেবেই গণ্য করা হবে।

মসজিদটিকে 'বিতর্কিত সৌধ' হিসেবে দেখানোর দাবিতে কিছুদিন আগে হিন্দুপক্ষের তরফে মামলা করা হয়। আবেদনটিকে হলফনামা দিয়ে সমর্থন করেছিলেন অ্যাডভোকেট মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং। অন্যদিকে, মুসলিমপক্ষ লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করে জানায়, সৌধটি মসজিদ। এতে কোনও সংশয় নেই। কোনওভাবেই যেন মসজিদের স্বীকৃতি বদলানো না হয়।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রামমনোহর নারায়ণ মিশ্রের এজলাসে মামলার শুনানিতে বিচারপতি হিন্দুপক্ষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি মুসলিমদের আপত্তিকে গুরুত্ব দেন। মসজিদটিকে বিতর্কিত সৌধ হিসেবে চিহ্নিত করেননি। আধ্যাত্মিক শহর হিসেবে মথুরার নাম আছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায়। এদিকে মন্দির চত্বরেই শাহি ইদগাহ মসজিদ। ইতিহাসবিদদের একাংশের দাবি অনুযায়ী, প্রাচীন কেশবনাথ মন্দির ভেঙে ঔরঙ্গজেব মসজিদটি তৈরি করেছিলেন।

ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে মোদির মুখে বিহার

পোর্ট অফ স্পেন, ৪ জুলাই : প্রায় প্রতিটি বিদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে প্রবাসী ভারতীয়দের উন্মাদনার নানা খণ্ড দৃশ্য সংবাদমাধ্যমে জায়গা করে নেয়। চলতি ৫ দেশীয় সফরও যার ব্যতিক্রম নয়। ঘানায় মোদিকে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রে স্বাগত জানিয়েছিলেন সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়রা। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সফর জুড়েও দেখা গেল সেই ভারত-স্পর্শ। পোর্ট অফ স্পেন বিমানবন্দরের বাইরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বেশ কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জড়ো হয়েছিলেন। ক্যারিবিয়ান দ্বীপদেশের মাটিতে পা দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে সরব হলেন মোদি। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সঙ্গে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাচীন যোগাযোগের কথা মনে করিয়ে দিলেন। বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে যা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কমলাপ্রসাদ বিসেসরকে 'বিহার কি বেটি' সম্বোধন করেন মোদি। তাঁর কথায়, 'কমলাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা আদতে বিহারের বক্সার জেলার বাসিন্দা। সবাই তাঁকে বিহার কি বেটি সম্বোধন করেন। তিনি নিজেও বিহারে গিয়েছিলেন। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে বিহারের নাড়ির টান রয়েছে।' ব্রাত্য থাকেনি উত্তরপ্রদেশ। এদিন ত্রিনিদাদ ও টোবাগোকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের একটি রেপ্লিকা এবং সরযু নদীর পবিত্র জল উপহার দিয়েছেন মোদি। জানিয়েছেন, রাম মন্দির তৈরির সময় ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা জল এবং শিলা পাঠিয়েছিলেন। সেই কথা মনে রেখে ভারতের তরফে দ্বীপদেশের জন্য রাম মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং পবিত্র জল নিয়ে এসেছেন তিনি।

চলতি সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'দ্য অর্ডার অফ দ্য রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো' তুলে দেওয়া হবে। সেদেশের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন কাঙ্গালাও এবং প্রধানমন্ত্রী কমলাপ্রসাদ বিসেসরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন মোদি। বাণিজ্য, পর্যটন, পরিবেশ, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহ নানা বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। শনিবার ত্রিনিদাদ ও টোবাগো থেকে আর্জেন্টিনার উদ্দেশে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী।

রাম মন্দির-রেপ্লিকা উপহার, জল্পনা বিদেশ বার্তা নিয়ে

প্রথম সাক্ষাতে একে অপরকে সম্বোধন দুই রাষ্ট্রনেতার।

> কমলাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা আদতে বিহারের বক্সার জেলার বাসিন্দা। সবাই তাঁকে বিহার কি বেটি সম্বোধন করেন। তিনি নিজেও বিহারে গিয়েছিলেন। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে বিহারের নাড়ির টান রয়েছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

দাবি ভারতীয় সেনাকর্তার

সীমান্ত এক কিন্তু প্রতিপক্ষ তিন

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : অপারেশন সিঁদুরের সময় সীমান্তের ওপারে ভারতকে একসঙ্গে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল বলে দাবি করলেন ভারতীয় সেনার এক কর্তা। শুক্রবার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ (কেপেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাসটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং জানিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় সীমান্তে একসঙ্গে তিন শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে ভারতকে। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সামনে ছিল। চিন তাদের সমস্ত সম্ভাব্য সমর্থন দিচ্ছিল। তুরস্কও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।'

বণিক সংগঠন ফিকি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিং দাবি করেন, 'ডিজিএমও পর্যায়ের কথা যখন চলছিল, তখন আমরা কীভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি সেই তথ্য পাকিস্তান জানিয়ে দিয়েছিল। তারা চিনের কাছ থেকে আমাদের গতিবিধির খোঁজখবর পাচ্ছিল।' চিন কীভাবে পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে, সেই তথ্যও জানান সেনাকর্তা। তাঁর কথায়, 'আপনারা যদি পরিসংখ্যান দেখেন তাহলে দেখবেন, চিন লাগাতার পাকিস্তানকে সহায়তা করেছে। গত পাঁচবছরে পাকিস্তানের ৮১ শতাংশ যুদ্ধাস্ত্রের সরঞ্জাম চিনের থেকে এসেছিল। চিন তাদের সমস্ত অস্ত্রের পরীক্ষা করে পাকিস্তানে। কাজেই পাকিস্তান চিনের সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রের জীবন্ত গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা কোথায় কী মোতায়েন করে রেখেছি তার লাইভ আপডেট চিনের থেকে পেয়েছিল পাকিস্তান। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমাদের সত্যিই আরও দ্রুত এগোনো দরকার এবং যথাযথ পদক্ষেপ করা উচিত।'

চিনের পাশাপাশি তুরস্কও যে পাকিস্তানের দুঃসময়ের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, সেই তথ্য জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। তিনি বলেন, 'তুরস্কও পাকিস্তানকে সমস্ত রকমের সমর্থন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা পাকিস্তানকে বের্‌যাক্তার দিয়েছিল। সংঘাতের সময় আরও অনেক রকমের ড্রোন আসতে দেখেছি আমরা।' অপারেশন সিঁদুরের পর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেন তায়েপ এর্দোগানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। অপারেশন সিঁদুর থেকে তাঁরা শিক্ষা নিয়েছেন বলেও জানান সেনাকর্তা। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতের আকাশপথে প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। সংঘাতের সময় ভারতের সমস্ত জনবসতি এলাকাকে সুরক্ষিত করা যায়নি।

> পাকিস্তান সামনে ছিল। চিন তাদের সমস্ত সম্ভাব্য সমর্থন দিচ্ছিল। তুরস্কও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
>
> **রাহুল আর সিং**
> *ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ*

কংগ্রেসে পাশ ট্রাম্পের বিগ, বিউটিফুল বিল

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই : সেনেটের পর এবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে পাশ হয়ে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজস্ব এবং ব্যয় সংক্রান্ত অর্থ বিল। যাকে বিগ বিউটিফুল বিল বলে দাবি করেছিলেন তিনি। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ায় আমেরিকার রাজনীতিতে ট্রাম্পের হাত আরও শক্ত হল বলে মনে করা হচ্ছে। ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের দিন বিলে সই করে সেটিকে আইনে পরিণত করবেন প্রেসিডেন্ট। তবে উচ্চকক্ষের মতো কংগ্রেসের নিম্নকক্ষেও বিলটি কড়া বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে রিপাবলিকান পার্টির একাধিক সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

বিলের পক্ষে ২১৮টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে ভোট দেন ২১৪ জন কংগ্রেস সদস্য। মাত্র ৪ ভোটে বিলটি পাশ হওয়ায় শাসকদল রিপাবলিকান পার্টির নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও এই বিল মার্কিন অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে নানা মহলে।

পাশ হওয়া বিলে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি থেকে যেভাবে বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের কথা বলা হয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মার্কিনী স্বাস্থ্য প্রকল্পের বাইরে চলে যাবেন।

সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবেন প্রতিবন্ধীরা। আমেরিকায় বিতর্ক হলেও বিলটি আইনে পরিণত হলে সুবিধা হবে সেদেশে বসবাসকারী বিদেশি কর্মীদের। আয়ের বড় অংশ নিজেদের দেশে পাঠান তাঁরা। যার পোশাকি নাম 'রেমিটেন্স'। প্রস্তাবিত বিলে রেমিটেন্সের ওপর ৫ শতাংশ হারে করের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে বিলটি পাশ হয়েছে তাতে এই হার মাত্র ১ শতাংশ রাখা হয়েছে। এর ফলে আমেরিকায় কর্মসূত্রে থাকা কয়েকলক্ষ ভারতীয়র সুবিধা হবে।

ধুলো, হাতকড়ায় যাত্রা শেষ বিশালের

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই : আমেরিকার নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বন্দর। এক ভারতীয় তরুণকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেছেন জনাকয়েক অভিবাসন আধিকারিক। হাতকড়া পরা তরুণ ছটফট করতে করতে বলছেন, 'আমি পাগল নই।' অন্য এক ভারতীয় বিমানযাত্রীর তোলা ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছিল। ভিডিওতে দেখা যাওয়া তরুণের নাম বিশাল। হরিয়ানার কৃষক পরিবারের ছেলে বিশাল দেশে ফিরে বিদেশযাত্রার করুণ গল্প শুনিয়েছেন। ডলার রোজগারের স্বপ্ন নিয়ে এদেশ থেকে প্রতি বছর যে হাজার হাজার মানুষ বেআইনিভাবে আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁদের বড় অংশকে কোন পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তা ২৭ বছর বয়সি হরিয়ানভি তরুণের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গিয়েছে।

নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে তাঁর ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর নানা মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল, তিনি একজন পড়ুয়া। বর্তমানে হরিয়ানার নন্দগড়ের বাড়িতে থাকা বিশাল স্বীকার করেছেন তিনি পড়ুয়া হিসাবে নন, অবৈধ অভিবাসী হিসাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে যাওয়ার জন্য পৈতৃক জমি বিক্রি করে এক দালালকে ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা বিশাল। গতবছর এপ্রিলে ভারত থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর। প্রথমে দিল্লি থেকে যান ইতালির ভেরেনা। সেখান থেকে রোম হয়ে ব্রাজিল। ব্রাজিল থেকে তাঁকে কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা এবং কলম্বিয়ার মধ্য দিয়ে পানামা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ব্রাজিল থেকে পানামা পর্যন্ত যাত্রাপথের সিংহভাগই ছিল ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথে। তখন জঙ্গলের মধ্যে বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন বিশাল।

তাঁর কথায়, 'আমি পানামায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চারদিন হেঁটেছি, তিনবার পাহাড়ে চড়েছি, নদী পেরিয়েছি, রাতে বন্যপ্রাণীর গর্জন শুনেছি। জানি না, কীভাবে বেঁচে ছিলাম। পথে আমি বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি।' পানামা থেকে তাঁকে মেক্সিকোতে নিয়ে যাওয়া হয়। মেক্সিকোয় এক দালাল চক্র তাঁকে ২ মাস আটকে রেখেছিল। সেখান থেকে পালিয়ে অন্য এক দালালকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। সীমান্তে ধরা পড়ার পর তাঁকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ১০ মাস টেক্সাসের একটি জেলে রাখা হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দর দিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানোর সময় বিশালের ভিডিওটি ভাইরাল হয়।

বাড়ি ফিরে তরুণের উপলব্ধি, 'বিদেশে যেতে হলে আইনি পথে যাও। অবৈধ পন্থা নিও না। নয়তো দালালরা তোমার জীবন ধ্বংস করে দেবে।'

জমি বিক্রির টাকায় আমেরিকা

বিধ্বস্ত হিমাচলে মৃত বেড়ে ৬৯

সিমলা, ৪ জুলাই : মুষলধারায় বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচলপ্রদেশ। গত দু'সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা বৃষ্টি থামছেই না। বৃষ্টির সঙ্গে হড়পা বান, ধসে জেরবার জনজীবন। প্রায় একপক্ষকাল ধরে অব্যাহত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ। ধ্বস্ত পরিকাঠামো। সব মিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা হিমাচলের। সম্পত্তি ক্ষতির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকারও বেশি দাঁড়িয়েছে।

চলতি দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মান্ডি জেলা। হড়পা বান এখানে বীভৎস আকার নিয়েছে। হড়পার তোড়ে জেলার অধিকাংশ বাড়ি ধসে গিয়েছে। বাড়ি ভেসে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। শুধু জীবনহানিই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিপুল সম্পত্তি। বানের স্রোতে ভাসছে গাড়ির পর গাড়ি। এই পরিস্থিতিতেও সেনা, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ একযোগে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নিখোঁজদের সন্ধানের বিষয়টি।

সরকারের এক সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যে জলের তোড়ে ১৪টি সেতু ভেঙেছে। মৃত্যু হয়েছে ৩০০ গবাদিপশুর। রাজ্যজুড়ে ৫০০ রাস্তা বন্ধ। বেশ কিছু রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। জলে ভাসছে বহু রাস্তা।

প্রেমিকাকে খুন

বারাণসী, ৪ জুলাই : বিয়ের জন্য চাপ দিতেন প্রেমিকা। চাইতেন টাকাও। বিরক্ত হয়ে প্রেমিকাকে খুন করলেন তরুণ। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর ঘটনা। মৃত তরুণী অলকা বিন্দ (২২) বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তরের ছাত্রী ছিলেন। পরিবার জানিয়েছে, বুধবার সকালে কলেজে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান অলকা। থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার বারাণসীর মির্জামুরাদ এলাকার একটি ধাবায় তাঁর গলা কাটা দেহ মেলে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রেমিক সাহেবকে। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত।

বাংলার বাইরে বাংলাটা ঠিক আসে না?

বাঙালিকে অপমান! বিতর্কে বুম্বা

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : পর্দায় কখনও তিনি দুঁদে পুলিশ অফিসার 'প্রবীর চৌধুরী', কখনও আবার 'ভবানী পাঠক'। ফিরেছেন 'জাতিস্মর' হয়েও। মহানায়ক উত্তমকুমারের পর একমাত্র তিনিই বোধহয় বাঙালিকে এতদিন সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছেন। সকলের প্রিয় সেই 'বুম্বাদা' মানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ঘাড়েই এখন বাংলা ভাষাকে হেয় করার ভয়ংকর অভিযোগ, যা নিয়ে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। ভাইরাল ভিডিও দেখে ধেয়ে আসছে নানা তির্যক মন্তব্য। সত্যিই কি এটা প্রাপ্য ছিল বাঙালির! উঠছে এমন প্রশ্নও।

চলতি সপ্তাহের গোড়ার কথা। মায়ানগরী মুম্বইয়ে 'মালিক' ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রসেনজিৎ। পাশে তখন বাংলার 'জামাই' অভিনেতা রাজকুমার রাও, ছবির পরিচালক পুলকিত ও আরও অনেকে। এক বাঙালি সাংবাদিক প্রসেনজিতের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়লেন, 'প্রবীর রায়চৌধুরী'র ধারা কি 'মালিক'-এও অব্যাহত থাকবে? প্রশ্নটা না ফুরোতেই সাংবাদিকের মুখের কথা কেড়ে নিলেন বাঙালি অভিনেতা। পালটা জানতে চাইলেন, 'বাংলায় প্রশ্ন করার দরকার কী?'

বাঙালির আঁতে ঘা লেগেছে এখানেই। যে বাংলা ভাষা তাঁকে পরিচিতি দিল, সেই বাংলা ভাষাকেই কি না অগ্রাহ্য! এই পর্যন্ত হলেও বোধহয় লঙ্কাকাণ্ড বাধত না। আসল কেলেঙ্কারি তারপর। বুম্বাদা ওই সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য নিলেন ইংরেজি আর হিন্দির। আর তাতেই রে-রে করে উঠেছে বাঙালি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভাশিস চৌধুরী যেমন লিখেছেন, এআর রহমানকে হিন্দিতে প্রশ্ন করলে উনি স্টেজ থেকে নেমে যান। মজার ছলে হলেও সাংবাদিককে বলেন, 'হিন্দিতে প্রশ্ন করলে স্টেজে উঠবেন না'। এদিকে বাংলার সুপারস্টারকে বাংলায় প্রশ্ন করা হলে উনি বলেন,

মুম্বইয়ে ট্রেলার লঞ্চের সেই বিতর্কিত মুহূর্তে।

'বাংলায় কেন কথা বলতে হবে?' তফাতটা এখানেই। ওরা পারে, আমরা পারি না।

প্রসেনজিতের এমন আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বাংলাপক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'এতদিন বাংলাকে ব্যবহার করে নিজের কেরিয়ারের শীর্ষে পৌঁছোলেন, আর এখন বাংলা ভাষাকেই অপমান করছেন। আসলে উনি ওঁর জাতিসত্তা ভুলে হীনম্মন্যতায় ভুগছেন।'

কী সাফাই দিচ্ছেন প্রসেনজিৎ? জানতে তাঁর ম্যানেজার এবং জনসংযোগ আধিকারিককে মেসেজ করা হলেও বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। 'দাদা কোনও মন্তব্য করবেন না' বলেই ফোন কেটে দিয়েছেন একজন।

প্রসেনজিৎ মানেই সুপারস্টার। প্রসেনজিৎ মানেই ইন্ডাস্ট্রি। সেই প্রসেনজিৎ এমন বিতর্কে জড়ালেও ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশই কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন। কথা হচ্ছিল অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর মনে হয়, 'যে মানুষটা বাংলা সিনেমার জন্য নিজের গোটা জীবনটা উৎসর্গ করেছেন, তিনি বাঙালিকে হেয় করতে চান- এটা হতেই পারে না। জায়গাটা মুম্বই বলেই হয়তো তাঁর মনে হয়েছে, বাংলায় কথা না বলে অন্য ভাষায় কথা বলা যেতে পারে।'

একই মত তরুণ পরিচালক নির্ঝর মিত্রের। নির্ঝরের কথায়, 'আমি ভিডিওটা দেখেছি। আমার মনে হয়নি, উনি বাংলা ভাষাকে কোথাও ছোট করতে চেয়েছেন।'

সাংবাদিকের বাংলা প্রশ্নে প্রসেনজিৎ যখন বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন, তখন সেখানে 'মুশকিল আসান' হয়ে ওঠেন রাজকুমার। তিনিই সাংবাদিকের বাংলা প্রশ্নের হিন্দি অনুবাদ করে শোনান বাংলার সুপারস্টার ও দর্শকদের। তাতেই হাততালিতে মুখরিত হয় গোটা ঘর। নেটনাগরিকদের কটাক্ষ, রাজকুমার বাঙালি নন। কিন্তু তবুও তিনি যেভাবে বাংলার কদর করলেন, তার সিকিভাগও পারলেন না প্রসেনজিৎ।

ফেসবুকে নাজিয়া সুরহ হুদা যেমন মন্তব্য করেছেন, 'বাঙালি সাংবাদিক বাংলায় প্রশ্ন করায় বিব্রত হলেন বাঙালি নায়ক। এদিকে, ভিন্নভাষী নায়ক বাংলা প্রশ্ন বাকি সবার জন্য অনুবাদ করে দিলেন! বুম্বাদা নিজের বাঙালি সত্তা নিয়ে বড়ই লজ্জিত। আহারে!'

এই ঘটনার অন্যরকম ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে। বিতর্কিত মন্তব্য করে রোষানলে পড়তে চাইছেন না বুম্বার বহু সহ অভিনেতা। তবে এক বর্ষীয়ান অভিনেতার খোঁচা, 'পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে বম্বের দালালি করতেই হয়। নইলে ওখানে ভাত জুটবে না।'

সত্যিই কি তাই? বলিউডে পা রাখার ক্ষেত্রে বাংলাকে অপমান করাই যদি শেষ অস্ত্র হয়, তবে বাঙালির কপালে দুঃখের শেষ নেই।

ইকো জোনে সুইমিং পুল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৪ জুলাই : গরুমারা জঙ্গলের ইকো সেনসিটিভ জোনে বিনা অনুমতিতে সুইমিং পুল তৈরির অভিযোগ উঠল একটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হতেই তড়িঘড়ি ওই সুইমিং পুলের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে বন দপ্তর। যদিও অনুমতি নিয়েই আগামীতে সুইমিং পুল তৈরি করা হবে বলে দাবি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা। জঙ্গলের গা ঘেঁষে ইকো সেনসিটিভ জোনে সুইমিং পুল তৈরি হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন।

লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে লাটাগুড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজের ঠিক শেষে ডান হাত ঘেঁষে লাটাগুড়ির জঙ্গল লাগোয়া বিচাভাঙ্গা বনবস্তিতে একটি বেসরকারি রিসর্ট গজিয়ে উঠেছে। স্থানীয় এক বনবস্তিবাসীর কয়েক বিঘা পাট্টা জমি লিজ নিয়ে ওই রিসর্ট তৈরি করে বেশ কয়েক বছর ধরে চালাচ্ছেন কলকাতার এক ব্যবসায়ী। অভিযোগ, দিনকয়েক আগে এই রিসর্টে সুইমিং পুল তৈরির জন্য মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করেছেন ওই ব্যবসায়ী। জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় এই রিসর্টে মাঝেমধ্যেই হাতি চলে আসে। দিন কয়েক আগেও এই রিসর্টে ঢুকে একটি কুকুরকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। তাছাড়া গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়ে এই রিসর্ট। অথচ এখানে সুইমিং পুল তৈরির জন্য ন্যূনতম কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি রিসর্ট কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুবল পাইক জানান, সুইমিং পুল তৈরি করতে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু রিসর্ট কর্তৃপক্ষ কোনও প্রকার অনুমতি আমাদের কাছ থেকে নেয়নি। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল জানান, বন দপ্তরের তরফে আপাতত বিনা অনুমতিতে হওয়া ওই সুইমিং পুল তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রিসর্টের মালিক আমিরুল ইসলাম টেলিফোনে বলেন, 'সুইমিং

রিসর্টে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করল বন দপ্তর

পুলের জন্য কোনও কংক্রিটের নির্মাণ হবে না। শুধুমাত্র গর্ত করে রেডিমেড একটি সুইমিং পুল এনে এখানে স্থাপন করা হবে। এজন্য যে অনুমতির প্রয়োজন, তা জানা ছিল না। তবে এরপর অনুমতি নিয়েই আগামীতে কাজ করা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। ডুয়ার্সের বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী শ্যামাপ্রসাদ পাণ্ডের আশঙ্কা, সুইমিং পুল তৈরি হলে এই রিসর্টে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে। সুইমিং পুলে হইহুল্লোড়ে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে।

তৃণমূল নেতার যাবজ্জীবন

মালদা, ৪ জুলাই : গত বিধানসভা ভোটে বাবা-মা বিজেপি প্রার্থীর হয়ে সক্রিয়ভাবে প্রচারে নেমেছিলেন। আর তাই ভোটের পর বদলা নিতে ওই দম্পতির নয় বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল এলাকার তৃণমূল কর্মী তথা এক প্রাক্তন শিক্ষক রফিকুল ইসলাম ওরফে ভেলু। কিন্তু ধরাও পড়ে যায় অভিযুক্ত। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত হয়। সেই তদন্তের চার্জশিটের ভিত্তিতে মালদা আদালতে মামলা চলে। দীর্ঘ ৪৮ মাস পর গত বুধবার মালদার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (সেকেন্ড কোর্ট) অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শুক্রবার অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন বিচারক।

ভোট-হিংসার প্রথম সাজা

শুক্রবার সাজা ঘোষণার পর আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে সিবিআইয়ের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র বলেন, 'একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে ৬ লক্ষ টাকা এবং আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই দুই টাকাই পাবে নির্যাতিতা নাবালিকা।' সিবিআইয়ের আইনজীবী দাবি করেন, 'ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় এই রাজ্যে প্রথম সাজা ঘোষণা হল।' অভিযুক্ত প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন অতিরিক্ত দায়রা আদালত (সেকেন্ড কোর্ট)-এর বিচারক রাজীব সাহা।

পুণ্যের পথে।। জম্মু-কাশ্মীরের বালতালে অমরনাথ যাত্রীরা। শুক্রবার। -পিটিআই

গবেষকদের দাবি

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : প্রশাসনিক জটিলতায় প্রায় দু'বছর ধরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-র কোর্সওয়ার্কে ভর্তি বন্ধ। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন বহু ছাত্রছাত্রী। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্সওয়ার্কে ভর্তি চালু থাকায় গবেষণার সুযোগ পেতে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন তাঁরা। ফলে মেধা হারাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। দ্রুত কোর্সওয়ার্ক পুনরায় চালুর দাবিতে শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে দাবিপত্র পেশ করলেন ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের একাংশ। আন্দোলনকারীদের পক্ষে হরিপদ সিংহ বলেন, 'দ্রুত কোর্সওয়ার্ক চালুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যা যা পদক্ষেপ করার করতে হবে।' ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাসের কথা, 'যাতে দ্রুত কোর্সওয়ার্ক শুরু করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

উচ্ছেদের নোটিশ

প্রথম পাতার পর

তবে অধিগ্রহণের আগে সবাইকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল। সেইমতো সরকারি স্তরে আলোচনার পর জেলা শাসকের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যে জায়গা খোঁজা হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে চম্পাসারি পার করে একটি এলাকায় পুনর্বাসনের জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই জমিতে ঢোকার রাস্তা খুবই সংকীর্ণ এবং ভাঙাচোরা ছিল। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। শিলিগুড়ি পুরনিগম বিষয়টির মধ্যস্থতাকারী সংস্থার ভূমিকায় রয়েছে। পুরকর্তারাও জমিটি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপরেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ওই জমিতে যাওয়ার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছে।

এরই মধ্যে বাঘা যতীন কলোনির ওই পরিবারগুলিকে সাতদিনের মধ্যে এলাকা ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। নয়তো তাদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, এরপর থেকেই আতঙ্কে ভুগছিলেন এলাকার মানুষজন। তাঁদের মধ্যে সুরেশও ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত আটটা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান সুরেশ। রাতভর পরিবার এবং পরিজনরা তাঁর খোঁজ করেও হদিস পাননি। শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ মহানন্দার জলে একটি মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয়রা ভক্তিনগর থানায় খবর দেন। ভক্তিনগর থানার পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করলে দেখা যায় মৃতদেহটি সুরেশের।

বাড়িতে ওই ব্যক্তির স্ত্রী রয়েছেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা শিপ্রা বর্মনের বক্তব্য, 'উনি কালকেও বারবার বলছিলেন, এভাবে উচ্ছেদের নোটিশ দিল। আমাদের কোনও পুনর্বাসন দিল না। উনি চিন্তায় ছিলেন। প্রশাসনের কেউ আমাদের কিছু জানাচ্ছে না। এভাবে হঠাৎ উঠে যেতে বললে কী করে হবে। আমরা পরিবার নিয়ে কোথায় যাব।'

ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'ওই এলাকার মানুষদের পুনর্বাসনের জন্যে জেলা শাসক ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি জায়গা দেখেছেন। সেখানে ঢোকার রাস্তা নিয়ে সমস্যা ছিল। সেটাও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তৈরি করে দিচ্ছে। রাস্তা হয়ে গেলেই পাট্টা দিয়ে দেওয়া হবে। এই মৃত্যুর সঙ্গে উচ্ছেদের সম্পর্ক নেই।'

ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত

কিশনগঞ্জ, ৪ জুলাই : কিশনগঞ্জে শিক্ষকের সঙ্গে স্কুল ছাত্রীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এই অভিযোগে জেলা শিক্ষা আধিকারিক নাসির আহমেদ অভিযুক্ত শিক্ষককে বৃহস্পতিবার রাতে সাসপেন্ড করেন। জানা গিয়েছে, ওই ভিডিও বুধবার ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি একজন প্রাক্তন ছাত্র ছড়িয়েছে বলে অভিযুক্ত শিক্ষক তাকে মারধর করে বলেও অভিযোগ।

বাজেয়াপ্ত গাঁজা

কিশনগঞ্জ, ৪ জুলাই : বৃহস্পতিবার ভোররাতে কিশনগঞ্জ জেলার ঠাকুরগঞ্জ থানার পুলিশ মানিকপুর গ্রামের কাছে একটি চার চাকার গাড়ি থেকে ১৭২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। থানার আইসি মকসুদ আলম আশরফি জানান, ঠাকুরগঞ্জ-বিধাননগর রুট দিয়ে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা বিহারে পাচার হয়ে চলেছে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে নাকা চেকিং করার সময় ওই পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়। গাড়ির চালক ও পাচারকারীরা পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ধুঁকছে উত্তরের উচ্চশিক্ষা

প্রথম পাতার পর

১৭ বছরে মাত্র একবারই ন্যাকের দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। আর আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম পরিকাঠামোও এখনও তৈরি হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ন্যাকের মূল্যায়নের প্রশ্ন নেই।

জীববৈচিত্র্যে ভরা উত্তরবঙ্গকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলা হয়। উত্তরের জেলাগুলি গবেষণার রসদে পরিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও উত্তরের নিজস্ব বিষয় নিয়ে গবেষণা যে সেভাবে এগোয়নি, শিক্ষকদের একটা বড় অংশই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় গত এক দশকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক বিশেষ কোর্স। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার দিলীপকুমার সরকারের বক্তব্য, 'সময়ের দাবি মেনে পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম পরিবেশে একাধিক আইটি হাব গড়ে উঠতে পারত। পর্যটন, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে চাকরিমুখী কোর্স যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই চালু করতে পারে। কর সংক্রান্ত কোর্সের চাহিদাও এখন তুঙ্গে। এসব নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু প্রথাগত ডিগ্রির সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে চাকরি পাওয়া কঠিন। পরিকল্পনার অভাবে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি থমকে গিয়েছে।'

জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এখনও প্রশাসনিক জটিলতা না কাটায় ছাত্রছাত্রীদের ভিনজেলায় দৌড়োতে হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং হিল, দক্ষিণ দিনাজপুর, রায়গঞ্জ- চার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এখনও পর্যন্ত কোনও কলেজ আসেনি। ফলে জয়গাঁ, ইসলামপুর বা কালিম্পংয়ের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পড়ুয়াদের নানা কাজে ছুটতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তেমনি রায়গঞ্জ বা বালুরঘাটের ছাত্রছাত্রীদের যেতে হচ্ছে মালদায়। ফলে জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার প্রশাসনিক সুবিধা পাচ্ছেন না ছাত্রছাত্রীরা। প্রয়োজন থাকলেও একমাত্র উত্তরবঙ্গ বাদে আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়নি দূরশিক্ষা বিভাগ। দূরশিক্ষাও আটকে সীমাবদ্ধ হয়েছে প্রথাগত কোর্সে। দূরশিক্ষার মাধ্যমেও যে চাকরিমুখী কোর্স চালু করে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা সম্ভব তা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর অঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর কথা, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটাই যুগের দাবি। তাই নতুন কিছু বিষয় চালুর ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। কিছু ডিপ্লোমা কোর্সও চালু করা হবে।' সঠিক পথে চালনার জন্য আদৌ কোনও পরিকল্পনা হবে, নাকি ধুঁকতে ধুঁকতে মুখ থুবড়ে পড়বে উত্তরের উচ্চশিক্ষা, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না কেউই। (শেষ)

তৃণমূল নেতাকে গুলি

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠতে না পেরে বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। গুলির ঘটনার পেছনে কারা যুক্ত রয়েছে সেটা আমার জানা নেই। তবে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশ আমার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে।'

ঘটনার তদন্তে নেমে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ রাতেই খাগড়াবাড়ি মোড়, চকচকা চেকপোস্ট, পুণ্ডিবাড়ি হাই রোড মোড় সহ বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তদন্তের কাজে পুণ্ডিবাড়ি থানায় পৌঁছান। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজু রাজভর নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল দীপঙ্করের। সেই ঘটনায় রাজু রাজভরের বদলে ভুল করে রাজু দে'র উপর আক্রমণ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে বৃহস্পতিবার রাতেই বিধায়ক সুকুমার রায়ের বড় ছেলে শুভঙ্কর দে'কে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পরবর্তীতে শুক্রবার দুপুরে বিধায়কের ছোট ছেলে দীপঙ্কর ও সেই গাড়ির চালক উত্তমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার জেরে কোচবিহার-২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা এদিন থমথমে ছিল।

মদ সহ ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ৪ জুলাই : লৌচা হাটের কাছে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে দুটি গাড়ি থেকে ৩৮৩.৮৩৫ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ঠাকুরগঞ্জ থেকে ওই মদ বিহারে পাচার করা হচ্ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। দুটি গাড়ি সমেত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম রাকেশ যাদব, বিনোদ পণ্ডিত ও মহম্মদ শাহবাজ। তাঁরা প্রত্যেকে আরারিয়ার পলাশি গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার তাঁদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মহানন্দার ঘাটে

প্রথম পাতার পর

যুব নেতার মদতেই এই ঘাট থেকে নিয়মিত বালি ওঠে। স্থানীয় কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর বক্তব্য, 'আমি বেশ কয়েকবার পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ অভিযান চালালে একদিন বালি তোলা বন্ধ হয়। পরদিন থেকে আবার বালি পাচার শুরু হয়ে যায়। স্থায়ীভাবে এটা বন্ধ হওয়া উচিত।'

শুক্রবার সূর্য সেন পার্কের পিছনে মহানন্দার ঘাটে গিয়ে দেখা গেল, সাত-আটজন মাঝনদীতে নেমে ঝুড়িতে করে বালি তুলে নদীর চরে এনে জড়ো করছে। আর সেগুলি ভ্যান ভর্তি করে বিক্রির জন্য চলে যাচ্ছে। সেখানকার কর্মীরাই বললেন, 'এক ভ্যান বালি ৩৫০-৪০০ টাকায় বিক্রি হয়। প্রতিদিন এক-একটি ভ্যানে অন্তত ৫০ ভ্যান বালি বিক্রি হচ্ছে। এখানে পরপর অনেকেরই বালি উঠছে।' এই ঘটনাতেও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ। ওই নেতাই সরাসরি এই কারবার করছেন বলে অভিযোগ। যদিও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কমল আগরওয়াল এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আমার ওয়ার্ডের এলাকায় এমন কারবারের খবর নেই। খোঁজ নেব।'

নদীর চর বরাবর সূর্য সেন পার্কের পিছনের অংশ দিয়ে উত্তরদিকে যতটাই এগোনো গিয়েছে, কিছু দূরে দূরে নদী থেকে বালি তুলে চরে স্তূপ করার কাজ চোখে পড়েছে। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনির ঘাট এলাকাতেও একই কারবার রমরমিয়ে চলছে। সেখানকার বাসিন্দা রতন মণ্ডল বললেন, 'প্রায় দু'মাস ধরে এই কারবার শুরু হয়েছে। প্রতিদিন কিছু লোককে সকাল থেকে নদীতে নেমে বালি তুলতে দেখা যায়। সেই বালি বস্তায় ভরে ভ্যানে করে ওয়ার্ডের রাস্তা দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের সবাই সবকিছু জানে। কেউ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমরা বহুবার এই কাজে বাধা দিয়েছি। তারপরেও হয়তো কেউ লুকিয়ে এই বেআইনি কারবার চালাচ্ছে। আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেব।'

বিক্ষোভ সিপিএমের

প্রথম পাতার পর

এদিকে, অশোক ভট্টাচার্যকে তাঁর দলই ছেঁটে ফেলেছে বলে কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'উনি কোনও দলে আছেন নাকি? গত ৪০ বছর ধরে ওরা দুর্নীতি করে গিয়েছে। সেগুলির ভার আমাদের বহন করতে হচ্ছে। একসময়ে রাজ্যের দ্বিতীয় ক্ষমতাবান মন্ত্রী ছিলেন। শিলিগুড়ির জন্যে কী করেছেন উনি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েকদিনে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন শিলিগুড়ির উন্নয়নে।'

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মিছিল করে এসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে দার্জিলিং জেলা সিপিএম। পুরনিগমের সামনে শিবির করে সেখানে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি ভাষণ রাখেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, দিলীপ সিং, জয় চক্রবর্তী, স্নিগ্ধা হাজরা, মুকুল সেনগুপ্তের মতো বর্ষীয়ান নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই এদিন বক্তব্য রাখেন। সেখানে তাঁর সময়ে পুরনিগম এলাকায় কী কাজ হয়েছে এবং বর্তমানে কী কাজ হচ্ছে তার বিস্তারিত হিসাব দেন অশোক। শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল বোর্ড বিল্ডিং প্ল্যান থেকে শুরু করে সমস্ত

সিপিএমের বিক্ষোভ মঞ্চে অন্যদের সঙ্গে অশোক ভট্টাচার্য। -সঞ্জীব সূত্রধর

কাজে দুর্নীতি করছে বলে অভিযোগ করেন।

এদিনের আন্দোলনে সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সী নুরুল ইসলামকে দেখা যায়নি। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের দাবি, অশোক ভট্টাচার্য যেখানে থাকছেন সেই আন্দোলন কর্মসূচি এড়িয়ে যাচ্ছেন নুরুল ইসলাম। এই প্রসঙ্গে নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'অশোকদা আমার নেতা। ওঁর থেকে রাজনীতির অনেক কিছু শিখেছি। যারা এসব ঢপবাজির গল্প শোনাচ্ছে তারা আগে নিজেদের দল সামলাক। আমার ওয়ার্ডের একজন জলে ডুবে মারা গিয়েছে। আমি আগে আন্দোলনে ছিলাম। পরে সেখান থেকে ওয়ার্ডে যাই।'

বিজেপির নিঃসঙ্গতার লক্ষণ

প্রথম পাতার পর

টানতে পেরেছিল তৃণমূল। মতুয়া ভোট সঙ্গে থাকলে বাংলার বেশ কয়েকটি আসনে যে তুড়ি মেরে কিস্তিমাত করা যায়, তা প্রমাণিত।

ক্ষমতায় আসার পর মতুয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়া আরও নিবিড় হয়েছিল প্রথমদিকে। কিন্তু মতুয়া ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরীণ কলহের পরিণতিতে এই সম্প্রদায়ের ঘাসফুল প্রীতি চিরস্থায়ী হল না। সম্প্রদায়টির গুরুত্ব বুঝে বিজেপি দখল করে ফেলল মতুয়া ভোটের একাংশ। আপাতত দুই ফুলে ভাগাভাগি করে আছে মতুয়া ভোট।

ভোটে সমর্থনের নিরিখে উত্তরবঙ্গের গোষ্ঠীগত বিন্যাস অনেকটা সেই রসিকতার মতো- যখন যেমন তখন তেমন বন্দে মাতরম। অথবা যেদিকে বৃষ্টি আসছে, সেদিকে ছাতা ধরো। মোদ্দা কথায় ক্ষমতার সঙ্গে লেপটে থাকা। সে কারণেই তো বাম জমানা উলটে যেতেই রাজবংশী, আদিবাসী, নস্যশেখ জনগোষ্ঠীগতভাবে তৃণমূলের সঙ্গী হয়েছিল। বামফ্রন্ট রাজত্বেই অবশ্য বামেদের নেপালি, গোর্খা সমর্থনে চিড় ধরেছিল। আত্মপরিচয়ের বোধ উসকে তৈরি হল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন।

একই কারণে বাম শাসনের শেষ কয়েক বছরে কামতাপুর আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল উত্তরবঙ্গ। আদিবাসী বিকাশ পরিষদ কার্যত চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বামেদের একাধিপত্য উৎখাত করে দিয়েছিল। বামফ্রন্টের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাঙালি ভোটের স্বার্থে জনগোষ্ঠীগত স্বশাসনের দাবিকে আমল দেননি। যে কারণে তিনিও একসময় জনগোষ্ঠীগত সঙ্গী হারিয়েছেন। যে বিমল গুরুং একসময় মমতাকে 'পাহাড়ের মা' সম্বোধন করেছিলেন, তিনি হয়ে গেলেন শত্রু।

অথচ জিটিএ চুক্তি কিংবা জিটিএ'র ক্ষমতায় গুরুংয়ের অভিষেকের পেছনে মমতার অবদান কম নয়। সেই গোর্খা, নেপালি জনগোষ্ঠীর সখ্য পাকাপাকিভাবে হারিয়ে ফেলেছে তৃণমূল। বাম শাসন থেকে মুক্তি পেতে রাজবংশী, আদিবাসীরা একসময় ঢেলে ভোট দিয়েছিল ঘাসফুল প্রতীকে। রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি, রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদ ও রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে সেই অনুগ্রহের ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন মমতা।

শেষরক্ষা হয়নি। ভাবনার ঐক্য, নিদেনপক্ষে ভাবনার বোঝাপড়া বা আদর্শগত বন্ধন না থাকলে এধরনের বন্ধন খুবই পলকা হয়। তৃণমূলের সঙ্গে বন্ধন ঢিলে হতেই বিজেপি নতুন সঙ্গী বানায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে। উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে উচ্ছেদ করার মরিয়া চেষ্টায় বিজেপি নেতাদের অনেকে আলাদা রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন। পৃথক রাজ্যের প্রবক্তা স্বঘোষিত মহারাজ অনন্ত থুড়ি নগেন রায়কে রাজ্যসভা সাংসদ বানিয়ে দেয়।

একই কারণে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের টোপ দিয়ে কেএলও প্রধান জীবন সিংহকে মায়ানমারের জঙ্গি ডেরা থেকে টেনে এনেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বোঝাপড়ার শর্ত পূরণ বাস্তবে কঠিন। পাহাড় সমস্যা সমাধানের আশ্বাসের গাজর ঝুলিয়ে বছরের পর বছর দার্জিলিং লোকসভা আসনটি বিজেপি জিতে চললেও নেপালি, গোর্খা জনগোষ্ঠী ক্রমশ হতাশ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট লাগাতার চেষ্টা করলেও গোর্খা জনগোষ্ঠীর আশাপূরণে ব্যর্থ।

পাহাড় সমস্যা ঝুলে থাকার পাশাপাশি রাজ্যের দাবি ছেড়ে জীবন সিংহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজি হলেও তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অনেকবার জীবনের মুখে দিন-তারিখ আর হুংকার শোনা গিয়েছে মাত্র। আবার মাথার ওপর কেন্দ্রে বিজেপি আছে ভেবে চা বাগানের দুর্দশা লাঘবের যে স্বপ্ন আদিবাসী শ্রমিকরা দেখেছিলেন, তাতেও ধাক্কা লেগেছে। বাগান ছেড়ে শ্রমিকরা এখন দলে দলে ভিনরাজ্যে মজুর হয়েছেন।

উত্তরবঙ্গে তাই বিজেপির নিঃসঙ্গতা বাড়ছে। বিজেপির রাজবংশী বন্ধন যে আলগা হতে শুরু করেছে, তা গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার হাতছাড়া হওয়ায় ইঙ্গিত মেলে। তেমনই আদিবাসী সমর্থনে ভাটা পড়ায় আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ভোট কমেছে। জনগোষ্ঠীর কিছু কিছু নেতার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জনগোষ্ঠীগত আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সন্দেহ, অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়। উত্তরবঙ্গেও তাই হওয়ায় জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বে ভাটা পড়ার যে প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাতে লাগাম না পরালে পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
PSYCHIATRY & MENTAL HEALTH | PSYCHOLOGY & COUNSELLING
SEXUAL WELLNESS | DE-ADDICTION
Dr. Twishampati Naskar
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
Hakimpara, Opposite- Bhutiya Market, Siliguri
9242 000 242

মাটির কাছে প্রত্যাবর্তন

এখন সামাজিক অনুষ্ঠানে মাটির থালাবাসনের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। আর সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এটি এখন একটি ট্রেন্ডিং বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, আইবুড়ো ভাত। এমনকি উচ্চবিত্তের বিয়ের অনুষ্ঠানেও মাটির বাসনের চাহিদা বাড়ছে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে আবার কতকিছুই না ফিরে আসছে। এই যেমন মেলামাইন, প্লাস্টিক, ফাইবারের থালার দাপটে হারিয়েই গিয়েছিল মাটির থালা-বাটি-গ্লাস। তবে এখন আবার ট্রেন্ড ধরে তা ফিরেও আসছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাটির থালা-বাটিতে খাওয়ার ভিডিও দেখে শৌখিনরা আবার সেইদিকে একটু করে ঝুঁকছেন।

আইবুড়ো ভাত, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন নানা অনুষ্ঠানে মাটির থালা-বাটিতে খাবার পরিবেশনের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। অনেকেই বলছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি, ভিডিও আপলোড করার জন্য হয়তো দাম একটু বেশি পড়লেও অনেকেই মাটির বাসন কিনছেন।

পুরোনো দিনে দৈনন্দিন জীবনে মাটির পাত্রের ব্যবহার ছিল প্রচুর। থালা, বাটি, বাসন, কলসি, হাঁড়ি- বাকি ছিল না কিছুই। নতুনের ধাক্কায় তা বদলেছেও বটে। তবে মাটির গন্ধ যেন কিছুতেই ছেড়ে যাওয়া যায় না।

মাটির থালায় ভোজনের ঐতিহ্য এখনও বহু মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়। কিন্তু সবসময় তা যেন হয়ে উঠত না। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যেন আবার একটা উৎসাহ পাওয়া গেল। আবার অনেক রেস্তোরাঁয় মাটির থালার ওপর কলা পাতার ব্যবহার মানুষকে নস্টালজিক করে তুলেছে। তাই বাড়ি ফিরেও রেশ কাটে না অনেকের।

বাগডোগরার আলপনা চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন, 'আমার ঠাকুমা-ঠাকুরদাকে মাটির থালাতেই খেতে দেখেছি ছোটবেলায়। আমরাও দুধমুড়ি খেতাম মাটির বাটিতে। স্টিলের থালা আসার পর ধীরে ধীরে সেই মাটির থালা হারিয়ে গেল। এখন আবার দেখছি মেয়ে নতুন কিছু মাটির বাসন এনেছে। ওই আইবুড়ো ভাতে ওর বান্ধবীরা মাটির থালাতেই খাবার সাজিয়ে দিয়েছিল। ওর বেশ ভালো লেগেছিল। তারপর বাড়িতে বেশ কয়েকটা বাটি, থালা, গ্লাস এনেছে। ক'দিনের গরমে তো ওই থালাতেই পান্তাভাত আর গ্লাসে জল খেয়েছি। শরীর জুড়িয়ে যায়।'

কয়েক মাস আগেই বিয়ে হয়েছে অদ্রিজা মজুমদারের। নতুন সংসার সাজিয়ে তুলেছেন তিনি। সেখানেই ঠাঁই পেয়েছে মাটির নানা বাসন। বেশ কিছু নতুন ডিজাইনের মাটির গ্লাস, বাটি, গামলা, থালা। বেশ আয়োজন করে তাতে খাওয়াদাওয়াও চলছে।

বাজার ঘুরে দেখা গেল চাহিদা এখন বেশ বেড়েছে মাটির বাসনপত্রের। শৌখিনদের ঝোঁক বরাবরই ছিল, এখন ভিডিও তৈরির খাতিরেও নিচ্ছেন অনেকেই।

থানা মোড়ের ব্যবসায়ী অনীত কুমার বলছিলেন, '৪-৫ বছর ধরে এই বিক্রিটা বেড়েছে। ১৫-৭০ টাকার মধ্যে নানা সাইজের বাটি, ৭০-৯০ এর মধ্যে থালা। ১০-২০ টাকায় গ্লাস অনেক কিছুই মিলছে।

বিধান রোডের এক ব্যবসায়ী স্বপন সাহা বলছিলেন, 'পুজোর ভোগেও এখন মাটির থালায় ঝোঁক বেড়েছে। ১২০-১৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে সেই থালা।'

মাটির থালায় খাওয়ার গুণাগুণও অনেক। অন্তত প্লাস্টিক, ফাইবারের থালা থেকে তো অনেক বেশি। পুষ্টিবিদ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'একটু মোটা মাটির থালা ব্যবহার করা উচিত যাতে সেটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায়। মাটির থালায় খেলে পেটের সমস্যা কমে। গ্যাস, অ্যাসিডিটি কমিয়ে হজমে সাহায্য করে। গরম খাবার মাটির থালায় রাখলে সেটা স্বাভাবিক উপায়েই অনেকক্ষণ গরম থাকে। তাই খাবারের স্বাদও ভালো থাকে। ঠান্ডা জিনিসও একইভাবে অনেকক্ষণ ঠান্ডা থাকে। খনিজগুলির পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়।'

পুষ্টিবিদ ঝিলিক পাল বলেন, 'ভালো করে মেজে শুকিয়ে নিয়ে মাটির পাত্র ব্যবহার করা উচিত। মাটির পাত্রে খেলে প্লাস্টিক ফাইবারের মতো কেমিক্যাল এফেক্ট হবে না। এছাড়াও মাটির থালায় খেলে মিনারেলস সহজে শরীরে শোষিত হয়।'

তবে যেভাবেই হোক। বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মাটির থালা যদি এভাবেই ফিরে আসে তবে বেশ ভালোই হয় বলছেন সকলে।

মোটা থালা

মাটির একটু মোটা থালা ব্যবহার করা উচিত যাতে সেটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায়। মাটির থালায় খেলে পেটের সমস্যা কমে। গ্যাস, অ্যাসিডিটি কমিয়ে হজমে সাহায্য করে। খনিজগুলির পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়।

– প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায় পুষ্টিবিদ

মেজে শুকিয়ে

ভালো করে মেজে শুকিয়ে নিয়ে মাটির পাত্র ব্যবহার করা উচিত। মাটির পাত্রে খেলে প্লাস্টিক ফাইবারের মতো কেমিক্যাল এফেক্ট হবে না। এছাড়াও মাটির থালায় খেলে মিনারেলস সহজে শরীরে শোষিত হয়।

– ঝিলিক পাল পুষ্টিবিদ

পুজোর ভোগ

- সোশ্যাল মিডিয়ার ঝোঁক দেখে শৌখিনরা মাটির থালা-বাটিতে খাওয়ার দিকে ঝুঁকছেন
- আইবুড়ো ভাত, অন্নপ্রাশন, জন্মদিনে মাটির পাত্রে খাবার পরিবেশনের ঝোঁক বেড়েছে
- এখন ১৫-৭০ টাকার মধ্যে নানা সাইজের বাটি, ৭০-৯০-এর মধ্যে থালা মিলছে
- গ্লাস মিলছে ১০-২০ টাকায়, তবে টেরাকোটার পাত্রের দাম একটু বেশি পড়ছে
- পুজোর ভোগ নিবেদনের জন্যও এখন মাটির থালা ব্যবহারে ঝোঁক বেড়েছে

অগ্নিবিধি উড়িয়ে ঝুঁকির ব্যবসা শহরে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : সারি সারি দোকান। প্রত্যেকটি দোকানে ক্রেতাদের ভিড়। অধিকাংশ দোকানেই জ্বলছে আগুন। কোথাও তৈরি হচ্ছে চা-কফি, কোথাও আবার সন্ধ্যাকালীন টিফিন। কিন্তু প্রধাননগরের এই ক্যাফেগুলিতে নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। শুধু প্রধাননগর কেন, শহরের সিংহভাগ এমন দোকানে নেই আগুন নেভানোর কোনও ব্যবস্থা। অধিকাংশ দোকানই বহুতল বা ফ্ল্যাটবাড়ির নীচে থাকা গ্যারাজে। ফলে অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই প্রশ্নের মুখে পুরনিগমের নজরদারি।

যেখানে আড্ডা জমে, সেখানে এমন দোকানের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ক্যাফে থেকে রেস্তোরাঁ, সংখ্যায় কম নেই শহর শিলিগুড়িতে এমন দোকানের। জ্যোতিনগরে ডন বসকো মোড়ের কাছে গড়ে উঠেছে একের পর এক এমনই ক্যাফে। শহরের অনেকের কাছে এই জায়গাটি হয়ে উঠেছে একটু একান্তে বসে সময় কাটানোর জায়গা। শুক্রবার এই ফাস্ট ফুড দোকানগুলিতে নজর রাখতেই স্পষ্ট হল, কোনও দোকানেই নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। অথচ দিব্যি চলছে গ্যাসের উনুনে রান্না বা চা বানানো। এমন একটি দোকান পাওয়া গেল না, যেখানে দেখা পাওয়া যায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করতেই দোকান সামলানো অমল থাপার দাবি, 'আগের যন্ত্র পুরোনো হয়ে গিয়েছে। নতুন যন্ত্র লাগানো হয়নি। কিছুদিনের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হবে।' এই দোকানটি পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতেই একটি বহুতলের নীচে ফাস্ট ফুডের দোকান নজরে এল। যেখানে দিনের সবসময়ই ভিড় লেগে থাকে। এখানেও একই পরিস্থিতি। দুটি গ্যাস সিলিন্ডারে জোরকদমে রান্না চললেও নেই আগুন নেভানোর কোনও ব্যবস্থা। দোকানের কর্ণধার মানসী থাপার দাবি, 'আবাসনের ভেতরে জলের ব্যবস্থা রয়েছে। তেমন কোনও সমস্যা হলে, সেখান থেকেই জল পাওয়া যাবে।' যদিও কেন নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি এখানকার কোনও দোকানদারের কাছ থেকেই। বরং সকলেই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সূর্যনগর থেকে সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়া থেকে দেশবন্ধুপাড়া, বিভিন্ন পাড়ায় থাকা এমন দোকানে দেখা মেলে না অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। সম্প্রতি ভুটিয়া মার্কেটে ভস্মীভূত হয়েছিল একটি দোকান। ওই দোকানটির পাশে ছিল পরপর দোকান। সঠিক সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে না এলে বড় ধরনের বিপদ হয়ে যেত। যে কারণে স্থানীয় অজিত সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এখন পাড়ার অলিতেগলিতে দোকান। তবে কোথাও সুরক্ষার বিষয়টিতে নজর রাখা হচ্ছে না। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' দোকান নিয়ে আপত্তি নেই তেমন কারও, কিন্তু কেন সুরক্ষায় জোর দেওয়া হবে না, প্রশ্ন তুলছেন প্রায় প্রত্যেকেই। এ ব্যাপারে নজর রেখে প্রশাসনের তরফে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানান পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি বলেন, 'প্রতি শুক্রবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে। যে দোকানগুলিতে সঠিক ব্যবস্থাপনা নেই, সংশ্লিষ্ট দোকান মালিককে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপও গ্রহণ করা হবে।'

> প্রতি শুক্রবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে। যে দোকানগুলিতে সঠিক ব্যবস্থাপনা নেই, সংশ্লিষ্ট দোকান মালিককে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপও গ্রহণ করা হবে।
>
> **রঞ্জন সরকার** *ডেপুটি মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

কমিউনিটি হল তালাবন্ধ তিন বছর

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর এলাকার কমিউনিটি হল। এর মূলেই রয়েছে হলটির বেহাল অবস্থা। যেমন, হলটির বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরেছে, যে কোনও সময় হলের একাংশ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু সংস্কারের ব্যাপারে কারও কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ।

প্রায় তিন বছর তালাবন্ধ অবস্থায় থাকলেও কমিউনিটি হলের বেহাল অবস্থা প্রায় এক দশকের। স্থানীয়দের বক্তব্য, ৯-১০ বছর ধরেই হলটি বেহাল। বেহাল অবস্থাতেই এলাকার খুদেদের শিক্ষার পাঠ দিতে স্কুল চালিয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কিন্তু দিনের পর দিন সংস্কারের অভাবে ফাটলগুলি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের ক্লাস করানো যথেষ্ট ঝুঁকির হওয়ায় তিন বছর আগে তালা মেরে দেওয়া হয়। তালা মারলে পুরনিগমের টনক নড়বে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, মনে করেছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু কিছুই হয়নি। যে কারণে এলাকায় রয়েছে ক্ষোভ। হলটির চারপাশের দেওয়ালের বড় বড় ফাটল দেখিয়ে এলাকার ঋষি বিশ্বাস বলছিলেন, 'কমিউনিটি হলটা বন্ধ রয়েছে ঠিকই। কিন্তু দেওয়াল ভেঙে পড়ে যে কোনও দিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কেননা, পাশেই খেলাধুলো করে এলাকার বাচ্চারা।' দ্রুত দেওয়ালগুলির সংস্কারের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আর্জি জানান স্থানীয় বাসিন্দা গীতা দাস। তিনি বলেন, 'প্রশাসনের উচিত কমিউনিটি হলটির সংস্কার করা। তাহলে আমরা অনেক নিশ্চিন্তে থাকতে পারি।' বেহাল পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং বলেছেন, 'কমিউনিটি হলটির সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে। আশা করছি হাল ফেরাতে বেশিদিন লাগবে না।'

৫ নম্বর ওয়ার্ডের টিচার্স কলোনিতে চুরির পর লন্ডভন্ড ঘরের অবস্থা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ফাঁকা বাড়িতে ফের চুরি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : টিভি থেকে মোবাইল ফোন, ছিল একাধিক দামি জিনিস। কিন্তু কোনও কিছুই ছুঁয়ে দেখেনি দুষ্কৃতীরা। এমনকি ঘরে থাকা তিনটি আলমারির মধ্যে নির্দিষ্ট একটিতেই হাত পড়েছে। আর সেই আলমারি থেকেই চুরি হল কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস। এমন ঘটনায় স্পষ্ট, কোথায় কী রয়েছে বা থাকতে পারে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল দুষ্কৃতীরা। যদিও কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেও অধরা ওই দুষ্কৃতী। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের টিচার্স কলোনিতে ঘটে যাওয়া এই চুরির ঘটনায় অবশ্য আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়, মনে করছেন স্থানীয়রা।

শিলিগুড়ি শহরে ফের চুরির ঘটনা। এবার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়েই চুরির ঘটনা ঘটাল দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে গিয়েছিলেন বাড়ির মালিক সুমন দুগার। তাঁর ছেলে অমন থাকেন বিহারের পূর্ণিয়ায়। হঠাৎই প্রতিবেশীর ফোন পেয়ে জানতে পারেন, তাঁদের বাড়ির দরজা খোলা অবস্থায় রয়েছে। তড়িঘড়ি পূর্ণিয়া থেকে অমন চলে আসেন শিলিগুড়িতে। বাড়িতে ঢোকার পর দেখেন একটি আলমারি তছনছ অবস্থায় রয়েছে। তাঁর দাবি, ২৫-৩০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং নগদ প্রায় ২৫-৩০ হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। অনুমান করা হচ্ছে বৃহস্পতিবার রাতেই চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। তালা ভেঙে প্রধান গেট দিয়ে বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। এরপর একটি দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়।

সুমনের ছেলে অমনের অভিযোগ, এলাকায় নেশাগ্রস্তদের আড্ডা রয়েছে। সন্ধ্যা হতেই নেশার আসর বসে। নেশাগ্রস্তরা এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে অথবা আমাদের বাড়ির নীচে একটি পরিবার ভাড়া ছিল। ভাড়ার টাকা দিচ্ছিল না। টাকার বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় কয়েক মাস আগে ওই পরিবারের ছেলে মদ খেয়ে বাবার ওপর চড়াও হয়েছিল। এমনকি হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল দেখে নেওয়ার। পরবর্তীতে তাদের চলে যেতে বলা হয়েছিল। অনুমান ওরাও এই ঘটনা ঘটাতে পারে। কারণ সম্পর্ক খারাপ হওয়ার আগে ওদের আমাদের ঘরে যাতায়াত ছিল এবং ঘরের অনেককিছুই তারা জানত। জানা গিয়েছে, সন্তোষীনগর থেকে ৮-১০ মাস আগে দুগার পরিবারটি এখানে আসে এবং বসবাস করতে থাকে। শুক্রবার ঘটনাস্থলে যায় খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভরসা সিসিটিভি

- স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে বাড়ির মালিক, ছেলে থাকে বিহারের পূর্ণিয়ায়
- ফাঁকা বাড়িতে দরজা ভেঙে ঢোকে দুষ্কৃতীরা, ঘরে থাকা তিনটি আলমারির মধ্যে একটিতে হাত
- পরিচিত ছাড়া এমন চুরির ঘটনা অসম্ভব, মনে করছেন ছেলে অমন ও পড়শিরা
- সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ

দুর্ঘটনা, জখম ৬

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় জখম হলেন মোট ছয়জন। বৃহস্পতিবার রাতে খাপরাইল ও হিলকার্ট রোডের মাল্লাগুড়ির কাছে ওই দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। খাপরাইল এলাকায় টোটো করে তিনজন যাচ্ছিলেন। এমন সময় দ্রুতগতির একটি গাড়ি টোটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারলে ওই তিনজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে, হিলকার্ট রোড ধরে একটি টোটো জংশনের দিকে যাচ্ছিল। টোটোয় এক কিশোর সহ মোট দুজন ছিল। রাস্তার উলটোদিক থেকে আসা একটি গাড়ি ওই টোটোকে ধাক্কা মারে। টোটো থেকে ছিটকে পড়েন তিনজন। মেডিকেলে তাঁদেরও চিকিৎসা চলছে।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : কসবা আইন কলেজের ছাত্রীর ওপর হওয়া নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরে উই ওয়ান্ট জাস্টিস লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সন্দীপ দাস বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই আমরা।' সোমবার প্রতিবাদসভা করবে দ্য নাইট ইজ আওয়ারস গ্রুপ। সংগঠনের সম্পাদক অভিজিৎ সান্যাল এ কথা জানিয়েছেন।

প্রচার পুলিশের

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : ট্রাফিক সেফটি উইকের অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার বিশেষ কর্মসূচি পালন করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ভক্তিনগর ট্রাফিকের আশিঘর ফাঁড়ি ট্রাফিক গার্ড। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চপদস্থ পুলিশকর্মীরা। সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ –বার্তাকে সামনে রেখে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা প্রচার করা হয় এদিন। ছিল ফ্রি হেলথ চেকআপ ও আই চেকআপ ক্যাম্পও।

রংদার রোববার

অমরত্ব

হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যা নাকি বার্ধক্য ঠেকানোর চিকিৎসা, 'কাঁটা লাগা গার্ল'–এর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এটা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, মানুষের চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা বরাবরের। অজস্র সাহিত্য, সিনেমা এর সাক্ষী। এবারের প্রচ্ছদে অমরত্ব।

প্রচ্ছদ কাহিনী শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ, অন্বেষা বসু রায় চৌধুরী ও মাল্যবান মিত্র
ছোটগল্প পাপিয়া মিত্র
ট্রাভেল ব্লগ শুভঙ্কর চক্রবর্তী
কবিতা পার্থসারথি চক্রবর্তী, টিপলু বসু, জয়ন্তকুমার দত্ত, কণিকা দাস, প্রশান্ত দেবনাথ, দেবাশীষ গোপ, সৈকত পাল মজুমদার ও তাপস চক্রবর্তী

বাজবলে লাগাম পরালেন সিরাজ-আকাশ

ভারত- ৫৮৭ ও ৬৪/১
ইংল্যান্ড-৪০৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : প্রথম দুইদিনে ভারতের দাপট।

তৃতীয় দিনে ব্যাট-বলের দুরন্ত দ্বৈরথে রোমাঞ্চকর ক্রিকেট। দিনের শুরুটা যদি হয় ভারতের, মাঝে ইংল্যান্ডের দাপট জেমি স্মিথ, হ্যারি ব্রুকের বাজবলের কাঁধে চেপে। শেষবেলায় ফের মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপের প্রত্যাঘাত।

ম্যাচের রং বারবার বদলাল। কখনও জেমি-হ্যারির ত্রিশতাধিক রানের মহাকাব্যিক যুগলবন্দির সামনে অসহায় লাগল ভারতীয় বোলারদের, আবার দ্বিতীয় নতুন বলে সেই সিরাজদেরই রাজপাট। সাপলুডোয় দিনের শেষে ফের ভারতের রাশ শক্ত।

৩৮৭/৫ থেকে ইংল্যান্ডকে ৪০৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১৮০ রানের লিড আদায় করে নিয়েছেন শুভমান গিলরা। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের (২৮) উইকেট হারিয়ে টিম ইন্ডিয়া ৬৪/১। সবমিলিয়ে লিড ২৪৪। হাতে ৯ উইকেট। বাকি দুইদিনে যেখান থেকে ইংল্যান্ড-বধে সিরিজ ১-১ করার স্বপ্নটা দেখাই যায়।

ওপেনিং জুটিতে ৫১ রান যোগ করার পর ফেরেন যশস্বী। লেগবিফোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডিআরএস নেন। যদিও রিভিউ নিতে দেরি করায়, স্টোকস তা মানতে চাননি। একপ্রস্থ নাটকের পর আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপ এবং শেষপর্যন্ত রিভিউতে আউট যশস্বী। দিনের শেষে ক্রিজে লোকেশের (২৮) সঙ্গে করুণ নায়ার (৭)।

তৃতীয় দিনের আকর্ষণীয় টক্করে অনেকটা কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন জেমি (অপরাজিত ১৮৪)-ব্রুক (১৫৮)। ৮৪/৫ স্কোরের আতঙ্ক সরিয়ে দলকে লড়াইয়ে ফেরানো বিস্ফোরক, স্বপ্নের ব্যাটিং। ব্যক্তিগত দেড় শতাধিক স্কোর, ৩০৩ রানের জুটিতে রসদ জোগান রঙিন পোশাকে মাঠ ভরানো বার্মি-আর্মিকে। অক্সিজেন জোগান দলকেও। দ্বিতীয় নতুন বলে শেষপর্যন্ত জুটি ভেঙে স্বস্তি দেন আকাশ (৮৮/৪)। ভিতরে ঢুকে আসা বলে ভেঙে যায় ব্রুকের (১৫৮) রক্ষণ। এরপর সিরাজ-ধাক্কায় (৭০/৬) ধস। ইংল্যান্ড ইনিংসের নায়ক জেমিকে অবশ্য নড়ানো যায়নি। টেলএন্ডারদের ব্যর্থতায় দ্বিশতরান

জেমি-হ্যারির ৩০৩ রানের জুটি

হাতছাড়া করেন। স্মিথদের দাপটের পাশে হাফ ডজন ব্যাটারের শূন্য! তৃতীয় সর্বোচ্চ রুটের ২২!

৭৭/৩ থেকে শুরু করে দিনের দ্বিতীয় ওভারেই সিরাজের জোড়া ধাক্কায় ইংল্যান্ড ৮৪/৫। সাজঘরে জো রুট (২২), বেন স্টোকস (০)। অনসাইডে ফ্লিক করতে গিয়ে রুট জমা পড়েন ঋষভ পন্থের দস্তানায়। ইংরেজ অধিনায়কের জন্য কার্যত আনপ্লেয়বল বল। ধেয়ে আসা বাউন্সার থেকে ব্যাট সরাতে না পেরে কেরিয়ারের প্রথমবার 'গোল্ডেন ডাক' স্টোকস।

ফলো অন বাঁচাতে তখনও ৩০৪ রান। এখান থেকেই অবিশ্বাস্য ব্যাটিং জেমি-ব্রুকের। পালটা আক্রমণে ভয়কে জয় করার আস্ফালন। দুইজনেই সহজাত স্ট্রাইকার। প্রথম সেশনে তারই প্রতিফলন। শটের ফুলঝুরিতে লাঞ্চের আগে ২৭ ওভারে ১৭২ রান যোগ করেন! ওভার পিছু রান রেট ৬.৩৭! টেস্ট না টি২০, বোঝা দায় হবে। মাঝের সেশনে জুটিতে আরও ১০৬।

রবীন্দ্র জাদেজাকে জোড়া বাউন্ডারিতে লাঞ্চের আগে ৮০ বলে সেঞ্চুরি পূরণ জেমির। ভাঙেন ভারত-ইংল্যান্ড দ্বৈরথে কপিল দেবের রেকর্ড (৮৬ বলে)। প্রথম ইংল্যান্ড ব্যাটার হিসেবে এক সেশনে সেঞ্চুরির নজির।

সুযোগ এসেছিল ভারতের সামনেও। জাদেজার বলে প্রথম স্লিপে ব্রুকের (৬৩ রানে খেলছিলেন) ক্যাচ ফেলেন শুভমান। ধরতে পারলে ১৮২/৬ হয়ে যেত ইংল্যান্ড। কয়েক ওভার বাদে সুন্দর নিজের বলে ব্রুকেরই হাফ চান্স হাতছাড়া করেন। উপহার কাজে লাগিয়ে লাঞ্চের পর নবম শতরান ব্রুকের। মাঝের সেশনে রানের গতিতে ব্রেক লাগালেও জুটি অটুট রেখে আরও ১০৬ রান তোলেন জেমি-ব্রুক। ইংল্যান্ড ৩৫৫/৫। দেড়শো পার স্মিথের। ব্রুক সেখানে দেড়শোর মুখে। স্মিথদের একবল্গা দাপটের মাঝে ভীষণভাবে জসপ্রীত বুমরাহর অভাব অনুভব হচ্ছিল। সাতদিন বিশ্রাম পাওয়ার পর কেন খেলানো হল না, প্রশ্নটা ফের উঠতে শুরু করে।

প্রসিধ কৃষ্ণা তো একসময় কোথায় বল রাখবেন বুঝে পাচ্ছিলেন। জেমি ২৩ রান নেন প্রসিধের এক ওভারে। শুরুতে বল টার্ন পেলেও পরে মারের মুখে খেই হারান জাদেজা। সুন্দর তথৈবচ। অথচ, গতকাল রুটও বাউন্স-টার্ন আদায় করে নিয়েছিলেন!

ফিল্ডিংয়েও দৃষ্টিকটু ভুলভ্রান্তি। হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে নিয়মিত বল গলল। ঋষভ পন্থ সারাক্ষণই অনিশ্চয়তায় ভুগলেন। বল ফসকালেন দস্তানা দিয়ে। হাফ চান্সও ফেললেন। শেষপর্যন্ত প্রায় দুই সেশন ধরে চলতে থাকা যে ব্যর্থতার ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে দ্বিতীয় নতুন বলে সিরাজ-আকাশের প্রত্যাঘাত। ২০ রানে শেষ পাঁচ শিকারে ফের ম্যাচের রং বদলে দেন।

জেমি স্মিথ, হ্যারি ব্রুকদের দাপট থামাতে মহম্মদ সিরাজকে পরামর্শ জসপ্রীত বুমরাহর।

শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজ দেখিয়ে ১৮৪ রান করলেন জেমি স্মিথ। থাকলেন অপরাজিত।

নজরে পরিসংখ্যান

জেমি স্মিথ টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে ইংল্যান্ডের প্রথম ব্যাটার, যিনি আগের দিন অপরাজিত না থেকেও এক সেশনে শতরান করার নজির গড়লেন। বার্মিংহাম টেস্টের তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্নভোজের আগে স্মিথ ৮০ বলে ১০২ রান করেন।

ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের মধ্যে টেস্টে দ্রুততম শতরানের নিরিখে হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন জেমি। দুইজনেই নিয়েছেন ৮০ বল। সামনে শুধু জনি বেয়ারস্টো (৭৭ বল) ও জিএল জেসপ (৭৬ বল)।

কপিল দেবকে (৮৬ বল) টপকে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে দ্রুততম শতরান জেমির।

জয়ের অন্য পথ খুঁজে নেব, দাবি ইংল্যান্ড কোচের

ব্রুকদের কাছে এমনই প্রত্যাশা ছিল বুচারের

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : প্রথম ইনিংসে ভারতের ৫৮৭ রানের পাহাড়।

যদিও গুটিয়ে থাকার মেজাজে একেবারে নেই ইংল্যান্ড শিবির। দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্রুত তিন উইকেট হারানোর পরও গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়নি ইংল্যান্ডের স্পিন বোলিং কোচ জিতেন প্যাটেলের কথাতে।

সাফ জবাব, ইংল্যান্ড ড্রয়ের জন্য খেলবে না। জয়ের রাস্তা ঠিক খুঁজে নেবে। ইতিহাস বলছে, ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকস জুটির তিন বছরের বাজবল জমানায় এরকম পরিস্থিতিতে তিনবার জিতেছে ইংল্যান্ড। প্রতিপক্ষ ইনিংসে ৫০০ বা তার বেশি রান করেও হেরেছে! ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাস ধরলে মোট ৬ বার এই রকম ঘটনা ঘটেছে। প্রথম ১৪৫ বছরে তিনবার। শেষ তিন বছরে বাজবলের দাপটে বাকি তিন!

দ্বিতীয় দিনের শেষে গতকাল ম্যাককুলামের সহকারী জিতেন প্যাটেলও দাবি করেন, 'একশোভাগ নিশ্চিত, জয়ের জন্য ঝাঁপাব আমরা। লক্ষ্যপূরণে অন্য কোনও রাস্তা ঠিক বের করে নেব। এটাই আমাদের দলের মূল মন্ত্র। খেলোয়াড়দের যে দক্ষতার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দাবি, ম্যাচের এখনও অনেক বাকি। আগে আগে কী হয়, অপেক্ষা করতে হবে সবাইকে। শুভমানের ইনিংসকে মাস্টারক্লাস আখ্যা দিলেন। মেনে নেন সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও যা থামাতে পারেননি তাঁরা। চাপ থাকলেও আত্মবিশ্বাসে যে চিড় ধরেনি, তা বুঝিয়ে দেন পরের কথায়। জিতেন প্যাটেলের ভবিষ্যদ্বাণী, তৃতীয় দিন হতে চলেছে ইংল্যান্ডের।

সহকারী কোচের যে দাবির প্রতিফলন জেমি স্মিথ, হ্যারি ব্রুকের ব্যাটিং দাপুটে যুগলবন্দিতে। তৃতীয় দিনের শুরুতেই ৮৪/৫ হয়ে যাওয়ার পরও 'যে কোনও পরিস্থিতিতে জিততেই হবে' মানসিকতা থেকে সরে আসেনি ইংল্যান্ড। স্মিথরা সেটাই করে দেখান আগ্রাসী ব্যাটিং, ম্যারাথন জুটিতে।

ঠিক এরকম কিছু ঘটতে চলেছে, আশাবাদী ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মার্ক বুচার। লক্ষ্যপূরণে শুভমান গিলের ব্যাটিংকে অনুসরণের পরামর্শও দেন। বুচারের কথায়, 'স্পিনারদের জন্য পিচে কিছু ক্ষত তৈরি হয়েছে। তবে খুব বেশি সাহায্য মিলছে না। ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের উচিত, রক্ষণকে শক্তপোক্ত করে বড় রানের পথে এগোনো। খুব ভালো পিচ। ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ। এখনও পর্যন্ত পিচের চরিত্র বদলায়নি। যার সুযোগ নিতে হবে।'

মাইকেল ভন আবার ভারতীয় ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেও দুষছেন ইংল্যান্ডের নখদন্তহীন বোলিংকেও। বিশেষত, ব্রাইডন কার্স হতাশ করেছে তাঁকে। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন, 'খুব নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করেছে ভারতীয় ব্যাটাররা। দুর্দান্ত ব্যাটিং। তবে ইংল্যান্ড বোলিংও পাশপাশি চিন্তার জায়গা। বিশেষত, ব্রাইডন কার্স।'

পড়তে পড়তেও বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠালেন হ্যারি ব্রুক।

দায়িত্ব নিতে পছন্দ করি : সিরাজ

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : সময়ের সঙ্গে মন্থর হচ্ছে এজবাস্টনের বাইশ গজ। উপরি হিসেবে জসপ্রীত বুমরাহ নেই প্রথম একাদশে। প্রসিধ কৃষ্ণা ও আকাশ দীপরা আগে টেস্ট খেললেও সংখ্যাটা বেশ কম। এমন অবস্থায় তৃতীয় দিনের শেষে ছয় উইকেট নিয়ে দলকে স্বস্তির জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। দ্বিতীয় ইনিংসেও একইভাবে দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে তিনি তৈরি। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সিরাজ বলেছেন, 'ছয় উইকেট নিয়েছি, দুর্দান্ত লাগছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি। আমি ছন্দেই ছিলাম, কিন্তু উইকেট আসছিল না। আজ উইকেট পেয়েছি।'

ভারতীয় বোলিংয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সিরাজের কথায়, 'দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ সবসময় পছন্দ করি আমি। বলতে পারেন, বিষয়টা আমার মধ্যে এমনিই চলে আসে। এজবাস্টনের পিচ ক্রমশ মন্থর হচ্ছে। এমন পিচে নির্দিষ্ট লাইনে পরিকল্পনা করে বল করা খুব জরুরি। আমি সেটাই করেছি। আকাশ-প্রসিধরা খুব বেশি টেস্ট খেলেনি। কিন্তু তারপরও ওরা আমায় সাহায্য করেছে।' ইতিমধ্যেই ২৪৪ রানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। বেন স্টোকসদের বাজবলের বিরুদ্ধে কত রান নিরাপদ? সিরাজের কথায়, 'আপাতত খেলায় আমরাই এগিয়ে। কিন্তু ইংল্যান্ডের আগ্রাসী ক্রিকেটের কথাও মনে রাখতে হবে। যত বেশি সম্ভব লিড নিতে হবে। বাকিটা দেখা যাক। এজবাস্টনের পিচে ধৈর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

জয়ী বান্ধব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার গ্রুপ 'এ'-তে বান্ধব সংঘ ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিকু থাপা ও গৌরব তামাং জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি দুই গোল সোহিত থিং ও টিকাদাস রাইয়ের। যদিও ২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে অমিত রায়ের করা গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নরেন্দ্রনাথ। ম্যাচের সেরা হয়ে বান্ধবের জন খাতি পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

নিয়ম ভেঙে বিতর্কে জাদেজা

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : ব্যাট হাতে ৮৯ রানের ইনিংস। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া। অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ২০৩ রানের দীর্ঘ পার্টনারশিপ। যে জুটি টিম ইন্ডিয়ার বড় রানের ভিত নিশ্চিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও নয়া বিতর্কে রবীন্দ্র জাদেজা।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নিয়ম ভেঙে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি, এমনটাই অভিযোগ। যার নেপথ্যে গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে টিম হোটেল থেকে সতীর্থদের আগে একাকী মাঠে হাজির হয়ে জাদেজার ব্যাটিং চর্চা। সেই চর্চার ফল ৮৯ রানের ইনিংস। কিন্তু তারপরও অভিযোগ, বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকা অমান্য করেছেন তিনি। বিসিসিআই বা ভারতীয় দলের তরফে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কিন্তু জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে।

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই সফরের পরই বিসিসিআইয়ের তরফে ভারতীয় দলের জন্য তৈরি হয়েছিল দশ দফা নির্দেশিকা। যার অন্যতম ছিল, কোনও ক্রিকেটার, কোচ, কোচিং স্টাফরা চাইলেই অনুশীলন বা ম্যাচের সময় একাকী মাঠে যেতে পারবেন না। সবাইকে একসঙ্গে টিম বাসে করেই যাতায়াত করতে হবে। জাদেজা গতকাল এজবাস্টনের মাঠে খেলা শুরুর অনেকটা আগে একাকী হাজির হয়ে সেই নিয়ম ভেঙেছেন বলে অভিযোগ। যদিও ভারতীয় দলের একটি সূত্রের দাবি, কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিল জাড্ডুর এমন পরিকল্পনার কথা জানতেন।

অতিরিক্ত অনুশীলনের সুবিধা প্রথম ইনিংসে তুললেন রবীন্দ্র জাদেজা।

শুভমানের প্রশংসা

জাদেজা নিজেও এমন বিতর্ক নিয়ে উদাসীন। বরং তিনি অনেক বেশি করে মজে রয়েছেন তাঁর দলের অধিনায়ক শুভমানের মায়াবী ব্যাটিংয়ে। দুনিয়ার ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো স্যর জাদেজারও একসময় মনে হয়েছিল, শুভমানকে আউট করা যাবে না। যদিও বাস্তবে সেটা হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে জাদেজা বলেছেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে শুভমান এখন কতটা পরিণত, সেটা বোধহয় আমার বলার প্রয়োজন নেই আর। দুনিয়ার সবাই দেখতে পেয়েছেন শুভমানকে। ওর ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, আর যাই হোক না কেন, ও আউট হবে না। আরও বড় রান করবে। হয়তো আউট হয়েছে। কিন্তু সেটা তো খেলারই অঙ্গ।'

রোহিত শর্মার উত্তরসূরি হিসেবে শুভমানের নাম যখন ভারত অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা হয়নি, সেই সময় জাদেজার নাম শোনা গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়কের দৌড়ে। জাড্ডু কি এখনও ভারতীয় দলের নেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্নের সামনে জাড্ডুর তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, 'ওই সময় চলে গিয়েছে।'

রাষ্ট্রপতি ভবনে ডুরান্ড কাপের ট্রফি উন্মোচন করলেন দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার।

ডুরান্ডের ট্রফি প্রকাশে রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মুর হাত দিয়ে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে ডুরান্ড কাপ ট্রফিগুলির উন্মোচন ও ফ্ল্যাগ অফ করেন তিনি। প্রেসিডেন্টস কাপ, ডুরান্ড ও সিমলা ট্রফি দেওয়া হয় এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নদের। এদিন এই তিন ট্রফিই ছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ এয়ার স্টাফ এয়ার মার্শাল অমরপ্রীত সিং, চিফ অফ ডিফেন্স জেনারেল অনিল চৌহান, চিফ অফ নেভাল স্টাফ দীনেশকুমার ত্রিপাঠী সহ একাধিক সেনা কর্তা। ট্রফি উন্মোচন হলেও এদিনও সূচি প্রকাশ্যে আনেনি আয়োজকরা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট যে খেলছে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, সূচি নিয়ে এখনও আপত্তি জানিয়ে যাচ্ছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। তাই মোহনবাগানের তরফে এখনও ডুরান্ডে খেলার কথা স্বীকার করা হয়নি। প্রস্তাবিত সূচিতে মোহনবাগানের গ্রুপেই আছে ডায়মন্ড হারবার এফসি ও মহমেডান স্পোর্টিং। চার নম্বর দল হিসাবে থাকছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচই খেলতে হবে ডায়মন্ড হারবারের বিপক্ষে। ৩০ জুলাই তাদের প্রথম ম্যাচ। কিন্তু এটাই চাইছেন না মোহনবাগান কর্তারা। এর আগে হঠাৎই টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহারের কথা বলেছিল তারা। প্রকাশ্যে না বলা হলেও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এক গ্রুপে না রাখার শর্তেই শেষপর্যন্ত খেলতে রাজি করানো হয়েছে মোহনবাগানকে। ফের সূচি নিয়ে তাদের আপত্তি এবার আদৌ রাখা হয় কিনা সেটাই দেখার।

ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে আছে সাউথ ইউনাইটেড এফসি ছাড়াও আছে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও নামধারী এফসি। মোহনবাগানের তুলনায় খানিকটা হলেও সহজ গ্রুপে অস্কার ব্রুজোঁর দল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি অনুশীলনে নামতে চলেছে লাল-হলুদের সিনিয়ার দল। গ্রুপ লিগে সিনিয়ার-জুনিয়ার মিলিতবাহিনীর সঙ্গে দুই-একজন বিদেশিও খেলাতে আগ্রহী তারা। কারণ এবার যেহেতু আইএসএলের বেশিরভাগ দলই আসছে না, তাই তাদের কাছে বড় সুযোগ থাকছে টুর্নামেন্ট জেতার। যদিও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও পাঞ্জাব এফসি পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে ডুরান্ডে নামতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে মোহনবাগানের মতোই জামশেদপুর এফসি জুনিয়ার দলই শুরুতে মাঠে নামাবে। কলকাতার ম্যাচগুলি হবে যুবভারতী ও কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে।

চতুর্থ রাউন্ডে আলকারাজ

লন্ডন, ৪ জুলাই : উইম্বলডনে চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। জার্মানির জাঁ-লিনার্ড স্টাফের বিরুদ্ধে অবশ্য প্রত্যাশামতো স্ট্রেট সেটে জয় আসেনি তাঁর। ৬-১ গেমে প্রথম সেট জয়ের পর দ্বিতীয়টি আলকারাজ ৩-৬ ব্যবধানে হাতছাড়া করেন। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরবর্তী দুই সেট ৬-৩, ৬-৪ গেমে জিতে চতুর্থ রাউন্ডের টিকিট পাকা করেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ।

তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন আন্দ্রেই রুবলেভ। আদ্রিয়ান মানারিনোকে ৭-৫, ৬-২, ৬-৩ গেমে তিনি হারিয়েছেন। টেলর ফ্রিৎজ ৬-৪, ৬-৩, ৬-৭ (৫/৭) ও ৬-১ গেমে জিতেছেন আলেজান্দ্রো ডাভিডোভিচ ফোকিনার বিরুদ্ধে।

মহিলাদের সিঙ্গলস থেকে বিদায় নেন ষষ্ঠ বাছাই ম্যাডিসন কিস। ৬-৩, ৬-৩ গেমে তিনি হেরেছেন লরা সিয়েগেমুন্ডের কাছে। ছুটি হয়ে গেল নাওমি ওসাকারও। ৬-৩, ৪-৬, ৪-৬ গেমে তিনি হেরে যান আনাস্তাসিয়া পাভলুচেঙ্কোভার বিরুদ্ধে। পুরুষদের ডাবলসে শীর্ষবাছাই মার্সেলো আরেভালো-মাতে পাভিচ ৬-৩, ৬-২ ফলে হারিয়েছেন মুনার-মার্টিনেজকে।

এগিয়েও ড্র মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : কলকাতা লিগে প্রথম ম্যাচ ড্র করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর্থিক সমস্যা, ফেডারেশন, ফিফার নিষেধাজ্ঞা সবমিলিয়ে মাঠের বাইরে একেবারেই স্বস্তিতে নেই সাদা-কালো শিবির। তার মধ্যে এই ড্র একটু হলেও অক্সিজেন জোগাবে শিবিরে। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব-মহমেডান ম্যাচের ফল ২-২। এর পিছনে ফুটবলারদের অবদান তো রয়েছেই। তবে কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর কৃতিত্বও কোনও অংশে কম নয়। শুরুতেই লালথানকিমার গোলে এগিয়ে যায় তারা। তিন মিনিটের মধ্যে সমতা ফেরায় পুলিশ। বিরতির আগেই আবার মহমেডানকে এগিয়ে দেন লালগাইসাকা। দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে পুলিশ। ৫৪ মিনিটে ২-২ করেন সন্দীপ ওরাওঁ। তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হলেও লড়াই করে মহমেডানের তরুণ ব্রিগেড।

অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায় শুরু : নীরজ

বেঙ্গালুরু, ৪ জুলাই : রাত পোহালেই বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে বহু প্রতীক্ষিত 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' জ্যাভলিনের আসর বসছে। নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতার আয়োজনে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

নীরজ চোপড়া ক্লাসিক
সময় : সন্ধ্যা ৬টা
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টারে

৭ বিদেশি সহ মোট ১১ জন অ্যাথলিট টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন। রাজকীয়ভাবে তাঁদের প্রত্যেককে বেঙ্গালুরুতে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে নীরজের হাতে লেখা চিঠি প্রতিযোগীদের দেওয়া হবে। আয়োজন নিয়ে অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী অ্যাথলিট বলেছেন, 'প্রতিদিন নতুন করে শিখছি কীভাবে একটা প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হয়। এটা করতে গিয়ে যাঁরা এই রকম ইভেন্ট আয়োজন করেন, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছে।' নীরজের সংযোজন, 'শুধু আমার নাম জড়িয়ে রয়েছে বলে নয়, এটা আমার প্রতিযোগিতা। তাই চেষ্টা করছি কোথাও যেন কোনও খামতি না থাকে। এর মাঝে নিজের অনুশীলনেও সময় দিচ্ছি। নীরজ চোপড়া ক্লাসিক আয়োজন নিয়ে আমি যতটা উত্তেজিত, ঠিক ততটাই উত্তেজিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়েও।'

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে নীরজ বলেছেন, 'মনে হচ্ছে আমি স্বপ্নের মধ্যে আছি।' কেন তাঁর এমনটা মনে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হলে নীরজের মন্তব্য, 'পদক জয় আলাদা জিনিস। কিন্তু আমি ভারত ও ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে নতুন কিছু দিচ্ছি। এজন্য আমি প্রচণ্ড খুশি। আমাদের অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে।'

ছন্দপতন বিনোর ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল- ১ (গুইতে)
সুরুচি সংঘ- ১ (কর্মণ্য)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : দ্বিতীয় ম্যাচেই ছন্দপতন ইস্টবেঙ্গলের। প্রথম ম্যাচে ৭ গোলের পর এদিনও প্রত্যাশার ফানুস উড়িয়ে, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নৈহাটিতে ছুটে এসেছিলেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। তবে সেই রেশ ধরে রাখতে পারলেন কই নসিব রহমান, আমন সিকেরা। সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র। সন্তুষ্ট থাকতে হল ১ পয়েন্টেই।

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে ভানলালপেকা গুইতে।

মনোতোষ মাঝি ও জেসিন টিকে না থাকায় এদিন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমনকে সামনে রেখে দল সাজান বিনো জর্জ। একটু পিছন থেকে খেলানো হয় বিজয় মুর্মু ও ভানলালপেকা গুইতেকে। ফলত প্রকট হয়ে উঠল ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার সমস্যা। মাঝমাঠের দখলও কোনও সময়ই নিতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। প্রায় আধঘন্টা ১০ জনের সুরুচিকে পেয়েও তার ফায়দা তুলতে ব্যর্থ মশাল ব্রিগেড।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়েরও একেবারে শেষ মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন গুইতে। নসিবের পাস বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে বল আয়ত্তে আনতে পারেননি বলরাম মান্ডি। ওই বল ধরে গোলরক্ষককে পাশ কাটিয়ে গোল করেন গুইতে। ৪৭ মিনিটে গোল শোধ সুরুচির। গোল করেন কর্মণ্য বনসাল। শেষ ২৭ মিনিট ১০ জনের সুরুচিকে ঠেকিয়ে রাখতেও ইস্টবেঙ্গলের কালঘাম ছুটে যায়।

শুভমান ভবিষ্যতের মহাতারকা : আজহার

ছাত্রের ত্রিশতরান হাতছাড়ায় আক্ষেপ যুবির

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : স্বপ্নের ব্যাটিং। রূপকথার ইনিংস।

শুভমান গিলকে নিয়ে মুগ্ধ ক্রিকেট বিশ্ব। যদিও আক্ষেপ যাচ্ছে না যুবরাজ সিংয়ের! খুশির মধ্যেও মেনে নিতে পারছেন না প্রিয় ছাত্র নিশ্চিত ত্রিশতরান মাঠে ফেলে আসায়। ৩৮৭ বলে ২৬৯। ৫০৯ মিনিট ক্রিজে কাটিয়ে ৩০টি চার ও ৩টি ছক্কা। সবকিছু ছাপিয়ে প্রায় নিখুঁত ক্রিকেটীয় ইনিংস।

যুবরাজের মতে, ত্রিশতরান প্রাপ্য ছিল শুভমানের। গিলকে নিয়ে যুবির যে ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন যোগরাজ সিং। প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজের কথায়, যুবরাজ কেরিয়ারে যা অর্জন করেছেন, বাবা হিসেবে তিনি গর্বিত। সেটাই এখন যুবরাজ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। শুভমান গিল, অর্শদীপ সিং, অভিষেক শর্মাদের ট্রেনিং দিয়েছে। গিল যখন ২০০-তে পা রাখে, তখন সবাই চাইছিলেন ২৫০ করুক। পরের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই তিনশো ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

> বর্তমান ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় শুভমান। ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের মহাতারকা হিসেবে চিহ্নিত ও। আগামী দিনে অনেক বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে ওর জন্য। আগাম শুভেচ্ছা রইল। বার্মিংহামে দুরন্ত ইনিংস খেলল। এভাবেই দেশকে গর্বিত করুক, এই প্রার্থনাই করি।
>
> **মহম্মদ আজহারউদ্দিন**

শুভমানের মতো আক্ষেপ যুবরাজেরও। যোগরাজের যুক্তি, ব্যাটাররা সেট হয়ে আউট হলে খারাপ লাগে। যুবরাজের মধ্যেও একই অনুভূতি কাজ করে। অপরাজিত থেকে স্কোরটাকে যত লম্বা করে ফিরবে আত্মবিশ্বাসের পারদ ততই বাড়বে। শুভমান যা হাতছাড়া করেছে।

সফরের আগে শুভমানের টেস্ট পরিসংখ্যান নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। যোগরাজের মতে, এবার তার জবাব দিচ্ছে। বলেছেন, 'অনেক কথা শুনতে হয়েছে ওকে। টপ হ্যান্ডে অনেক উন্নতি করেছে। সমালোচকদের বলব, ক্রিকেট না বুঝলে মুখ বন্ধ রাখ। তবে সহজে সন্তুষ্ট হলে চলবে না শুভমানের। অনেক বেশি পাওয়ার দক্ষতা রয়েছে ওর মধ্যে। ৩০০, ৪০০ করার ক্ষমতা রাখে। ব্রায়ান লারা পারলে আমরা কেন পারব না?'

শট খেলার সময় ডানহাতের পজিশন নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। যুবরাজের পরামর্শে শুভমান যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে বলে দাবি করেন যোগরাজ। কভার ড্রাইভের সময়ও মাথা অনেক সোজা। ছোটখাটো যে পরিবর্তনগুলি ম্যাজিক দেখাচ্ছে। বিলেত সফরের আগেই যুবরাজের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সিরিজে প্রচুর রান করবে শুভমান। ১৪৭, ২৬৯ স্কোরগুলি তারই প্রতিফলন।

শুভমানে মজে মহম্মদ আজহারউদ্দিনও। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মন্তব্য, 'বর্তমান ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় শুভমান। ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের মহাতারকা হিসেবে চিহ্নিত ও। আগামী দিনে অনেক বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে ওর জন্য। আগাম শুভেচ্ছা রইল। বার্মিংহামে দুরন্ত ইনিংস খেলল। এভাবেই দেশকে গর্বিত করুক, এই প্রার্থনাই করি।'

'কপি বুক' ব্যাটিংয়ে মন জয় করলেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল।

মাঠ থেকে ফিরেই সুইমিং পুলে গিল

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : ধ্রুপদী ব্যাটিং। নিখুঁত ইনিংস। ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জয়। শেষ পর্যন্ত হতাশায় ডুবে যাওয়া।

এজবাস্টন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে নিয়ে হইচই ক্রিকেট দুনিয়ায়। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, ২৬৯ রানের নিখুঁত ব্যাটিংয়ের পর থামতে হয়েছে তাঁকে। এমন একটা ইনিংস এজবাস্টনের মাঠে খেলেছেন শুভমান, যার কথা স্বপ্নেই ভাবা যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্রথমে স্কাই স্পোর্টস ও পরে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে শুভমান নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরেছেন। যার মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে আগামীর আরও সাফল্যের স্বপ্ন। শুধু তাই নয়, এজবাস্টনের মাঠ থেকে সতীর্থদের সঙ্গে টিম হোটেলে ফেরার পর বাবা-মায়ের ফোন পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছেন তিনি। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'মাঠ থেকে টিম হোটেলে ফেরার পর বাবা-মায়ের ফোন পেয়েছিলাম। বাবা বলল, দারুণ খেলেছ। এভাবেই এগিয়ে যাও। তোমার ব্যাটিং দেখে গর্ব হচ্ছে। আর মা বলল, এই ছন্দ ধরে রাখ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

শচীন তেন্ডুলকারের পর বিরাট কোহলি। আর কোহলির পর শুভমান। টিম ইন্ডিয়ার চার নম্বর ব্যাটারের শূন্যস্থানপূরণ হয়ে গিয়েছে, এমন কথা এখনই বলে দেওয়া যায়। দলের কান্ডারি হিসেবে হেডিংলের পর এজবাস্টনে শুভমান যে ছন্দ ও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এমন সাফল্যের রহস্য কী? কীভাবে নিজের ব্যাটিংকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর করে তুলেছেন? দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে প্রাক্তন ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্তের করা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্রিকেটের কিছু টেকনিকাল দিকের কথা তুলে ধরেছেন ভারত অধিনায়ক। শুভমান বলেছেন, 'আইপিএলের পর নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক সময় দিয়েছি। স্টান্সের কিছু পরিবর্তন করেছি। ফুটওয়ার্ক নিয়ে নতুনভাবে কাজ করেছি। এসবেরই ফল পাচ্ছি।' এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিনে শতরান করে অপরাজিত ছিলেন শুভমান। দ্বিতীয় দিনে সেই শতরানকে দ্বিশতরানে বদলে দেন তিনি। সব ঠিক থাকলে তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে ত্রিশতরানও পেতে পারতেন তিনি।

মুহূর্তের ভুলে ত্রিশতরান পাননি ভারত অধিনায়ক। যা নিয়ে হতাশা গোপন না করে তিনি বলেছেন, 'ত্রিশতরান মিস করেছি আমি। যেভাবে খেলছিলাম, ভেবেছিলাম দলের রানটা আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। সঙ্গে ত্রিশতরানও হয়ে যাবে। সেটা হয়নি। হয়তো খারাপ লাগা রয়েছে। কিন্তু ভালো লাগছে একটা কথা ভেবে, দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছি।' মাঠ থেকে হোটেলে ফিরেই সুইমিং পুলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক।

> আইপিএলের পর নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক সময় দিয়েছি। স্টান্সের কিছু পরিবর্তন করেছি। ফুটওয়ার্ক নিয়ে নতুনভাবে কাজ করেছি। এসবেরই ফল পাচ্ছি।
>
> **শুভমান গিল**

সারাদিনের ক্লান্তি কাটিয়ে নতুন শুরুর লক্ষ্যে তিনি এমনটা করেছিলেন। সেই তথ্য দুনিয়ার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশে শুভমান শুনিয়েছেন এজবাস্টনে তাঁর বড় রানের নেপথ্য কারণও। ইনিংসের শুরুর দিকে তিনি ইংরেজ ফিল্ডারদের মাঝে রান করার পথ পাচ্ছিলেন না। প্রথমদিনের মধ্যাহ্নভোজের সময় সাজঘরে এই ব্যাপারে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। গম্ভীর তাঁকে বলেন, উইকেটে পড়ে থাকতে। বাকিটা ইতিহাস।

যে ইতিহাসের সঙ্গে চিরকালীনভাবে নাম জড়িয়ে গিয়েছে শুভমানের। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিনের একটা নির্দিষ্ট রুটিন রয়েছে আমার। সেটা কখনও বদলাতে দিই না। আর সবসময় চেষ্টা করি, আরও ভালো করার। এই চেষ্টা ও ভাবনা চিরকাল চালিয়ে যাব আমি।'

অজিদের টানলেন ক্যারি-ওয়েবস্টার

সেন্ট জর্জেস, ৪ জুলাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়ে গেল ২৮৬ রানে। আলো কম থাকার কারণে প্রথম দিনে আর ব্যাট করতে হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

প্রথম টেস্টের মতোই অজি ব্যাটারদের একই দূর্দশার ছবি পাওয়া গেল। শুরুর দিকে ডোবালেন অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটাররা। শেষের দিকে কিছুটা লড়াই পাওয়া গেল টেলএন্ডারদের থেকে।

যদিও অজিরা শুরুটা করেছিল ইতিবাচক মানসিকতায়। বিনা উইকেটে তারা ৪৭ রান তুলে নেয়। তারপরই উসমান খোয়াজাকে (১৬) ফেরান আলজারি জোসেফ (৬১/৪)। শুরু হয় অজিদের ভাঙন। একসময় তাদের স্কোর ১১০/৫ হয়ে যায়। সেখান থেকে ষষ্ঠ উইকেটে ১১২ রান যোগ করেন বিউ ওয়েবস্টার (৬০) ও অ্যালেক্স ক্যারি (৬৩)। দুই ব্যাটারের প্রচেষ্টার শেষপর্যন্ত অজিরা থামে ২৮৬ রানে।

অন্যদিকে, বোলিংয়ে আলজারিকে সংগত দেন জেডন সিলসরা (৪৫/২)।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুক্রবার প্রথম ইনিংসে ৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯১ রান তুলেছে। ক্রিজে ব্র্যান্ডন কিং (২৯) ও রোস্টন চেজ (৮)।

অর্ধশতরানের পর অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ক্যারি।

ছয় বলে ছয় রকম অ্যাকশন ঈশানের

টনটন, ৪ জুলাই : সমারসেটের বিরুদ্ধে ইয়র্কশায়ারের হয়ে কাউন্টি ম্যাচ খেলতে গিয়ে ৭৭ রান করে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন ঈশান কিষান। তবে ব্যাটিং নয়, ঈশান চর্চায় এসেছেন তাঁর বোলিংয়ের জন্য। সেটাও করেছেন সমারসেটের বিরুদ্ধে মাত্র ১ ওভার বোলিং করার সুযোগ পেয়েই। ওভারে ছয়টি বল তিনি করেছেন ছয়টি অ্যাকশনে। প্রথম বলে হরভজন সিংয়ের স্টাইলে অফস্পিন করেন ঈশান। পরের বলে লেগস্পিন, একেবারে শেন ওয়ার্নকে নকল করে। সচরাচর বল হাতে দেখা যায় না মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। চমকে দেওয়া ওভারে সেই ধোনির অ্যাকশনও তুলে এনেছেন ঈশান। ওভারটিতে ১ রান খরচ করলেও কোনও উইকেট তিনি তুলতে পারেননি। ম্যাচটিও ড্র হয়।

কিপিং গ্লাভস ছেড়ে ঈশান কিষানের বোলিংয়ের এই ভিডিও এখন ভাইরাল।

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies
spencers
MAGICAL HOURS 72
4th–6th July
72 HOURS, UNMATCHED OFFERS!
BUY 1 GET 1 FREE*
ক্যাচ পোস্ত দানা 100g/ গনেশ মসলার রেঞ্জ
GET 500G PACKED SUGAR FREE*
ময়দা/ছাতু/বেসন/সুজি-র রেঞ্জ
MRP ₹33 Onwards
(*On purchase of any flour except atta worth ₹199)
GET AT ₹54/KG/₹209
মিনিকেট চাল লুজ/দাওয়াত বিরিয়ানি বাসমতী চাল 1kg Market Price ₹60/kg /MRP ₹250
GET AT ₹156/109
স্মার্ট চয়েস সর্ষের তেল 1L/ 7 স্টার সয়াবিন তেল 750g MRP ₹210/190
GET COMBO @₹888
ডাবল টিক্ আমেরিকান আমন্ড 500g/কাজু 500g MRP ₹699/950
FLAT 52% OFF
বিস্কুট এবং কুকিজ-এর রেঞ্জ
MRP ₹100 Onwards
GET AT ₹99/ BUY 2 GET 1 FREE*
প্রিঙ্গলস চিপস/নাচোস ও চিপস্-এর রেঞ্জ
MRP ₹120/50 Onwards
50% OFF
মুয়েসলি-র রেঞ্জ 400g-1kg
MRP ₹390 Onwards
GET AT ₹230/99
কিসান মিক্সড ফ্রুট জ্যাম 700g / কিসান ফ্রেশ টমেটো কেচাপ 1.1kg
MRP ₹270/150
₹30 OFF
টাটা টি গোল্ড 500g
MRP ₹280
GET AT ₹21/KG
আলু
Market Price ₹25/kg
GET AT ₹32/KG
পেঁয়াজ
Market Price ₹40/kg
Introducing
My spencers Rewards
SHOP MORE SAVE MORE
Shop More. Save More.
Save up to 6% extra, on your monthly purchase.
Visit Store or Log on to rewards.spencersretail.com
*T&C Apply.
GET AT ₹69/KG
ল্যাংড়া আম
Market Price ₹75/kg
GET AT ₹245/KG
চিকেন প্রিমিয়াম হোল স্কিন অফ্
Market Price ₹250/kg
BUY 2 GET 2 FREE*
মিল্কশেক-এর রেঞ্জ
FLAT 20% OFF
ফ্রোজেন স্ন্যাক্স-এর রেঞ্জ
55% OFF
শ্যাম্পু-র রেঞ্জ
MRP ₹275 Onwards
33% OFF
মাল্টিপ্যাক সাবান/টুথপেস্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹95/140 Onwards
₹300 OFF
ডিটারজেন্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹718 Onwards
BUY 2 @₹40 OFF
BUY 1 @₹20 OFF
হার্পিক টয়লেট ক্লিনার 1L
MRP ₹235
GET AT ₹1099
গালা কুইক স্পিন মপ MRP ₹1899
FLAT 75% OFF
ডাবল বেডশীট-এর রেঞ্জ
MRP ₹999 Onwards
GET AT ₹249
কেকে ছাতা 2-ফোল্ড ম্যানুয়াল মেট্রো
MRP ₹299
GET AT ₹1999
মহারাজা জুসার মিক্সার গ্রাইন্ডার মার্ক ভিও প্লাস MRP ₹3999
BUY 1 GET 1 + FREE* IRON
*ON PURCHASE OF APPAREL WORTH ₹1999
T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134
CIN. U51229WB2000PLC154278